কেরিয়ার গাইড কেরিয়ার গাইড
কেরিয়ার
কেরিয়ার গাইড কেরিয়ার গাইড
গাইড
সত্যেন্দ্র আচার্য

কেরিয়ার গাইড

সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য এম. এ., ডিপ. লিব. এস. সি.

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

CAREER GUIDE

A Career Directory in Bengali

By

Satyendra Nath Acharyya

প্রথম প্রকাশ :

মার্চ, ১৯৭৯

প্রকাশক :

জয়দেব ঘোষ
মডেল পাবলিশিং হাউস
২ এ, শ্যামা চরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : রঞ্জিত দাস

মুদ্রাকর :
গণেশ শীল
ইম্প্রেশন প্রব্লেম
২৭/এ তারক চ্যাটার্জি লেন

অশোককুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৬

ষোল টাকা

দেবব্রত মল্লিক

সুহৃদ্বরেষু

॥ পূর্বকথা ॥

বর্তমানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিকে আরো অন্তরঙ্গ করার অভিপ্রায়ে সবিশেষ সচেষ্ট। উদ্দেশ্য জীবিকার সন্ধান। কেন্দ্রীয় সরকারের এ সম্বন্ধে তথ্যানুভিত্তিক একটি দপ্তর আছে, (Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Rehabilitation, Govt. of India.) এবং বৃত্তিটির উপযোগ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণের অবগতির জন্য স্বল্পমূল্যে বৃত্তিভিত্তিক পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ সেই প্রচেষ্টাকে আরো বহুমুখী এবং ব্যাপকতার মাধ্যমে সরকারী উদ্যমকে গ্রহণ করেছে এবং যার ফল স্বরূপ ছাত্র, অভিভাবক এবং শিক্ষিত অনুসন্ধানী সামান্যতম সাহায্যলাভেও সমর্থ হয়।

এই গ্রন্থের পক্ষে সর্বতোভাবে সহায়ক এমন কোন বিশেষগ্রন্থ এখনো প্রকাশিত নেই। তাই এই দুরূহ কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে, 'সহায়ক গ্রন্থের' তালিকা ছাড়াও প্রধানতঃ ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধানে এবং খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনকে ভিত্তি করে। অবিশ্যি কিছু বন্ধুজন তাঁদের জ্ঞানানুসারে কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ কি না? বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণতা কোথায় তা আমার কাছেও অজানা। শুধুমাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, মাত্র সেগুলিই এখানে সন্নিবেশিত। প্রশ্ন হতে পারে, যে সংস্থা এবং শিক্ষায়তনের নাম উল্লেখ আছে তা সব এবং যথেষ্ট কিনা? না, যথেষ্ট নয়। কারণ এখানে যে ট্রেডগুলিকে অবলম্বন করা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে যতগুলি শিক্ষাকেন্দ্রের ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে মাত্র। এর বাইরে প্রচুর সংস্থা বা শিক্ষায়তন আছে যেগুলি আমার কাছে অজানা। পরবর্তী সংস্করণে, সেই সব শিক্ষা সংস্থা তাঁদের নাম-গোত্র ইত্যাদি অনুগ্রহ পূর্বক জানালে সানুনয়ে স্বীকৃত হবে। এই বিপুল কর্মকাণ্ডে নাম, নিয়মাবলী বা অন্য কিছু সম্বন্ধে অনবধানতা বশতঃ কিছু ভ্রম থাকাও অসম্ভব নয়। সেই সব প্রতিষ্ঠান এ সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত জানালে তাও সাদরে গৃহীত হবে। দ্রুততর কার্য সম্পাদনার জন্য মুদ্রণে কিছু প্রমাদ থেকে গেছে, এমনকি দুই ক্ষেত্রে পৃষ্ঠার সংখ্যাতেও কিন্তু তাতে

পাঠ্য বস্তুর ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। এ ছাড়া, আগ্রহী পাঠক সাধারণ ভ্রমগুলির ইঙ্গিত দিলে বাধিত হব।

বহুপূর্বে প্রকাশিত এবং ছিন্নপ্রায় একটি সরকারী নথি থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, বিশেষ করে যেগুলি উল্লিখিত "কারিগরী বৃত্তি" পর্যায়ে। পরবর্তী অধ্যায়ে অনুসন্ধানে জেনেছি, সেগুলি বিশেষ বিশেষ পাঁচ-সালা পরিকল্পনার অধীন। অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলে কোন কোন বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায় কিম্বা স্থানান্তর ঘটে। তেমন কিছু ক্ষেত্রে 'অনুসন্ধান সাপেক্ষে' এইরূপ মন্তব্যের উল্লেখ আছে।

পরিশেষে, সহায়তার স্বপক্ষে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় "সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী।" সেই সব গ্রন্থের লেখক বা সংস্থা, সরকারী এবং বে-সরকারী, এঁদের সকলের কাছেই লেখক ঋণী। এ ছাড়া, কিছু বিদ্যাকেন্দ্রের তালিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর। ডি. জি. ই. এ্যাণ্ড টি. কর্তৃক প্রকাশিত বেশ কিছু "গাইড টু কেরিয়ার" পুস্তিকা দিয়ে সাহায্য করেন রিজিওনাল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের (কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট-কলকাতা) এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার (ভোকেশানাল গাইড)। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলির নিয়মাবলী (Notice) দিয়ে সাহায্য করেছেন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, টাউন হল, কলকাতা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পক্ষে তথ্যমূলক পুস্তিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন পঃ বঃ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারের তথ্য কেন্দ্র। উল্লিখিত সরকারী নথিটি থেকে কাজ করার জন্য সুপারিশ এবং সাহায্য করেন গবর্ণমেণ্ট টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের স্টোর কীপার মহাশয়। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আমাকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে এবং প্রকাশক শ্রী জয়দেব ঘোষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই গবেষণা মূলক কর্মপ্রচেষ্টায় যে 'কেরিয়ার গাইড' প্রকাশিত হল তা সার্থক হবে তখনই যখন এই গ্রন্থটি বৃত্তি অনুসন্ধানীদের কাছে নামমাত্র ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হবে।

৫ই মার্চ, '৭৯

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal.

———

কেরিয়ার গাইড প্রসঙ্গে

যতদূর মনে পড়ে, প্রাচীন ভারতের শিক্ষার বিবরণ পাওয়া যায় বৈদিক যুগ থেকে। এই আদি পর্বে বেদের মহিমাই ছিল শিক্ষার বিষয়। অর্থাৎ যার আসল মানে হল, সম্যক জ্ঞানলাভ, যে জ্ঞানের দ্বারা আধ্যাত্মিকতার শেষ পর্বে পৌছানো যায়। অর্থাৎ হিংসা, লোভ, মোহ, পাপ এ সব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

কিন্তু যুগের যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি শিক্ষাও বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজকের শিক্ষায় এসে পোঁছেচে। আজকের শিক্ষা অর্থকরী শিক্ষা। জীবনের পূর্ণ বিকাশসাধন, স্বনির্ভরতা, বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে স্ব অধিকার নিয়ে পূর্ণ নাগরিকত্বে পৌছনোর যে বিধি, সেটাই বোধ হয় আজকের শিক্ষা। আর তার অন্তিমে যে বিচার, তারই নাম "পরীক্ষা।" সোজা কথায় কেরিয়ারে পোঁছনোর জন্য সিঁড়ি ভাঙা।

জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে এই সিঁড়ি ভাঙতেই হবে। কেরিয়ারে পৌছনোর জন্য পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতেই হবে।

যারা বেশীদূর লেখাপড়া নিয়ে এগোতে পারল না, তাদের জন্যও কিন্তু কম সুযোগ ছড়িয়ে নেই।

পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কি ধরনের শিক্ষার প্রচলন আছে অর্থাৎ কেরিয়ার তৈরির সুযোগ আছে, কত রকম পরীক্ষা হয় তার সঙ্গে মোটামুটি একটু পরিচয় হোক।

মেডিক্যাল কলেজ

প্রথম পরিচয় হোক মেডিক্যাল কলেজগুলির সঙ্গে। বিশেষ করে যে সব কলেজগুলিতে এম. বি. বি. এস. কোর্স পড়ানো হয়। মোটামুটিভাবে এই কলেজগুলিতে ভর্তির রীতি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ক, খ, গ এবং ঘ। 'ক' বিভাগের জন্য দরকার হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। মেধাভিত্তিক নির্বাচন। সর্বভারতীয়। তাই রাজ্যভিত্তিক কোন নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। সর্বভারতীয় 'ক' শ্রেণীভুক্ত কলেজের বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল।

(১) **অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স।**
(আনসারী নগর, নতুন দিল্লী—১১০০১৬)।

যে কোন ভারতীয় ভর্তি হতে পারে। তবে নির্বাচনী পরীক্ষার ভিত্তিতে। তার আগে তো অবশ্যই এইচ. এস.—পি. ইউ. পাস করতে হবে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজীতে শতকরা ষাট নম্বর পেলেই তবে। নির্বাচনী পরীক্ষায় এগুলি সমেত সাধারণ জ্ঞান (জেনারেল নলেজ) যুক্ত। বয়স—সতের বছর।

পরীক্ষা কেন্দ্র—কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদে। পাসের পর ইণ্টারভিউ।

(২) **কলেজ অব মেডিক্যাল সায়েন্স।** (বারাণসী)।

নির্বাচন পদ্ধতি একই। নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে হিন্দু বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ। (পুনে)।

এটি মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সের একটি সংস্থা। ডিরেক্টর জেনারেল, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল সার্ভিস, নতুন দিল্লী। মহিলাদের জন্যেও আসন আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিক্যাল ক্যাডেট্‌স হিসেবে গণ্য করা হয়।

ভর্তির নিয়ম একই। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। পাসের পর ইন্টারভিউ। বয়ঃসীমা—সতের থেকে কুড়ি বছর। এখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংরেজীর পরিবর্তে ইনটেলিজেন্স এবং এ্যাপটিচুড টেস্ট দিতে হয়। কলকাতাতেও পরীক্ষা হয়। পাশের পর ইন্টারভিউরও ব্যবস্থা আছে কলকাতাতে।

(৪) জওহরলাল মেডিক্যাল কলেজ। (আলিগড়)

পরীক্ষার বিষয় এবং পদ্ধতি একই। বয়স—সতের বছর। পরীক্ষা কেন্দ্র কিন্তু আলিগড়ে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিষয় হ'ল—ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বটানি, জুলজি এবং ইংরেজী। আসন সংখ্যা পঞ্চাশ। নির্দিষ্ট আসন মেয়েদের জন্য দশটি।

(৫) লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ফর উইমেন। (নতুন দিল্লী)

নামেই বোঝা যাচ্ছে, এখানে ছেলেদের প্রবেশ অধিকার নেই। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। সর্বভারতীয়, কিন্তু কিছু আসন সংরক্ষিত। যেমন, দিল্লী—৪২, তপশিলী—২৬, জম্মু ও কাশ্মীর—২, অনুন্নত কমনওয়েলথ দেশ—৪, বিদেশী ছাত্রী—৭ এবং যে সব

ইউনিয়ন টেরিটোরিতে এম. বি. বি. এস-এর সুযোগ নেই সেখানকার জন্য—১৩।

পরীক্ষা পদ্ধতি একই। তপশিলীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় বসতে হয়না। বয়েস একই, সতের।

(৬) ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ। (ভেলোর)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্বাচন। এম. বি. বি. এস. ডিগ্রী দেয় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বভারতীয়। কিন্তু মোট আসন সংখ্যা ষাটের মধ্যে মাত্র সতেরোটি সর্বভারতীয়। পরীক্ষা পদ্ধতি মোটামুটি একই। মহিলারাও প্রার্থী হতে পারে। যোগাযোগের ঠিকানা—ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, ভেলোর—২।

(৭) জওহরলাল ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন এ্যাণ্ড রিসার্চ। (পণ্ডীচেরী)

ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা পূর্ববৎ। আসন সংখ্যা ষাট। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। নির্বাচনী পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতাতেও হয়।

(৮) মহাত্মা গান্ধী কলেজ অব মেডিক্যাল সায়েন্স। (সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা, মহারাষ্ট্র)

পরীক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য কলেজে প্রবেশাধিকারের অনুরূপ। নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে হয়। সর্বভারতীয়। আসন সংখ্যা—৫০। কিন্তু মহারাষ্ট্রের অধিবাসীর জন্যে আসন নির্দিষ্ট ২৫।

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিতে ভর্তির নিয়ম অনেকের হয়ত জানা আছে। উচ্চমাধ্যমিক অথবা প্রি-ইউনিভার্সিটি বিজ্ঞান শাখায় কৃতকার্য হলে যে কেউ প্রার্থী হতে পারত। মেডিক্যাল কলেজে "সেন্ট্রাল সিলেকশন বোর্ড"-এর পরিচালনায় ডায়াটেটিকস্, নার্সিং, প্রভৃতি পরীক্ষা হলেও "বোর্ড অব জয়েন্ট এনট্রান্স এগজামিনেশন," বি. ই. কলেজ, শিবপুর, এই পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছিলেন এবং এই বোর্ডই "জয়েন্ট এনট্রান্স এগজামিনেশন ফর এ্যাডমিশন টু ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাণ্ড মেডিক্যাল কলেজ"-এর জন্যে প্রার্থী নির্বাচন করে দিতেন। কিন্তু নতুন শিক্ষাধারায় এখন পর্যন্ত যা নিয়ম সবাই শুনেছি তাতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের পর মেধাভিত্তিক নির্বাচন হবে ডাক্তারীতে এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিতে।

পশ্চিমবঙ্গে মেডিক্যাল কলেজগুলি কোথায়, তার আসন সংখ্যা এবং যে নিয়মগুলি বর্তমান তার কিছু বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল।

১। **মেডিক্যাল কলেজ**—৮৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।

এতকাল নির্বাচনী পরীক্ষান্তে ভর্তি বিধি ছিল "According to marks form above to down wards for his own districts but they must secure at least that marks which is fixed for that particular year." আশা করি এর পর আর কিছু পরিষ্কার করে বলার দরকার নেই। আসন সংখ্যা যতদূর

জানা যায়—১৩৫, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশে বিদেশের প্রতিনিধির (নমিনি) জন্য আসন সংখ্যা—৩, নেপালী—২, নেপালের এইচ. এইচ. জগদম্বা দেবীর প্রতিনিধি—১, বয়স—১৬ থেকে ২০ বছর।

২। **নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ**—১৩৮, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। আসন—১৩৫, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নমিনি—৬, তপশিলী এবং অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে—৫, অন্যান্য পূর্ববং।

৩। **ক্যালকাটা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ**—৩২, গোরা-চাঁদ রোড, কলকাতা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। অন্যান্য পূর্বরূপ। আসন সংখ্যা—২০০, সংরক্ষিত আসনের মধ্যে তপশিলী এবং জাতী—১০, ডোনার—৫, কালচারাল স্কলার—১।

৪। **আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ**—১, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। নিয়ম-কানুন পূর্বের মত। আসন সংখ্যা—১৩৫, বয়স—সতের বছর।

৫। **বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ**—বাঁকুড়া।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। আসন সংখ্যা ৫০, তার মধ্যে কিছু সংখ্যক তপশিলী সংরক্ষিত আসন। বয়স—১৭ থেকে ২১ বছর। অন্যান্য পূর্ববং।

৬। **নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল কলেজ।**
পোস্ট—রাজারাম, মোহনপুর। পশ্চিমবঙ্গ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। আসন সংখ্যা—৫০, সংরক্ষিত আসন—৮, বয়স ১৭ থেকে ২১ বছর। কোর্স পাঁচ বছরের। ডিগ্রী, এম. বি. বি. এস।

উচ্চতর শিক্ষা

এম. বি. বি. এস কোর্সে সফলতার পর মেডিসিনে উচ্চতর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই আছে। পশ্চিমবঙ্গেও এমন ব্যবস্থা রয়েছে—

(১) মেডিক্যাল কলেজ—এম. ডি : এম. এস : ডি. এ : এম, এস, সি।

(২) আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ—ডি. এ : ডি. জি. ও : টি, ডি, ডি।

(৩) চিত্তরঞ্জন সেবা সদন। ৪৮, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা।

—এম. ডি. এম. এস : এম, ও : টি. ডি. ডি : পি. এইচ. (মেডিসিন) পি. এইচ. (প্যাথলজি)।

(৪) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ এ্যাণ্ড এডুকেশন। লোয়ার সার্কুলার রোড। কলকাতা।

—এম. ডি ঃ এম. এস ঃ এম. ও ঃ টি. ডি. ডি ঃ পি. এইচ. (মেডিসিন), পি. এইচ. (প্যাথলজি)।

(৫) স্কুল অফ এ্যানেস্থিওলজি। লোয়ার সার্কুলার রোড। কলকাতা।

—ডিপ্লোমা-ইন-এ্যানেস্থিওলজি।

(৬) লেডী ডাফরিণ হস্‌পিটাল। আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা। ডি. জি. ও।

(৭) স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন। কলকাতা।—ডি. টি. এম. এ্যাণ্ড এইচ।

মেডিকেল রিসার্চ

বর্তমানে ভারতও বাইরের অন্যান্য দেশের তুলনায় গবেষণামূলক কাজের ব্যাপারে মোটেই অনগ্রসর নয়। বিভিন্ন পরিকল্পনায় মেডিক্যাল কলেজগুলিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আর তার ফলেই ভারতের বিভিন্ন অংশে মেডিক্যাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে এমন সংস্থা বা মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হল—

(১) অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ। কলকাতা।

(২) ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন। কলকাতা।

(৩) স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন। কলকাতা।

(৪) সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবরেটরি। কলকাতা।

(৫) ইনস্টিটিউট অব পি. জি. মেডিক্যাল এডুকেশন। কলকাতা।

(৬) ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশান। কলকাতা।

(৭) কলেরা রিসার্চ সেন্টার। কলকাতা।

(৮) ন্যাশানাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট এর জোনাল ল্যাবরেটরি। কলকাতা।

ডেন্টাল কলেজ

দাঁতের জন্য কলেজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যায় অন্যান্য কলেজের তুলনায় খুব বেশি না হলেও কম নয়। সাধারণত এই সব কলেজে দন্ত চিকিৎসা শিক্ষাক্রম, দাঁত সম্পর্কিত গবেষণা, দাঁতের শল্য চিকিৎসা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের কলেজটি কলকাতায় অবস্থিত।

১। আর. আহমেদ ডেন্টাল কলেজ এ্যাণ্ড হসপিটাল। ১১৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা।

কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

কোর্স—বি. ডি. এস। শিক্ষাক্রম চার বছরের। ভর্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হ'তে হয়। কিন্তু কিছু আসন অন্যান্য রাজ্যের জন্য সংরক্ষিত। ভর্তির জন্য বিজ্ঞান শাখার এইচ. এস/পি. ইউ. পাস করতে হয়। নির্বাচন মেধাভিত্তিক। বয়স সতের বছর।

২। অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ। কলকাতা।

ফিজিওথেরাপি কোর্স

ফিজিও শব্দটির আভিধানিক অর্থ—প্রকৃতি আর থেরাপি শব্দটির মানে চিকিৎসা। কিন্তু ফিজিওথেরাপির অর্থ একটি বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি।

এই নামটির আবির্ভাব চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন হলেও এর ব্যবহারিক রীতি অতি পুরাতন। এটি বিজ্ঞানও বটে আবার কলাও বটে। এই শাস্ত্রের চিকিৎসা হয় বাহ্যিক কতকগুলো প্রকরণের মাধ্যমে। যেমন—জল, বাষ্প, উত্তাপ, ঠাণ্ডা, বৈদ্যুতিক মালিশ, থেরাপিউটিক ব্যায়াম ইত্যাদি। এই চিকিৎসায় কিন্তু আশ্চর্য রকমের ফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে যে সমস্ত রোগী বিভিন্ন ডাক্তারী শাস্ত্রের বাইরে চলে যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে রোগ নিরাময় সম্ভব হয়ে থাকে। বিশেষ করে নিউরোলজিক্যাল, অর্থোপেডিক এবং মস্তিষ্কের গোলযোগের এই চিকিৎসা পদ্ধতির ফললাভ প্রসিদ্ধ।

এই পদ্ধতির চিকিৎসায় দক্ষ হলে ভারতে যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। বর্তমানে ভারতের অনেক হাসপাতালে এই পদ্ধতির প্রচলন করা হচ্ছে। বিশেষ করে আর্মড ফোর্সের মেডিক্যাল সার্ভিসে বহুসংখ্যক যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

কলেজ অফ নার্সিং

এই শিক্ষার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে প্রায় ১৬০টি কলেজ।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ট্রেনিং-কোর্সের জন্যে প্রার্থী দিয়ে থাকেন। মেডিক্যাল কলেজ সেন্ট্রাল সিলেক্শন বোর্ড প্রার্থী নির্বাচনে সহায়তা করেন। নার্সিং কোর্সের সর্বোচ্চ ডিগ্রী হ'ল বি. এস. সি. নার্সিং। কোর্স চার বছরের। বি. এ নার্সিংও আছে। কোথাও দু'বছরের।

শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার হয় এস. এফ। এইচ. এস কিন্তু ধাত্রী-বিদ্যার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা শিথিল করা হয়ে থাকে। এঁদের ভর্তির শর্ত হ'ল, কুমারী, বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা হ'তে হবে ভর্তির সময়। কলকাতার কলেজগুলি হল—

(১) মেডিকেল কলেজ হসপিট্যাল। কলকাতা।

(২) শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হসপিটাল। কলকাতা।

(৩) আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ এ্যাণ্ড হসপিটাল। কলকাতা।

(৪) এন. আর. এস. মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। কলকাতা।

(৫) ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। কলকাতা।

নার্সিং-এ উচ্চ ডিগ্রীর জন্য কলেজ—

(১) ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ, কলকাতা।

(২) এস. এস. কে. এম. হসপিটাল। কলকাতা।

মিডওয়াইফারী কোর্স

পশ্চিমবঙ্গের নার্সেস' ট্রেনিং স্কুলসমূহ জেনারেল নার্সিং মিডওয়াই-ফারী কোর্সের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে। কোর্স সাড়ে তিন

বছরের। এই কোর্সে ভর্তির শর্ত হল, তরুণীকে অবশ্যই অবিবাহিত, বিধবা, কিম্বা আইন অনুযারী পৃথক অথবা ডিভোর্স ড হতে হবে। বয়েস হল ১৬½ বছর থেকে ৩০ বছর। ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। স্টাইপেণ্ড আছে। এই ট্রেনিং-এর সম্পূর্ণ পরিচালন ভার স্বাস্থ্য-কৃত্যক অধিকরণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর। বিদ্যালয়সমূহ—

(১) মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালস। কলকাতা।

(২) শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হসপিটাল। কলকাতা।

(৩) আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ এ্যাণ্ড হসপিটাল। কলকাতা।

(৪) নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল। কলকাতা।

(৫) ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল। কলকাতা।

(৬) লেডি ডাফরিণ ভিক্টোরিয়া হসপিটাল। কলকাতা।

(৭) ভিক্টোরিয়া হসপিটাল। দার্জিলিং।

হেলথ্ ভিজিটারস

স্বাস্থ্য পরিদর্শকের ভূমিকা হল, সন্তান সম্ভবা এবং সন্তান প্রসবের পর নারীদের সম্ভাব্য সকল প্রকার উপদেশ এবং বিধান দেওয়া। যেমন খগুগ্রহণ, সন্তান পালন এবং প্রসূতি পরিচর্যার বিষয়সমূহ। সাধারণতঃ এই পরিদর্শকরা নিযুক্ত হয় হাসপাতালে, মেটারনিটি হোমে এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে।

একমাত্র তরুণীরাই এই পদের প্রার্থী হতে পারে। বয়েসে হতে হয় ১৮ থেকে ২৫ বছর। শিক্ষায় বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে এইচ, এস
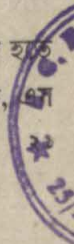
পাস। পাবলিক নার্সিং কোর্সের সমতুল কোর্স। এক বছরের। কোর্সগুলি পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত।

রেডিওগ্রাফার

রেডিওগ্রাফারেয় অন্য নাম হল এক্সরে টেকনিসিয়ান। এক্সরে মেসিনে যারা মানুষের শরীরের আভ্যন্তরীণ ছবি তুলে থাকে ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য।

পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই প্রার্থী হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে এইচ, এস, পাস করতে হয়। বয়েস চাই ১৮ থেকে ২৫ বছর। কোর্সটি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। এক বছরের। পাসের পর হাসপাতালের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য নিযুক্ত থাকতে হয়।

ডায়েটেটিকস

হাসপাতালে রোগী যাঁরা তাঁদের নিশ্চয়ই খাদ্য ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের জন্য এই কোর্সে পড়াশুনা করতে হয়। এই কোর্স পাস করলে তবেই চাকরি পাওয়া যায় ডায়াটেসিয়ানের। পশ্চিমবঙ্গে—

১। অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ। কলকাতা।

প্রার্থী বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক হবার পর এখানে পড়ার অধিকার পায়। কিন্তু অবশ্যই ফিজিওলজি নিয়ে পাস করতে হবে। ভর্তির জন্য সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতা। আসন সংখ্যা মাত্র পনের। এক বছরের কোর্স। পরীক্ষান্তে যোগ্য প্রার্থীকে "ডিপ-ইন-ডায়েটে-

টিকস" এই ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এম, বি, বি, এস, ডিগ্রী নিয়েও এটি পড়া চলে।

২। মেডিকেল কলেজ। কলকাতা।

ফার্মেসি কোর্স

আজকের জগতে ডাক্তারী অথবা কারিগরী বিদ্যার চেয়ে ফার্মেসি বিজ্ঞানের ভূমিকাও কম নয়। এই বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখাগুলি হল—ফার্মাকোলজি, ফার্মাকগনসি, এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্ট্রি। ভর্তির জন্য বিজ্ঞান শাখায় ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বায়োলজি সহ এইচ, এস,। পি, ইউ, অথবা সমতুল পরীক্ষায় পাস। পশ্চিমবঙ্গে—

১। ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাণ্ড টেকনোলজি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা।

২। ফার্মাসি ট্রেনিং সেণ্টার। জলপাইগুড়ি।

ভেটারিনারী সায়েন্স ঃ

কৃষি অর্থনীতিতে সব দেশেই পশুপক্ষীর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। গ্রামীণ "অর্থনীতির উন্নতি বিধান" এই প্রকল্পে বিশেষ ভাবে এ্যানিমেল হাসব্যাণ্ড্রী বা পশুপক্ষীর রোগ নিরাময়ের ওপর-বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে ভেটারিনারী সায়েন্সে দক্ষতা সম্পন্ন গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির সুযোগ সুবিধা বহু রকমের। যেমন—এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভেটারিনারী সার্জন, ডিষ্ট্রিক্ট লাইভস্টক অফিসার, সুপারিনটেনডেণ্ট অব-স্লটার হাউস, কমিশনড অফিসার্স ইন ফার্মস এ্যাণ্ড ভেটারিনারী কোর অব দি ইণ্ডিয়ান আর্মি। পশ্চিমবঙ্গে এখন সংযুক্ত কলেজ—

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। হরিণঘাটা। পোঃ মোহনপুর। জেলা নদীয়া।

২। ভেটারিনারী কলেজ। বেলগাছিয়া। কলকাতা।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। বিজ্ঞান শাখায় এইচ. এস. পাস অথবা সমতুল, ভর্তির ক্ষেত্রে দরকার। ভেটারিনারী সায়েন্সের-ডিগ্রী কোর্সের শাখা—এ্যানিম্যাল হাসব্যাণ্ড্রী, এ্যানিম্যাল মেডিসিন প্রভৃতি। বি. ভেট, সায়েন্স, বি. ভি. এস. সি. এবং এ. এইচ. ডিগ্রী দেওয়া হয়। পরে উচ্চতর ডিগ্রীও আছে। যেমন এম. ভি. এস. সি.।

আয়ুর্বেদ ঃ

চিকিৎসা শাস্ত্রে আয়ুর্বেদ একটি প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রাচীনকালের সেই বিজ্ঞ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞদের নাম, সেই চরক, শুশ্রুত, ধন্বন্তরী, অবন্তীকা, জীবক এখনো ইতিহাসে উজ্জ্বল।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি বিধান কল্পে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যথেষ্ট নজর দিয়েছেন। কোনো কোনো রাজ্যে এমন কি এম. বি. বি. এস. ডিগ্রীর সমান মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের আয়ুর্বেদিক কলেজসমূহ—

১। নবদ্বীপ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়। নবদ্বীপ। নদীয়া।

ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা এস. এফ. বা সমতুল। সাধারণতঃ ভর্তির পক্ষে সংস্কৃত নিয়ে পাস করা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষাকাল পাঁচবছরের। কোর্স, এ. এস. এফ।

২। বিদ্যা পাঠশালা। পোঃ কণ্টাই। মেদিনীপুর।
নিয়মাবলী পূর্বরূপ।

৩। আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান। কলকাতা।
ভর্তির নিয়ম একই। কোর্স আড়াই বছরের।

৪। বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়। কলকাতা।
শিক্ষাকাল পাঁচ বছরের। কোর্স, এ. এস. এফ. এবং এম. এ. এস. এফ।

৫। জে. বি. অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়। কলকাতা।
নিয়মকানুন, পূর্বরূপ।

৬। শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ। কলকাতা।
নিয়মকানুন পূর্বরূপ। এবং অন্যান্য কলেজ সমূহ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি

বর্তমানে চিকিৎসা জগতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মান বেশ উঁচুতে। সরকার এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে যথেষ্ট স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দান করেছেন। এই পদ্ধতিকে প্রসারের জন্য বর্তমানে অনেক কলেজে সান্ধ্য ক্লাসেরও ব্যবস্থা আছে। কলেজগুলি একটি সংস্থার নিয়ন্ত্রাধীন। তার নাম "পশ্চিমবঙ্গ কাউনসিল অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন"।

ভর্তির নিয়ম পূর্বরূপ। এইচ. এস. ঃ পি. ইউ ঃ এস. এফ. পাস। কিন্তু কয়েকটি কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে হোমিও প্রার্থীকেও এক বছরের জন্য প্রি-মেডিক্যাল ক্লাসে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট সাপেক্ষে ভর্তি হতে হ'ত। এখন বারো ক্লাস চালু হবার

পর কি নিয়ম হবে তা যথাসময়ে জানা যাবে। ডিগ্রী : ডি. এম. এস।

পশ্চিমবঙ্গের হোমিও কলেজ, যথাক্রমে—

১। মেট্রোপলিটান হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। ১৬৪ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা।

২। ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ। ২ ৫, আপার সার্কুলার রোড। কলকাতা।

৩। ডি. এন. দে, হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ। ৬১, আপার সার্কুলার রোড। কলকাতা।

৪। প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথিক কলেজ। ১৪/১ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। কলকাতা।

৫। মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল। ১ জি, টি রোড। হাওড়া ময়দান। হাওড়া—১।

৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ। মেদিনীপুর।

৭। সাঁইথিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ। সাঁইথিয়া, বীরভূম। ও অন্যান্য।

ইউনানো চিকিৎসা পদ্ধতি

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে ইউরোপ এবং ভারতের সঙ্গে যে সংযোগ হয় তার একটি বিশেষ ফলশ্রুতি হল পূর্ব এবং প্রতীচ্যের মধ্যে একটা সংস্কৃতির আদান-প্রদান। বিশেষ করে গ্রীস

এবং ভারতের মধ্যে কোনো না কোনো ব্যাপারে উভয়ে উভয়কেই প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে বহুতর নিয়মই গ্রীকরা গ্রহণ করে। তাই দেখা যায়, নিয়ম বিধি (ফরমূলা) এবং ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন) উভয়ের মধ্যে প্রায়শ ক্ষেত্রেই এক রকম। অবিশ্যি এ কথাটাও স্বীকার করতে হবে যে, পারস্য এবং আরবের নিয়মবিধিও প্রভূত্ব করেছে।

যাই হোক, ভারতে এখন এই চিকিৎসা পদ্ধতির বহু কলেজ আছে, যেখানে ইউনানী প্রথায় চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন পাঠক্রমভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে এমন কলেজ হয়তো বা আছে। কিন্তু দিল্লী, আলিগড়, পাটনা, হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে এই পদ্ধতির এফ. এম. বি. এস. কোর্স পড়ান হয়। দিল্লীতে এমন কলেজ:

১। আয়ুর্বেদ এ্যাণ্ড ইউনানী টিব্বিয়া কলেজ। নতুন দিল্লী।
২। জামিয়া টিব্বিয়া কলেজ। নতুন দিল্লী।

আকু পাংচার

আকু পাংচার একটি বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগীর দেহে রোগ অনুসারে একাধিক সূঁচ ফুটিয়ে রোগের চিকিৎসা করা হয়। পদ্ধতিটি চৈনিক। এখানে এখনো এর জন্য নির্দিষ্ট পঠনযোগ্য কোন ব্যবস্থা নেই। কারো মতে এটি ভারতীয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি

১। **ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি**—পোঃ খড়্গপুর। জেলা, মেদিনীপুর। সংক্ষেপে আই. টি. আই.—খড়্গপুর।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। ডিগ্রী প্রদান করেন, শিক্ষা-মন্ত্রক, ভারত সরকার।

ভর্তি বিধি পূর্বাহ্ণেই আলোচিত। এইচ, এস, অথবা প্রি-ইউ-নিভারসিটির বিজ্ঞান শাখায় ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি এবং ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পাস করলে এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার অধিকারী হয়। আর্কিটেক-চারের জন্য কলা বিভাগের প্রার্থী হলেও চলবে, কিন্তু ম্যাথামেটিক্স থাকতে হবে। প্রবেশক পরীক্ষার পর ইণ্টারভিউ দিতে হয়।

পরীক্ষাটি সর্বভারতীয়। বয়েস, সতেরো থেকে একুশ বছর। কিন্তু তপশিলী ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য চব্বিশ। যে সব রাজ্যে হায়ার ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনোলজিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা নেই সেই সব রাজ্যের কৃতকার্য ছাত্রদের জন্য আসন নির্দিষ্ট এবং সংরক্ষিত। পরীক্ষা-কেন্দ্র হয়ে থাকে—দিল্লী, কলকাতা, খড়্গপুর, বেইরামপুর (উড়িষ্যা) আগ্রা, আগরতলা, ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, বম্বে, কটক, গৌহাটি, গোয়ালিয়ার, জব্বলপুর, জয়পুর, জলন্ধর সিটি, কানপুর, মাদ্রাজ, পাটনা, সেকেন্দ্রাবাদ, ত্রিবান্দ্রম, ত্রিচূড়, বেনারস প্রভৃতি স্থানে।

ডিপার্টমেণ্ট আছে যথাক্রমে—এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনীয়ারিং, আর্কিটেকচার এ্যাণ্ড রিজিওন্যাল প্ল্যানিং, এ্যাপ্লায়েড কেমিষ্ট্রি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল এ্যাণ্ড

ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং, জিওলজি এ্যাণ্ড জিও-ফিজিক্স, হিউম্যানিটিস এ্যাণ্ড সোস্থাল সায়েন্স, ম্যাথামেটিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারিং, স্থাভাল আর্কি-টেকচার এ্যাণ্ড মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং, ফিজিক্স এ্যাণ্ড মেটিরিওলজি প্রভৃতি।

ব্যাচেলার অব টেকনোলজি

বি. টেক. এর জন্য চার বছরের কোর্স সমূহ—এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনীয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিঃ, সিভিল ইঞ্জিঃ, ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিঃ, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংঃ, মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিঃ, মাইনিং ইঞ্জিঃ, স্থাভাল আর্কিটেকচার প্রভৃতি।

ব্যাচেলার অব আর্কিটেকচার

পাঁচ বছরের এই বি, আর্চ, কোর্সে ভর্তির বিষয় আর্কিটেকচার।

ব্যাচেলার অব সায়েন্স।

তিন বছরের এই বি, এস,সি কোর্সে ভর্তির বিষয় হল—জিওলজি, জিও ফিজিক্স।

মাস্টার অব টেকনোলজি

এম, টেক, কোর্সের জন্য বিষয়সমূহে যথাক্রমে—এ্যাপ্লায়েড বটানি, ফার্ম মেশিনারী এ্যাণ্ড পাওয়ার, সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কনজারভেশান ইঞ্জিঃ, টেকনিক্যাল গ্যাস রিয়্যাকশন এ্যাণ্ড হাই প্রেসার টেকনোলজি, হাই পলিমার এ্যাণ্ড রাবার টেকনোলজি,

সিনথেটিক ড্রাগস এ্যাণ্ড ফাইন কেমিক্যালস, রিজিও প্ল্যানিং কমবাশন ইঞ্জিঃ এ্যাণ্ড ফুয়েল ইকনমি, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ডিজাইন এ্যাণ্ড ফেব্রিকেশন, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিঃ, ওয়াটার পাওয়ার এ্যাণ্ড ড্যাম কনস্ট্রাকশন, হারবার ইঞ্জিঃ, রেডিও ব্রডকাস্টিং ইঞ্জিঃ, আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি এ্যাণ্ড মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিঃ, রেফ্রিজারেশান প্রভৃতি বহু বিষয়ে।

২। বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

পোঃ বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। জেলা হাওড়া।

ভর্তি বিধি ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে যে, প্লাস টু ইয়ার শেষ হলে মেধাভিত্তিক ভর্তির জন্য হায়ার সেকেণ্ডারি কাউনসিলের সুপারিশ। ফলে এক্ষেত্রে হয়ত আর প্রবেশক পরীক্ষা দিতে হবে না। এখন পর্যন্ত যা আছে, এইচ, এস, পি, ইউ বিজ্ঞান শাখায় পাস এবং নির্বাচনী পরীক্ষা জয়েন্ট এনট্রান্সে বসতে হয়।

এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন, ভর্তির বয়স কুড়ি বছর। পূর্ণ আবাসিক। কোর্স পাঁচ বছরের।

ব্যাচেলার অব ইঞ্জিনিয়ারীং

বি. ই. কোর্সের বিষয়সমূহ—সিভিল ইঞ্জিঃ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, মেটালার্জিক্যাল, মাইনিং, টেলি কমিউনিকেশান প্রভৃতি।

ব্যাচেলার অব আর্কিটেকচার

বি. আর্চ-এর বিষয় আর্কিটেকচার।

মাস্টার ইন ইঞ্জিনীয়ারিং

এম. ই. এই পোস্টগ্রাজুয়েট কোর্সের বিষয়সমূহ—সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, মেটালার্জিক্যাল প্রভৃতি।

কোর্সেস ইন ন্যাভাল আর্কিটেকচার এ্যাণ্ড মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং

এক বছরের কোর্স। ইঞ্জিনীয়ারিংএ যারা গ্রাজুয়েট এবং শিপ বিল্ডিং ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত ও শিপরাইট কোর্স ইতিপূর্বে শেষ করেছে একমাত্র তারাই অগ্রাধিকার পায়। পাঠান্তে কলেজ সার্টিফিকেট প্রদান করে।

৩। **রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ**—দুর্গাপুর। বর্ধমান।

ডিগ্রীকোর্সের জন্য পাঠ্যক্রমের বিষয় হচ্ছে—সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি।

ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা পূর্বরূপ, পাঁচ বছরের কোর্স। বয়স ১৯ বছর। নির্বাচনী পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রবেশ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

৪। **রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ** (জলপাইগুড়ি)

ভর্তির নিয়ম আগের মত। নির্বাচনী পরীক্ষান্তে মেধাভিত্তিক নির্বাচন। বয়েস সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে ১৯ বছর। ডিগ্রী দেন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি।

পাঠ্যবিষয়—সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি।

৫। **কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি**—যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। যাদবপুর। কলকাতা—৩২।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই কলেজে ভর্তিবিধি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলির অনুরূপ। এখনো যা আছে, এইচ. এস. বা পি. ইউ. বিজ্ঞান শাখার। কিন্তু নতুন নিয়ম কি হবে তা পূর্বেই আলোচিত। হায়ার সেকেণ্ডারী কাউন্সিলের সুপারিশের কথা বহুবার আলোচনা হয়েছে।

পাঁচ বছরের এই ডিগ্রীকোর্সে ভর্তির জন্য ডিপার্টমেন্টগুলি হ'ল—(১) আর্কিটেকচার (২) সিভিল ইঞ্জিঃ (৩) মেকানিক্যাল ইঞ্জিঃ (৪) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিঃ (৫) ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল এ্যাণ্ড টেলিকমিউনিকেসন (৬) কেমিক্যাল ইঞ্জিঃ (৭) কম্পিউটার সায়েন্স (৮) ফুড টেকনোলজি (৯) ফার্মাসি (১০) মেটালার্জি ও (১১) বি-টেক।

পরীক্ষান্তে কৃতী ছাত্রদের ডিগ্রী প্রদান করেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাণ্ড টেকনোলজি

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল স্কুল ছড়িয়ে আছে। কোথায় কোথায় এবং কি বিষয়ে পড়া যেতে পারে তা আলোচিত হল।

ড্রাফ্‌টম্যানশিপ, সিভিল ও মেকানিক্যাল

দু' বছরের এই "ডিপ্লোমা ইন ক্র্যাফটম্যান শিপ"-এ সর্বনিম্ন ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা হ'ল স্কুল ফাইন্যাল পাস। ডিপ্লোমা প্রদান করেন ডি. জি. আর এ্যাণ্ড ই, কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অফ লেবার। এমন বিদ্যালয়গুলি হ'ল—

(১) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ১০/১, গড়িয়াহাট রোড। কলকাতা।

(২) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ২৪, চণ্ডীঘোষ রোড। টালিগঞ্জ। কলকাতা।

(৩) ক্যালকাটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল। ১১০, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড। কলকাতা।

এ ছাড়া টেকনিক্যাল এডুকেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তালিকাভুক্ত বিবিধ বিষয়ের জন্য বিদ্যালয়গুলি হ'ল—

(১) আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিক। যাদবপুর, কলকাতা—৩২।

(২) এম, বি, সি, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাণ্ড টেকনোলজি, বর্ধমান।

(৩) ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(৫) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পলিটেকনিক। সেবায়তন মেদিনীপুর।

(৬) মুর্শিদাবাদ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। পোঃ—কাসিমবাজার, মুর্শিদাবাদ।

(৭) জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক। ময়ূরভঞ্জ রোড, কলকাতা—২৩।

(৮) পলিটেকনিক এ্যাট নর্থ ক্যালকাটা, (ডন বসকো) ১৫, গোবিন্দ মণ্ডল লেন, কলকাতা-২।

(৯) পলিটেকনিক এ্যাট কন্যাপুর। কন্যাপুর। বর্ধমান।

(১০) পলিটেকনিক ফর উইমেন, ২১ কনভেণ্ট রোড। কলকাতা-১৪।

(১১) দার্জিলিং পলিটেকনিক। কার্শিয়াং, দার্জিলিং।

(১২) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির। বেলুড়মঠ, হাওড়া।

(১৩) জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, জলপাইগুড়ি।

(১৪) শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ। সিউড়ি, বীরভূম।

(১৫) পুরুলিয়া পলিটেকনিক। পুরুলিয়া।

(১৬) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ। বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা।

(১৭) মালদা পলিটেকনিক, মালদা।

(১৮) জগদীশ চন্দ্র পলিটেকনিক। পোঃ—দেবালয়, ২৪ পরগনা।

(১৯) সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা পলিটেকনিক। ২১, কনভেণ্ট রোড, কলকাতা—১৪।

(২০) পলিটেকনিক এ্যাট কুচবিহার। কুচবিহার।

(২১) পলিটেকনিক এ্যাট হাওড়া। দালাল পুকুর, এম. ভট্টাচার্য রোড। হাওড়া—৪।

(২২) রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম। পোঃ—রহড়া, ২৪ পরগনা।

(২৩) সতীশ চন্দ্র শিল্প বিদ্যালয়। পোঃ—কলা নবগ্রাম, বর্ধমান।

(২৪) সেণ্ট জেভিয়ার্স টেকনিক্যাল স্কুল। পোঃ—বাসন্তী, ২৪ পরগনা।

(২৫) সরজুপ্রসাদ জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট। পোঃ—দুর্গী, ঝালদা, পুরুলিয়া।

(২৬) হুগলী জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল। পোঃ ও জেলা—হুগলী।

(২৭) জলপাইগুড়ি জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল। পোঃ ও জেলা—জলপাইগুড়ি।

(২৮) বিপ্রদাস পালচৌধুরী জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল। পোঃ—কৃষ্ণনগর, জেলা—নদীয়া।

(২৯) কালিম্পঙ জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল। পোঃ—কালিম্পঙ, জেলা—দার্জিলিং।

(৩০) জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এ্যাট কন্যাপুর। পোঃ—কন্যাপুর, আসানসোল, বর্ধমান।

(৩১) জলপাইগুড়ি গভর্নমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। পোঃ—ভাঙ্গুয়াবার, জেলা—জলপাইগুড়ি।

(৩২) জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এ্যাট সব্রাকোন। পোঃ—সব্রাকোন, জেলা—বাঁকুড়া।

(৩৩) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পায়তন। পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া।

(৩৪) জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল। ছোটজাগুলিয়া, জেলা—২৪ পরগনা।

(৩৫) স্বামী মহাদেবানন্দ শিল্প বিদ্যাপীঠ। ২৮ রিভার সাইড রোড, পোঃ—ব্যারাকপুর। জেলা ২৪ পরগনা।

(৩৬) জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এ্যাট নরেন্দ্রপুর। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। নরেন্দ্রপুর, পোঃ ও জেলা—২৪ পরগনা।

(৩৭) জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এ্যাট কালিয়াগঞ্জ। পোঃ—কালিয়াগঞ্জ, জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর।

(৩৮) জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এ্যাট রূপনারায়ণপুর (আণ্ডার হিন্দুস্থান কেবলস্ লিমিটেড) পোঃ—রূপনারায়ণপুর, জেলা—বর্ধমান।

(৩৯) জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এ্যাটাচড টু হিজলী হাইস্কুল। পোঃ—খড়্গপুর টেকনোলজি, জেলা—মেদিনীপুর।

(৪০) দুর্গাপুর রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। দুর্গাপুর—৯, জেলা—বর্ধমান।

উপরিউক্ত বিদ্যায়তনগুলিতে বিভিন্ন কারিগরী বিষয়সমূহে ভর্তি হওয়ার অধিকারী হতে হলে যেমন প্রয়োজন হয় সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইন্যাল পাস, তেমনি স্কুল ফাইন্যাল পাস নয়, এমন

ছাত্র-ছাত্রীও উপরিউক্ত বিদ্যালয়গুলির অনেকগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হবার অধিকারী।

মাইনিং

১। আসানসোল পলিটেকনিক। পোঃ—আসানসোল, জেলা—বর্ধমান।

তিন বছরের কোর্স। সর্বনিম্ন শিক্ষা এইচ, এস, পাস।

২। ইভনিং মাইনিং ক্লাশেস। পশ্চিমবঙ্গ। সীতারামপুর এবং রাণীগঞ্জ। জেলা বর্ধমান।

এয়ার ক্র্যাফ্‌ট মেনটেনেন্স/গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং

১। কলেজ অব এ্যারোনটিক্যাল সার্ভিসেস। পোঃ দমদম, জেলা ২৪ পরগনা।

সিভিল এ্যাভিয়েশন, ভারত সরকারের অধীন। ভর্তির জন্য বিজ্ঞান শাখার এইচ, এস পাস অথবা সমতুল। ৪ বছরের কোর্স। লাইসেন্স প্রদান করেন, এয়ার গ্র্যাফট মেনটেনেন্স ইঞ্জিনীয়ারস।

২। এয়ার টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। ৪ দি মল, দমদম। কলকাতা।

গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং লাইসেন্স দেন ভারত সরকারের সিভিল এ্যাভিয়েশন ডাইরেক্টরেট। বিমান সংক্রান্ত কারিগরী এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তির জন্য প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিজ্ঞানে স্নাতক। পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক হলে অগ্রাধিকার।

ফ্লাইং কোর্স

ফ্লাইং কোর্সে অর্থাৎ বিমান নিয়ে আকাশে ওড়বার এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় এইচ, এস, প্রি, ইউনিভার্সিটি অথবা সমতুল। এ ছাড়া আছে শারীরিক পরীক্ষা এবং ওরাল টেস্ট। কোর্সের মেয়াদ ছ'মাস এবং এক বছর। ইঞ্জিনসহ প্লেনে এবং ইঞ্জিন ছাড়া গ্লাইডারে। ভারতীয় বেসামরিক বিমান বহরের সর্বাধুনিক শিক্ষন বিমানে (পুষ্পক) শিক্ষা ব্যবস্থা।

১। বেহালা ফ্লাইং ইনস্টিটিউট। বেহালা সিভিল এয়ারপোর্ট। কলকাতা-৭০০০৩৪।

ডিজাইন, কনস্ট্রাকশান অব এয়ার ক্র্যাফ্‌ট

এয়ার ক্র্যাফ্‌টের এই কোর্সে ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা সাম্মানিকসহ বিজ্ঞানে স্নাতক। অন্ততঃপক্ষে ৬৫% নম্বরসহ হায়ার ম্যাথামেটিক্স, ফিজিক্স, ইঞ্জিনীয়ারিংসহ পাশ থাকা চাই। কোর্সগুলি হল—(১) এরোডাইনামিক্স (২) এরোইঞ্জিনীয়ারিং (এয়ার ক্র্যাফট স্ট্রাকচার) (৩) এয়ার ক্র্যাফট পাওয়ার প্ল্যান্ট (ইঞ্জিন) ও (৪) জেট ইঞ্জিন।

১। আই. আই. টি। খড়্গপুর, জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

বয়লার

১। কে, জি, ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট। বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া।

২। কাঁচড়াপাড়া টেকনিক্যাল স্কুল। কাঁচড়াপাড়া, জেলা ২৪ পরগণা।

৩। টেকনিক্যাল স্কুল, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। চিত্তরঞ্জন। জেলা—বর্ধমান।

৪। ইনস্টিটিউট অব ভোকেশানাল ট্রেনিং। কলুপুকুর, চন্দননগর, জেলা—হুগলী।

৫। যাদবপুর পলিটেকনিক। যাদবপুর, কলকাতা—৭০০০৩২।

ভর্তি বিধি বিভিন্ন ধরণের। সর্বনিম্ন শিক্ষা এস, এফ, পাস কিন্তু চিত্তরঞ্জনে ক্লাশ এইট পাস হলেও অধিকারী। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। কোর্স ৪ বছরের। কাঁচড়াপাড়ায় ৫ বছর। অন্যান্য জায়গায় দু'বছর। স্টেট কাউন্সিলের অধীন।

রেফ্রিজারেশন মেকানিক

১। ক্যালকাটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল। ১১০, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলকাতা।

২। শিবপুর পলিটেকনিক। বি. ই. কলেজ, শিবপুর, হাওড়া। ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন এস, এফ পাস। দু'বছরের কোর্স।

শিপ রাইট

ঐ

মিল রাইট

১। কাঁচড়াপাড়া টেকনিক্যাল স্কুল। কাঁচড়াপাড়া। ২৪ পরগনা।

২। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। দুর্গাপুর। বর্ধমান।

৫ বছরের কোর্স, সর্বনিম্ন শিক্ষা এস. এফ পাস।

টেলি কমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং

১। জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট, ১৩৬ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা।

দু'বছরের কোর্স। বিজ্ঞান শাখার এইচ. এস।

মোটর মেকানিক

১। শিবপুর পলিটেকনিক। বি. ই. কলেজ, পোঃ বোটানিক্স গার্ডেন, হাওড়া।

২। হুগলী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। পোঃ ও জেলা—হুগলী।

৩। এয়ার টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। দি মল, দমদম, কলকাতা।

৪। আসানসোল পলিটেকনিক। পোঃ আসানসোল, জেলা, বর্ধমান।

৫। জলপাইগুলি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। পোঃ ও জেলা—জলপাইগুড়ি।

৬। আর, কে, মিশন শিল্পমন্দির। পোঃ বেলুড়মঠ, জেলা—হাওড়া।

৭। যাদবপুর পলিটেকনিক, যাদবপুর, কলকাতা—৭।

৮। ক্যালকাটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। জামির লেন। বালীগঞ্জ, কলকাতা। ও অন্যান্য।

মোটরকার ড্রাইভিং এ্যাণ্ড মেনটেনেন্স

মোটর গাড়ি চালানো এবং তা সাধারণভাবে সারানো। এই শিক্ষার জন্য—

১। অটোমোবাইল এসোসিয়েশন অব ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া। ১৩, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণী, কলকাতা।

২। ভগবানদাস মোটর ট্রেনিং স্কুল। ২৪ ও ২৫, কে, আর, রোড, কলকাতা-৪।

৩। খান্না মোটর ট্রেনিং স্কুল। ১০, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯।

৪। গ্লেমার মোটর ট্রেনিং এ্যাণ্ড ইঞ্জিঃ স্কুল। ৭৩, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৩। ও অন্যান্য।

রেডিও মেকানিক

১। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ২৪, চণ্ডী ঘোষ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা।

২। শিবপুর পলিটেকনিক। বি. ই. কলেজ, শিবপুর। হাওড়া।

৩। যাদবপুর পলিটেকনিক। যাদবপুর। কলকাতা।

৪। ন্যাশানাল টেকনো কমার্সিয়াল ইনষ্টিটিউট, পোঃ আসান-সোল, বর্ধমান।

৫। জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। ১৩৬, বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা।

৬। কলেজ অব ওয়্যারলেশ এ্যাণ্ড কমার্স। ২১২, বি, বি, স্ট্রীট, কলকাতা।

৭। বাণী মন্দির উইমেনস পলিটেকনিক। ২, উইলিয়ামস লেন, কলকাতা। ও অন্যান্য।

জুট টেকনোলজি

১। ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজি। ৩৪, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড। কলকাতা।

কোর্স তিন বছরের। সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা বিজ্ঞান শাখার এইচ, এস।

টেক্সটাইল টেকনোলজি

১। কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি। পোঃ শ্রীরামপুর, জেলা—হুগলী।

২। কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি। পোঃ বহরমপুর, জেলা—মুর্শিদাবাদ।

ভর্তির ক্ষেত্রে দরকার সর্বনিম্ন শিক্ষা এইচ, এস। তিন বছরের কোর্স। উচ্চতর কোর্সের ব্যবস্থা আছে।

লেদার টেকনোলজি

১। কলেজ অব লেদার টেকনোলজি। ক্যানেল সাউথ রোড, কলকাতা—৭০০০১৫।

ভর্তির জন্য ধার্য সর্বনিম্ন বিজ্ঞান শাখায় এইচ. এস.। পি. ইউ.। প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরেটিক্যাল এই কোর্সের মেয়াদ তিন বছর। নির্বাচন, মেধাভিত্তিক নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে। লেদার ট্যানিংএ বি. এস. সি. ডিগ্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

টিন এ্যাণ্ড কপার স্মিথি, ওয়াগন ইরেক্টর, ওয়েল্ডিং, টুল মেকিং, মিলরাইট, মাউল্ডিং

১। কাঁচড়াপাড়া টেকনিক্যাল স্কুল। পোঃ কাঁচড়াপাড়া, জেলা ২৪ পরগনা।

সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা এস. এফ. পাস। কোর্স বিশেষে এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষা কাল।

মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং এবং অন্যান্য

ক্যাপ্টেন

জাহাজে ক্যাপ্টেন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার জায়গা ভারতে একটাই। ট্রেনিংশিপ, রাজেন্দ্র—বম্বে। মাধ্যমিক কিম্বা তার সমতুল্য পরীক্ষায় পাস করার পর ছ' বছরের ট্রেনিং নিতে হয়। তারপরের ছ'বছর জাহাজে জাহাজে ঘুরতে হয় ক্যাডেট হিসেবে।

এই চার বছরের অভিজ্ঞতার পর একজন মেটস্ পরীক্ষায় বসতে পারে। সেকেণ্ড অফিসার হওয়া পর্যন্ত তাকে আর কোনো পরীক্ষায় বসতে হয় না। এর পরের মেটস্ পরীক্ষায় বসতে হয় চীফ অফিসার হওয়ার জন্য। ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্য প্রয়োজন মাস্টারশিপ ডিগ্রী।

ইঞ্জিনীয়ার/চীফ ইঞ্জিনীয়ার

ডাইরেক্টার অফ মেরিন-ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রেনিং (ডি. এস. ই. টি.) থেকে সার্টিফিকেট নেবার পর জাহাজে ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে যোগ

দেওয়া যায়। ভারতে দু' জায়গায় এই ট্রেনিং কলেজ আছে। কলকাতায় এবং বম্বে। মাধ্যমিক কিংবা তার সমতুল পরীক্ষায় পাস থাকা প্রয়োজন।

ডি. এস. ই. টি. পড়ার সুযোগ না পেলে আর একভাবে জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার হওয়া যায়। যে-কোন জাহাজ তৈরি কিংবা জাহাজ মেরামতের কারখানায় চার বছরের শিক্ষানবিশী। তার মধ্যে আড়াই বছরের ফিটিং মেশিন শপের ট্রেনিং হলে সে মিনিস্ট্রি অফ ট্রান্সপোর্ট-এর পরীক্ষায় বসার অধিকারী। এবং পাস করলেই জাহাজে ফিফথ্ ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে যোগ দিতে পারা যায়।

ফিফথ থেকে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পর পর এম. ও. টি. পরীক্ষায় পাস করা প্রয়োজন।

রেডিও অফিসার

ওয়ারলেস কোর্স পাস করার পর জাহাজে কিছুদিনের জন্য শিক্ষানবিশী করতে হয়। তারপর রেডিও অফিসারের পদে নিযুক্ত হওয়া যায়।

প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স

এই কোর্স ভারতের তিন জায়গায় দেওয়া হয়। কলকাতায় দেওয়া হয় খিদিরপুরে টি. এস. ভদ্রায়, ভাইজাগে টি. এস. ম্যাকলে এবং সৌরাষ্ট্রে টি. এস. নবলক্ষ্মীতে। শিক্ষাকাল মাত্র ছ'মাস। প্রতি ছ'মাস পর প্রি. সি. ট্রেনিং কোর্সের শিক্ষানবিশী নেওয়া হয়। শিক্ষাগতমান অষ্টম শ্রেণী পাস।

পোস্ট-সী ট্রেনিং কোর্স

নৌবিদ্যায় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পোস্ট-সী শিক্ষনের ব্যবস্থা বম্বেতে "দি লালবাহাদুর শাস্ত্রী নটিক্যাল এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ"-এ। বিষয়—রাডার অবজারভার্স কোর্স, ক্যাডেটস' কোর্স, গাইরো কম্পাস কোর্স প্রভৃতি। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ শিক্ষার পর এখানে ট্রেনিং নিতে হয়। ট্রেনিংটি পরিচালনা করেন, মিনিস্ট্রি অব ট্রান্সপোর্ট।

জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট

গভর্নমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড আবাসিক জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটগুলিতে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা স্কুল ফাইন্যাল বা ইহার সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু তফশীলি জাতি বা উপজাতির ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ফল বিবেচিত হতে পারে। কোর্স এক বছরের, বয়স ১৮ বছর।

কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যে সরকারী ইনষ্টিটিউট। যথাক্রমে—

(১) লাউদহ, পোষ্ট—লাউদহ, জেলা—বর্ধমান।

(২) বিদ্যানগর, পোস্ট—বিদ্যানগর, জেলা—বর্ধমান।

(৩) বহরমপুর, পোস্ট—বহরমপুর, জেলা—মুর্শিদাবাদ।

(৪) রাধানগর, পোস্ট—দক্ষিণ রাধানগর, জেলা—হাওড়া।

(৫) বিশ্বমাধপুর, পোস্ট—বেলদা, জেলা—মেদিনীপুর।

(৬) দেউলি, পোস্ট—বেলদা, জেলা—মেদিনীপুর।

(৭) বাবুর ঘাট, পোস্ট-কামারপাড়া, জেলা-পশ্চিম দিনাজপুর।

(৮) শ্যামপাহাড়ী, পোস্ট--আর. কে. শিক্ষাপীঠ, জেলা--বীরভূম।

(৯) কুলপী, পোস্ট—কুলপী, জেলা—চব্বিশ পরগনা।

(১০) কৃষ্ণনগর, পোস্ট—কৃষ্ণনগর, জেলা—নদীয়া।

(১১) ঝাড়গ্রাম, পোস্ট—ঝাড়গ্রাম, জেলা—মেদিনীপুর।

(১২) কাটোয়া, পোস্ট—কাটোয়া, জেলা—বর্ধমান।

সরকার দ্বারা স্পনসর্ড বিদ্যালয়সমূহ। যথাক্রমে—

(১) শক্তিগড় ইউনিট—১, পোস্ট—মহম্মদ বাজার, জেলা—বীরভূম।

(২) দার্জিলিং, পোস্ট ও জেলা—দার্জিলিং।

(৩) ইটাচুনা, পোস্ট—ইটাচুনা, জেলা—হুগলী।

কেবলমাত্র ছাত্রীদের জন্য—

(১) সরিষা সারদা মন্দির (ইউনিট—২), পোস্ট—সরিষা, জেলা—চব্বিশ পরগনা।

(২) শক্তিগড় (ইউনিট—২), পোস্ট—বরসুল, জেলা—বর্ধমান।

(৩) বেলতলা, ৯৮ বেলতলা রোড, কলকাতা—৭০০০২৬।

কো-এডুকেশন (সরকারী) যথাক্রমে—

(১) বেলাকোবা, পোস্ট—প্রসন্ননগর, জেলা—জলপাইগুড়ি।

(২) তরঙ্গপুর, পোস্ট—তরঙ্গপুর, জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর।

(৩) শোভানগর, পোস্ট—শোভানগর, জেলা—মালদহ।

(৪) সাবরাকোণ, পোস্ট—সাবরাকোণ, জেলা—বাঁকুড়া।

(৫) ছান্দার, পোস্ট—ছান্দার, জেলা—বাঁকুড়া।

(৬) শিক্ষা নিকেতন, পোস্ট—কলা নবগ্রাম, জেলা—বর্ধমান।

(৭) বড় আন্দুলিয়া, পোস্ট—বড় আন্দুলিয়া, জেলা—নদীয়া।

(৮) বড় জাগুলিয়া, পোস্ট—বড় জাগুলিয়া, জেলা—নদীয়া।

(৯) রাধানগর, পোস্ট—লাঙ্গলপাড়া, জেলা—হুগলী।

(১০) বাণীপুর (ইউনিট—১), পোস্ট—বৈগাছি, জেলা—চব্বিশ পরগনা।

(১১) জগৎবল্লভপুর, পোস্ট—জগৎবল্লভপুর, জেলা—হাওড়া।

(১২) বাণীপুর, (ইউনিট—২), পোস্ট—বৈগাছি, জেলা—চব্বিশ পরগণা।

সরকার দ্বারা স্পনসর্ড যথাক্রমে—(১) নিগমনগর, পোস্ট—শিক্ষা নিকেতন, নিগমনগর, জেলা—কোচবিহার।

(২) শিক্ষাচর্চা, পোস্ট—শ্রীনিকেতন, জেলা—বীরভূম।

(৩) পুরুলিয়া, পোস্ট ও জেলা—পুরুলিয়া।

ওয়্যারলেস অপারেটার

ভর্তির জন্য দরকার হয়। এফ. এফ. বা সমতুল। বয়েস ১৮ থেকে ২৫ এর মধ্যে। সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

১। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। (সবগুলি শাখা)

২। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক টেকনোলজি। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা।

৩। জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। ১৩৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা।

৪। দি সিটি টেলিগ্রাফ এণ্ড কমার্শিয়াল কলেজ। ১৫৯, বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা।

৫। ইনস্টিটিউট অব কমার্স এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফী। পোঃ রাইগঞ্জ, বর্ধমান।

৬। ন্যাশানাল টেকনো কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট। আসানসোল, বর্ধমান।

৭। ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট। জি. টি. রোড, বর্ধমান।

৮। জুবিলী ইনস্টিটিউট অব কমার্স এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফী। রাউত বিল্ডিং; জলপাইগুড়ি।

৯। জর্জ ইনস্টিটিউট অব কমার্স এণ্ড টেলিগ্রাফি। পোঃ শিলিগুড়ি, দেভাগুপুরা, জেলা—দার্জিলিং।

১০। ইণ্টার ন্যাশানাল কলেজ অব কমার্স। ৭৮, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা। ও অন্যান্য।

টেকনিক্যাল কমার্শিয়াল কোর্স

টেলেক্স, টেলিফোন, টেলিভিশন, টেলিপ্রিণ্টার, টাইপিং, শর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি কোর্সে সার্টিফিকেট।

১। দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ১৩৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

২। ঐ (আসানসোল ব্রাঞ্চ) লাহিড়ি বাড়ি। জি. টি রোড, আসানসোল।

৩। ঐ (বহরমপুর ব্রাঞ্চ) খাগড়া, পোঃ—বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

৪। ঐ (শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ) ৮, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

৫। সেণ্ট জুডস। ৪৮, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬।

৬। এল. সি. সি.। ৩০এ, লেক রোড, কলকাতা-২৯।

৭। রয়েল কলেজ। ১৫৪, বৌ বাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

৮। সুফি কমার্শিয়াল কলেজ। ৩৪, রফি আহমদ কেদোয়াই রোড। কলকাতা—১৬।

৯। ভি. টি. কলেজ। ১৩৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-১২।

১০। গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স। কলকাতা। (সরকারী) ও অন্যান্য।

কমপিউটার কোর্স

১। ইনস্টিটিউট অব কমপিউটার এডুকেশন। ১০, মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১।

শিক্ষাসূচীতে আছে (১) কোবল প্রোগ্রামিং কোর্স। (২) কমপিউটার অপারেটার। (৩) ডাটা প্রসেসিং টেকনোলজি।

অটোমেটিক পাঞ্চ ভেরিফায়ার মেসিনে এবং আই. বি. এম. আই. সি. এল. পাঞ্চ অপারেটার প্র্যাকটিস।

জুনিয়ার টিচার্স ট্রেনিং

১। ক্যালকাটা উইমেন টিচার্স ট্রেনিং স্কুল। হেস্টিংস হাউস, ২০বি, জাজেস কোর্ট রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

সরকারী এই আবাসিক জুনিয়র টিচার্স ট্রেনিং স্কুলটি একমাত্র মহিলারাই প্রার্থী হতে পারে। সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা—এস, এফ।

ফরেস্ট্রি

১। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট স্কুল। পোস্ট—ডাউহিল, জেলা—দার্জিলিং।

সরকার পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষ এক বছরের। সর্বনিম্ন শিক্ষা—স্কুল ফাইন্যাল উত্তীর্ণ। আবাসিক।

ফিসারিজ ট্রেনিং

১। সেন্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ রিসার্চ স্টেশন। ৪৭/১ স্ট্র্যাণ্ড রোড, ওল্ড মিণ্ট বিল্ডিং, কলকাতা। ভর্তির জন্য দরকার হয় জুলজি সহ বিজ্ঞানশাখার স্নাতক। কোর্স পাঁচ বছরের।

এগ্রিকালচার

১। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। হরিণঘাটা, পোঃ মোহনপুর, জেলা—নদীয়া।

ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার

ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার অধীনে এম. এস. সি. (এগ্রিকালচার) কোর্সের মেয়াদ দু'বছর। নূন্যতম যোগ্যতা, কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম অথবা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পেয়ে বি. এস. সি. (এগ্রিঃ) অনার্স। অথবা ও. জি. পি. এ. হতে হবে। সুস্বাস্থের অধিকারী এবং কঠোর পরিশ্রমে দক্ষ হতে হবে।

পাঠ্য বিষয়সমূহ—(১) অ্যাগ্রোনমি (২) এগ্রিকালচার কেমিস্ট্রি এ্যাণ্ড সয়েল সায়েন্স (৩) এগ্রিঃ ইকনমিক্স (৪) এগ্রিঃ এণ্টমলজি (৫)

এগ্রিঃ এক্সটেনশন (৬) হর্টিকালচার (৭) জেনেটিক্স এ্যাণ্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং (৮) প্ল্যান্ট প্যাথলজি এবং (৯) সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কনজারভেশন।

১। বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়। পোঃ অঃ, মোহনপুর, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

ফার্মাসিস্ট ট্রেনিং

১। ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিস্ট ট্রেনিং। ১৪, গোপাল নিয়োগী লেন। বাগবাজার, কলকাতা-৩।

এ্যালোপাথে ফার্মাসিস্ট ট্রেনিং কোর্স। বিস্তারিত জ্ঞাতব্যের জন্য যোগাযোগ বাঞ্চনীয়।

ইন্দোপ্যাথি

এই গ্রুপের মধ্যে আছে, ইণ্ডিয়ান ড্রাগস বায়োকেমিস্ট্রী, হিপেনোথেরাপী, ফিজিওথেরাপী, নেচারপ্যাথী। চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। বি, আই, বি, এস। সন্ধ্যায়।

১। ইণ্ডিয়ান ড্রাগস মেডিক্যাল কলেজ এ্যাণ্ড হসপিটাল। বকুলতলা, পোঃ বি, গার্ডেন, হাওড়া-৩।

হোটেল ম্যানেজমেণ্ট, কেটারিং টেকনোলজি

ইনস্টিটিউট অফ কেটারিং টেকনোলজি এ্যাণ্ড এ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন। ২১ কনভেণ্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৪।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট কাউন্সিল ফর এঞ্জিনীয়ারিং এ্যাণ্ড

টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার কোর্স হ'ল—(১) হোটেল ম্যানেজমেন্ট, কেটারিং টেকনোলজি এ্যাণ্ড এ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন।

শিক্ষাবর্ষ তিন বছরের। ডিপ্লোমা কোর্স। ভর্তির যোগ্যতা এইচ. এস বা সমতুল পরীক্ষায় পাস।

(২) কুকারী (৩) বেকারী (৪) হোটেল রিসেপশান এবং বুক কীপিং।

এই কোর্সটির সময়সীমা ২৪ সপ্তাহ। এটি হ'ল ক্র্যাফ্‌ট-ম্যানশিপ কোর্স।

এছাড়া (১) কুকারী, (২) বেকারী এ্যাণ্ড কনফেকশনারী। এটি হাজিভস্ কোর্স। এটির সময়সীমা ১৫ সপ্তাহ।

বেকারি প্রোডাক্টস

বেকারি প্রোডাক্টস-এ ট্রেনিং-এর জন্য প্রার্থীকে হায়ার সেকেণ্ডারি সায়েন্সে পাশ করতে হয় এবং বয়েসে হতে হয় তিরিশের নিচে।

১। সি. ওয়াই. এস. ই. সি.। কে/অ, অক্সফোর্ড মিশন। চৌরাস্তা, বড়িশা, কলকাতা-৭০০০০৮।

প্রিণ্টিং টেকনোলজি

দি রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিণ্টিং টেকনোলজি। যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২।

প্রিণ্টিং ও গ্রাফিক আর্ট লাইসেনসিয়েট কোর্স হ'ল—(ক) লেটার প্রেস (খ) লিথোগ্রাফি ও (গ) কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি। শিক্ষা-

কাল তিন বছরের। আর আংশিক সান্ধ্য কোর্সে—(ক) লেটার প্রেস (খ) লিথোগ্রাফি। সময়সীময়া পাঁচ বছরের।

শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারী বা সমতুল পরীক্ষায় পাস। বয়ঃসীমা, ১৫ থেকে ২০ বছর। সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন।

কম্পোজিটারস ট্রেনিং

১। ভি, টি, কলেজ। ১৫৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২।

ছাপাখানার কম্পোজিটারের কাজ হাতে কলমে শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। কোর্সের সীমা ছয় মাস। মহিলারাও প্রার্থী হতে পারে। অল্প লেখাপড়া জানলেও চলে।

প্রিন্টিং মেসিন ওপারেশন

প্রথম দুটি সরকারী সংস্থা এবং অপরটি বেসরকারী। এক বছরের কোর্স। শিক্ষায় ক্লাশ এইট পাশ। প্রথম দুটির ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা এবং অপরটির জন্য সার্টিফিকেট।

১। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার সেন্ট আলফনসাস ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল। পোঃ কার্শিয়াং; দার্জিলিং।

২। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। হাওড়া হোমস্, পোঃ সাঁত্রাগাছি, হাওড়া।

৩। হাওড়া হোমস্। পোঃ সাঁত্রাগাছি, হাওড়া

টাইপ রাইটার/ডুপ্লিকেটর রিপেয়ারিং

শিক্ষাগত যোগ্যতা সাধারণ বা এস. এফ. পর্যন্ত। বয়েস তিরিশের মধ্যে থাকলে টাইপ মেসিন বা ডুপ্লিকেটিং মেসিন মেরামতির জন্য শিক্ষাকেন্দ্র—

১। সি. ওয়াই. এস. ই. সি.। কে/অ, অক্সফোর্ড মিশন। চৌরাস্তা, বড়িশা, কলকাতা-৭০০০০৮।

টি. ভি. ট্রেনিং

১। ডেটামেটিক্স। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ ক্যাম্পাস, ৩০ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা।

২। টি. ভি. ট্রেনিং সেন্টার। ১৫ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৩।

৩। সি. ওয়াই. এস. ই. সি।. কে/অ, অক্সফোর্ড মিশন, চৌরাস্তা, বড়িশা-৮।

থিওরী এবং প্র্যাকটিস উভয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাক্রম ৫ মাসের।

সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং

হায়ার সেকেণ্ডারি সায়েন্স অথবা সমতুল পরীক্ষায় পাশ থাকলে আর বয়েস যদি তিরিশের নিচে হয় তাহলে স্ব-নিযুক্তির সুযোগ দিয়ে থাকে ক্যালকাটা 'ওয়াই' সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সেন্টার। নিজেদের ব্যবসা গড়ে তুলতে একান্ত আগ্রহী এমন তরুণ শিল্পোদ্যোগীদের ম্যানেজমেন্টসহ নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলিতে ট্রেনিং।

(১) এয়ার কণ্ডিশানিং এবং রেফ্রিজারেটার মেরামত ও সার্ভিস।
(২) ইলেকট্রিক্যাল মেনটেনান্স ও সার্ভিস।
(৩) রেডিও ইলেকট্রনিক্স মেরামত ও সার্ভিস।
(৪) টি. ভি. মেরামত ও সার্ভিস।
(৫) বেকারি প্রোডাক্টস।

১। সি. ওয়াই. এস. ই. সি। কে/অ, অক্সফোর্ড মিশন। চৌরাস্তা, বড়িশা, কলকাতা-৭০০০০৮।

আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্ট

গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্ট। ২৮ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০১৬।

ক্র্যাফ্টে সার্টিফিকেট কোর্স এক বছরের। সর্বনিম্ন শিক্ষা ক্লাস এইট পাস। আর্টে ডিপ্লোমা পাঁচ বছরের। সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা—এস, এফ। নির্বাচনী পরীক্ষায় মেধাভিত্তিক নির্বাচন। সার্টিফিকেটে পড়ার বয়স তিরিশের নিচে আর ডিপ্লোমায় কুড়ির ওপরে নয়।

সার্টিফিকেট কোর্স হ'ল—(১) লেদার ক্র্যাফ্ট (২) বাটিক (৩) উইভিং (৪) উড ক্র্যাফ্ট (৫) পটারি। আর ডিপ্লোমায় আছে—(১) ড্রইং ও পেন্টিং (লাইফ, নেচার ও ম্যুরাল), (২) ভারতীয় স্টাইল ও ম্যুরাল, (৩) কমার্শিয়াল আর্ট, (৪) মডেলিং ও স্কাল্পচার, (৫) ডেকরেটিভ আর্ট ও ক্র্যাফ্ট।

সেরামিকসে সার্টিফিকেট কোর্স দু'বছরের এবং টিচারশিপেও

সময়সীমা সমান। সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রদান করেন, শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২। ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট এ্যাণ্ড ড্রাফটম্যানশিপ।

কোর্স প্রায় অনুরূপ ও ড্রাফটম্যানশিপ। ভর্তিবিধিও প্রায় সমান স্তরের।

৩। বিশ্বভারতী, কলাভবন। শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

৪। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা-৭।

উচ্চ পর্যায়ের জন্য ভর্তি হতে হলে আর্টে ডিপ্লোমা লাগে।

এম, এ, ইন পেণ্টিং

এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে পেণ্টিং-এ অনার্স বা ডিপ্লোমা, অথবা যাদের বি-ফাইন ডিগ্রী আছে, তারাই ভর্তির যোগ্য।

১। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা-৭

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল, ভিস্যুয়াল এ্যাণ্ড এনভায়রনমেণ্টাল ডিজাইন

ভারত সরকারের রেখাচিত্রনশিক্ষার বিদ্যায়তন। উদ্দেশ্য বহুমুখী। শিক্ষা, ট্রেনিং এবং রিসার্চ। শিক্ষান্তে ছাত্রগণ 'NID' এই ডিপ্লোমা পায়। পাঁচ বছরের শিক্ষাকাল।

(১) ইণ্ডাস্টিয়াল ডিজাইন-এর ব্যাখ্যায় আছে, প্রধানতঃ—প্রোডাক্ট ডিজাইন, ফার্ণিচার ডিজাইন, সেরামিক ডিজাইন।

(২) ভিস্যুয়াল—গ্রাফিক ডিজাইন, ফটোগ্রাফি, প্রিণ্টিং, ফিল্ম এবং সাউণ্ড।

(৩) এনভায়রণমেন্টাল ডিজাইন—একজিবিশান, শপ ডিজাইন, ইন্টেরিয়ার ডেকরেশান ও হোটেল ডিজাইন।

এই প্রফেশানাল সার্ভিস শিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠানটি আসলে আমেদাবাদে। কলকাতা সেল-এর ঠিকানা—

১। ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন। ২, চার্চ লেন, (ফার্ষ্ট ফ্লোর) কলকাতা-৭০০০০১।

ট্রেনিং ইন হর্টিকালচার

উদ্যান সংরক্ষণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান। (বিশদ বিবরণ যোগাযোগ সাপেক্ষ)।

১। কেরি ইনস্টিটিউট অব হর্টিকালচার। ১, আলিপুর রোড, কলকাতা-২৭।

লাইব্রেরী সায়েন্স

পাঠাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষা হ'ল—এইচ. এস. অথবা পি. ইউ. পাস। স্কুল ফাইন্যাল হলে চলে, কিন্তু সেক্ষেত্রে পাঁচ বছরের পাঠাগারের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ছ' মাসের কোর্স। বছরে দুটি কোর্স। উইক এণ্ড ও সামার।

১। বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন। পি—১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম। কলকাতা—৭০০০১৪।

২। রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম। রহড়া, চব্বিশ পরগনা।

৩। জনতা কলেজ। পোঃ—কালিম্পং, জেলা—দার্জিলিং। এটি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের অধীন।

এরপর স্নাতক পর্যায়। এক বছরের কোর্স। সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা—গ্র্যাজুয়েশান। নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা আছে।

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এম. লিব-এর জন্য একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দিবা বিভাগে দু' বছরের কোর্স, ভর্তির জন্য পাঠাগার বিজ্ঞানে বি, লিব, এস, সি, থাকতে হবে।

ফিজিক্যাল এডুকেশান

১। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং কলেজ ফর ফিজিক্যাল এডুকেশান। বাণীপুর, পোঃ—বাণীপুর, চব্বিশ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গে শরীরশিক্ষা এই শিক্ষণের জন্য এটিই প্রথম সরকারী মহাবিদ্যালয়। এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। বয়ঃসীমা ১৯ থেকে ৩০এর মধ্যে। কলেজটি সম্পূর্ণরূপে আবাসিক। পশ্চিমবঙ্গের নিবাসী অথবা বাসিন্দা হতে হয়। ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। আর খেলাধূলায় বিশেষভাবে পারদর্শী হলে তবেই ইন্টারভিউ। স্টাইপেণ্ড আছে।

২। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশান। যাদবপুর, ইউনিভার্সিটি, যাদবপুর, কলকাতা-৩২।

৩। উইমেনস' টিচার্স' ট্রেনিং কলেজ ফর ফিজিক্যাল এডুকেশান। আলিপুর, কলকাতা-২৭।

৪। খ্রীশ্চিয়ান ট্রেনিং কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশান। বহরমপুর, জেলা—মুর্শিদাবাদ।

৫। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। কল্যাণী, নদীয়া। ফিজিক্যাল এডুকেশনে বি. এড. কোর্স। আবাসিক। ভর্তির মানদণ্ড একই।

সোস্যাল এডুকেশান এ্যাণ্ড ওয়ার্ক এডুকেশান

১। জনতা মহাবিদ্যালয়। পোঃ—বাণীপুর, চব্বিশ পরগনা।

এই প্রশিক্ষণ আবাসিক এবং শিক্ষা অধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন। উদ্দেশ্য, সরকার বা অন্য কোন সূত্র থেকে আর্থিক প্রত্যাশা না করে পল্লীঅঞ্চলে সেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগে ইচ্ছুক, এমন ভারতীয় নাগরিক এই প্রশিক্ষণের অধিকারী। এই সমাজ-শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা প্রশিক্ষণের সময়-সীমা ত্রৈমাসিক। একমাত্র স্নাতকরাই ভর্তির যোগ্য। উচ্চতম বয়ঃসীমা ৪০। এছাড়া দরকার হয় সমাজশিক্ষায় পারদর্শিতা, সঙ্গীত, অভিনয়, খেলাধূলা, শিল্পকাজে দক্ষতা এবং কৃষিকাজ।

২। জনতা মহাবিদ্যালয়। কালিম্পং, দার্জিলিং।

৩। শিক্ষা সংসদ। ২৯০এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্ অনুমোদিত প্রাইভেট কোর্স। ভর্তিবিধি সংসদের নিয়ম অনুযায়ী। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য।

মাউণ্টেনিয়ারিং

পর্বতাভিযান বা পাহাড়ে চড়ার কৌশল সম্পর্কিত শিক্ষার কোর্স

ছ'মাসের। ভর্তির জন্য শারীরিক সফলতা ও সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে হয়। পঃ বঃ সরকারের অধীন।

১। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। দার্জিলিং। ও অন্যান্য।

স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোর্স

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট। ২০৩ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলকাতা-৭০০০৩৫।

কোর্সের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে বুনিয়াদি ট্রেনিং। কোর্সের মেয়াদ এক বছর। ভর্তির জন্য—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, (২) মাধ্যমিক অথবা সমতুল। এক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অথবা ল্যাবরেটরীতে অন্ততঃ তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। ট্রেনিংটি আংশিক সময়ের জন্য। সান্ধ্য ক্লাস।

ডেয়ারিং এ্যাণ্ড হাজব্যাণ্ড্রি

ইনস্টিটিউট অব এ্যানিম্যাল হাজবাণ্ড্রি এ্যাণ্ড ডেয়ারিং। হরিণঘাটা, পোঃ—মোহনপুর, জেলা—নদীয়া।

ডেয়ারি ও হাজবাণ্ড্রিতে ছু' বছরের ইণ্ডিয়ান ডেয়ারি ডিপ্লোমা কোর্স (আই, ডি, ডি,)। ভর্তির যোগ্যতা হ'ল—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যা নিয়ে এইচ, এস। বয়ঃসীমা ১৬ থেকে ২৫ বছর। তপশীলি বা ডিপার্টমেন্টের প্রার্থীর জন্য পাঁচ বছর শিথিলযোগ্য। স্কলারশিপ ও স্টাইপেণ্ড আছে।

সিল্ক উইভিং

ডিরেক্টর অব সেরিকালচার এ্যাণ্ড সিল্ক উইভিং। পশ্চিমবঙ্গ। ৪৫ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, ত্রিতল, কলকাতা-৭০০০১৩।

ডিরেক্টরের অধীন এই ট্রেনিং কোর্সটির রিসার্চ স্টেশন হল বহরমপুর। ট্রেনিংটি স্নাতকোত্তর। ডিপ্লোমা কোর্স ১৫ মাসের। পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা—জুলজি, বোটানি নিয়ে বিজ্ঞানে ডিগ্রী অথবা এগ্রিকালচারে কিংবা টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিগ্রী থাকতে হয়। স্টাইপেণ্ড আছে।

লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার্স ট্রেনিং

ডেপুটি সেক্রেটারী, লেবার ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, রাইটার্স বিল্ডিং, কলকাতা-১।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এই ট্রেনিং কোর্সের মেয়াদ এক বছর। ন্যূনতম যোগ্যতা—যে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী। ক্লাস হয় মানিকতলা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এ।

প্রার্থীদের অর্থনৈতিক ও শ্রম সমস্যার ব্যাপারে তাদের অনুভূতি, সাধারণ জ্ঞান এবং ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার ওপর ইংরাজীতে তিন ঘন্টার একটি লিখিত পরীক্ষা দিতে হয় ভর্তির ক্ষেত্রে।

আই. এ. এস. কোচিং

১। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুর, কলকাতা।

২। আই. এ. এস. কোচিং সেণ্টার। দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ। দার্জিলিং।

ডবল্যু বি, সি, এস, ট্রেনিং

১। প্রি-এগজামিনেশান ট্রেনিং সেণ্টার। মৌলানা আজাদ কলেজ। ৮, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-৭০০০১৩।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই ট্রেনিং সেণ্টারটি একমাত্র তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য। ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক এইরকম প্রার্থীদের এই সেণ্টারে ট্রেনিং ক্লাস হয় এক বছরের। প্রার্থী নির্বাচন হয় যোগ্যতাভিত্তিক। সর্বনিম্ন শিক্ষা—অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি।

২। ডবলু. বি. সি. এস. কোচিং সেণ্টার। দার্জিলিং গভঃ কলেজ, দার্জিলিং।

প্রধানতঃ হিল এরিয়া এবং ঐ কলেজের ছাত্রদের কোচিং-এর ব্যবস্থা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস/ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেণ্ট

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট। কলেজ স্কোয়ার ওয়েস্ট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

ভারতের মধ্যে এটিই প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে ব্যবসায় অথবা শ্রমিক সংস্থায় যুক্ত এমন প্রার্থীকে বিজনেস এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেণ্টের ট্রেনিং দেওয়া হয়। কোর্সটি ডিপ্লোমার, সময়সীমা তিন বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়ে কোনো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। পরীক্ষা পরিচালনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্ট। কলকাতা, ডায়মণ্ডহারবার রোড, জোকা, আলিপুর।

ম্যানেজমেণ্টের কোর্স। ছু'বছরের। শিক্ষাগত ভর্তির যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে মনোনয়ন হয়। বাধ্যতামূলক আবাসিক। I. B. M. ডিগ্রী দেওয়া হয়। পাসের পর বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ম্যানেজমেণ্ট পোস্টে নিযুক্ত হয়।

ইণ্ডিয়ান চাটার্ড একাউণ্টেন্সি। ইস্টার্ণ রিজিওনাল। হো-চি-মিন সরণী, কলকাতা-১৬।

ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাস টুয়েলভ পাস। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি। পরীক্ষার বিষয়, সাধারণ ইংরাজী, কমার্শিয়াল ম্যাথামেটিক্স, কমার্শিয়াল জিওগ্রাফি, একাউণ্টেন্সি, বিজনেস অরগানাইজেশন ও কমার্শিয়াল নলেজ। এই পরীক্ষায় পাস করলে চাটার্ড একাউণ্টেন্সিতে পড়ার জন্য নাম নথিভূক্ত হয়। নথিভূক্ত হওয়ার তিন বছর বাদে ইণ্টার পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইণ্টার পাস করার পর দেড় বছর বাদে ফাইন্যাল। পাস করলে সি. এ.। বছরে ছু'বার পরীক্ষা। মে ও নভেম্বরে। দিল্লী ছাড়া অন্যান্য শহরের জন্য পোস্টাল কোচিং।

ইণ্ডিয়ান কস্ট এ্যাণ্ড ওয়ার্কস এসোসিয়েশান। ১২ সদর স্ট্রীট, কলকাতা।

ভর্তির সর্বনিম্ন যোগ্যতা স্নাতক। স্নাতক হওয়ার দেড় বছর বাদে ইণ্টার পরীক্ষা দিতে পারা যায়। তার দেড় বছর পরে ফাইন্যাল।

এখানে দুরকমের কোচিং সাহায্য পাওয়া যায়। মৌখিক (oral)ও পোস্টাল। যে কোন একটি বাধ্যতামূলক। পাসের পর আই. সি. ডবলিউ. এ· ডিগ্রী প্রদান করা হয়। বছরে দু'বার পরীক্ষা। জুন ও ডিসেম্বরে।

ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ সেক্রেটারিয়েট ইন ইস্টার্ণ রিজিয়ান। হিমালয় হাউস, চৌরঙ্গী রোড, বারোতল, কলকাতা।

ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট। দুইটি পার্টে পরীক্ষা। ইণ্টার এবং ফাইন্যাল। যারা এম. কম·, সি· এ· এবং আই· সি. ডবলিউ. এ. পাস করেন, তাঁদের ইণ্টার পরীক্ষা দিতে হয় না। পাস করলে কোম্পানী সেক্রেটারী হওয়া যায়।

কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। কল্যাণী, নদীয়া।

সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। কিন্তু তাঁরাই ভর্তি হতে পারেন যাঁরা কো-অপারেটিভের সঙ্গে যুক্ত, অথবা এই ধরণের কাজ করেন। কো-অপারেটিভ কি করে চালাতে হয়, তার আইন ও অন্যান্য বিধি এখানে পড়ানো হয়। সার্টিফিকেট কোর্স।

কস্টিং

ইণ্টারমিডিয়েট এবং ফাইন্যালে ওরাল কোচিং-এর ব্যবস্থা। ব্যবস্থাপক, ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল অব দি ইনস্টিটিউট কস্ট এ্যাণ্ড ওয়ার্কস একাউণ্টস অব ইণ্ডিয়া।

১। ই, আই, আর, সি, অফিস। ৮৪, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫।

টিচার্স ট্রেনিং

বি, এড বা বি, টি-র জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে বিস্তর কলেজ আছে। বিশেষ করে শর্ট কোর্সের জন্য বা সান্ধ্য বিভাগের জন্যেও কলেজের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এ ছাড়া আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিভাগ। এখানে সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির তালিকা দেওয়া হ'ল।

১। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ২৫/৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০২০।

২। ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন। হেস্টিংস হাউস, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭।

৩। চন্দননগর পি, জি, বি, টি কলেজ ফর উইমেন। চন্দননগর, হুগলী।

৪। ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন। বর্ধমান, পোঃ ও জেলা—বর্ধমান।

৫। হুগলী ট্রেনিং কলেজ। পোঃ ও জেলা—হুগলী।

৬। মালদা বি, টি, কলেজ। পোঃ ও জেলা—মালদা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কোর্স

১। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজ। বাণীপুর, জেলা—২৪ পরগনা।

এল. এল. বি. কোর্স

যে কোন বিভাগের স্নাতক আইন পড়ার এই কোর্সে ভর্তির

যোগ্য। প্রিলিমিনারি, ইন্টারমিডিয়েট এবং ফাইন্যাল মিলিয়ে তিন বছরের কোর্স। প্রতি বছর এক একটি পার্টের পরীক্ষার পর উত্তীর্ণ প্রার্থী এ্যাডভোকেটরূপে কোর্টে প্র্যাকটিস করতে চাইলে 'ফি' দিয়ে তাঁকে বার কাউন্সিলের মেম্বারশিপ নিতে হবে। এল. এল. বি-র পরে এম. এল. করা যায়। বার-এ্যাট-ল, বম্বেতে। দু'বছরের কোর্স। পশ্চিমবঙ্গে ল-এর বিভাগ আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি—(১) কলকাতা, (২) বর্ধমান ও (৩) উত্তরবঙ্গ।

কলেজ ঃ—

(১) ইউনিভার্সিটি ল' কলেজ। কলকাতা।
(২) সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজ। কলকাতা।
(৩) যোগেশচন্দ্র ল' কলেজ। কলকাতা।
(৪) ল' কলেজ। হাজরা রোড। কলকাতা।
(৫) হুগলী মহসীন কলেজ। চুঁচুড়া, হুগলী।

জার্নালিজম

সাংবাদিকতা শিক্ষার কোর্সে ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষার দরকার হয় অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েশন। সান্ধ্য ক্লাশ। দু'বছরের।

(১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা।

ডান্স, ড্রামা, মিউজিক

কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের উচ্চতর ক্লাসে (ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী) ভর্তি হতে হলে গ্র্যাজুয়েট হতে হয়। আবার তিন বছরের

শিক্ষাবর্ষ বি, এ, পাস এবং অনার্স কোর্সেও ভর্তি হওয়া যায়। (বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।)

১। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা-৭।

২। সঙ্গীত ভবন। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। বীরভূম।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত স্পনসর্ড ডিগ্রী কলেজ। ত্রিবর্ষ বি, মিউজ কোর্স, ত্রিবর্ষ ডিপ্লোমা কোর্স। উচ্চাঙ্গ ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে। দ্বি-বর্ষ জুনিয়ার কোর্সেও ভর্তি হওয়া চলে।

৩। পদ্মজা নাইডু কলেজ অব মিউজিক। রাজবাটি, বর্ধমান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রি-মিউজ, বি-মিউজ এবং প্রি-ইউ। বি, এ, ও হায়ার সেকেণ্ডারী ইলেকটিভ মিউজিক কোর্স।

৪। বেঙ্গল মিউজিক কলেজ। গড়িয়াহাট রোড। কলকাতা-২৯।

এম, এ, ইন ইনস্ট্রুমেণ্টাল মিউজিক

১। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা-৭।

ভাষা শিক্ষা

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা-১২।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি কোর্স ভাষা শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট। যথাক্রমে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা। দুটি কোর্সই এক বছরের। সার্টিফিকেটে পাস করে ডিপ্লোমায় ভর্তি হতে হয়। সার্টিফিকেটে ভর্তি হতে হলে যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হতে হয়। ভাষাগুলি হ'ল—হিন্দী, টিবেটান, চাইনীজ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়ান, এ্যারাবিক,

পার্শিয়ান, উর্দু এবং বেঙ্গলি। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাশগুলি আংশিক, সন্ধ্যায়।

২। সংস্কৃত কলেজ। ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। বিভাগ হ'ল—(১) ফরাসী ভাষায় সার্টিফিকেট কোর্স এবং (২) জার্মান ভাষায় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা। কোর্সটির সময়সীমা হ'ল তিন মাসের তিনটি টার্মে। শিক্ষাধারায় ডাইরেক্ট ও অডিওভিস্যুয়াল মেথড। ক্লাস সন্ধ্যায়।

৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজ। গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯।

সার্টিফিকেট কোর্স এক বছরের। ডিপ্লোমা তু' বছরের। শিক্ষাগত যোগ্যতা—এইচ, এস বা সমতুল। সার্টিফিকেটের পর ডিপ্লোমা। ভাষাসমূহ—আরবী, ফার্সী, জার্মানী, রুশীয়, ফরাসী, স্পেনীয়, চীনা, ইটালী, বাংলা, সংস্কৃত, তামিল, হিন্দী ও উর্দু।

৪। ইরান সোসাইটি। ১২ কিড স্ট্রীট, কলকাতা-১৬। আধুনিক পার্শিয়ান ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র।

৫। ইনস্টিটিউট অব চন্দননগর। পোঃ—চন্দননগর, হুগলী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। ফরাসী ভাষায় সার্টিফিকেট কোর্স। আংশিক ক্লাস। সন্ধ্যায়।

৬। ম্যাক্সমুলার ভবন। ৮ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-২৯। জার্মান ভাষা শিক্ষার জন্য।

৭। আলিয়াস ফ্রাঁস। পার্ক ম্যানশন, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬। ফরাসী ভাষা শিক্ষার জন্য।

৮। গোর্কী সদন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা।

রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার জন্য (৬,৭,৮,নং ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ বিধেয়)।

৯। ক্যালকাটা ম্যাড্রাসা, এ্যারাবিক ডিপার্টমেণ্ট। হাজী মোহাম্মদ মহসীন স্কোয়ার। কলকাতা-১৬।

আরবি ভাষার উচ্চতর শিক্ষার বিদ্যালয়। পঃ বঃ সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধীন। স্কুল মানের উপযোগী পরীক্ষার জন্য যথাক্রমে "আলিম" ও "ফাজিল" এই উপাধী প্রদান করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে উচ্চতর পরীক্ষার পর প্রদান করা হয়, যথাক্রমে "মমতাজ-উল-মহাদ্দেশীন" ও "মমতাজ-উল-ফেকাক্।"

কথোপকথন ইংরেজী

১। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট। ভাষা শিক্ষা বিদ্যালয়। কলকাতা-৭০০০২৯।

২। ইন্দো-অ্যামেরিকান সোসাইটি। ১৭ ক্যামাক স্ট্রীট, কলকাতা।

৩। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো। নেতাজী ভবন। ২৮/২ এলগিন রোড। কলকাতা-৭০০০২০।

৪। ওয়াই. ডবলিউ. সি. এ। ১৩৪ এস, এন, ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ও অন্যান্য।

(স্পোকন ইংলিশ পর্যায়ে বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ বিধেয়)।

রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক্রম

১। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। পি-২ লেক রোড, কলকাতা-৭০০০২৯।

পাঠক্রম ছু' বছরের। সন্ধ্যায় ক্লাস। রবীন্দ্র জ্ঞানতীর্থ উপাধি।

২। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৭। আংশিক পাঠক্রম।

(যোগাযোগ সাপেক্ষ)।

ফিল্ম প্রোডাকশান

ফিল্ম স্ক্রিপট রাইটিং, প্রোডাকশান মেথড, মুভি ফটোগ্রাফিতে শর্ট কোর্স।

১। চিত্রবাণী, প্রভু যীশুর গীর্জা। ৭৬ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-১৩।

অডিও ভিস্যুয়াল ট্রেনিং

দৃশ্য ও শ্রুতি এই পর্যায়ে অর্থাৎ ফিল্ম প্রোজেকশান ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ট্রেনিং-এর সময়সীমা একমাস। সার্টিফিকেট কোর্স।

১। বেঙ্গল সোস্থাল সার্ভিস লীগ। ১।১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলকাতা। (অনুসন্ধান সাপেক্ষ)

ফিল্ম অপারেটিং

ফিল্ম চালানো ও প্রোজেকশান মেসিন সংক্রান্ত খুঁটি-নাটি

ব্যাপারে শিক্ষার জন্য তেমন কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। নিজ প্রচেষ্টায় কোথাও শিক্ষানবিশী থেকে দক্ষতা অর্জনের পর পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা পরিচালনা ও গ্রহণ করে থাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর"। যোগ্য ব্যক্তিকে "ফিল্ম অপারেটিং লাইসেন্স" প্রদান করেন পুলিশ কমিশনার।

ফটোগ্রাফি

২। দমদম ফটোগ্রাফিক এসোসিয়েশন। ৪৩৫/৪৫০ যশোর রোড, কলকাতা।

ফটোগ্রাফি বিষয়ক শিক্ষার ক্লাস হয় দমদম মতিঝিল কলেজে। প্রাতঃ বিভাগ এবং সান্ধ্য বিভাগে। ৪ বছরের কোর্স।

২। স্কুল অব ফটোগ্রাফ। ১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা।

থিওরি এবং প্র্যাকটিস ক্লাস।

৩। চিত্রবাণী, প্রভু যীশুর গীর্জা। ৭৬ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-১৩।

৪। রিজিওন্যাল প্রিন্টিং টেকনোলজি। যাদবপুর, কলকাতা-৩২।

কারিগরী শিক্ষা

ব্যাডমিণ্টন সাট্‌ল কক্ ম্যানুফ্যাকচার

১। স্পোর্টস গুডস ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন সেন্টার। ৫৪ বি, টি, রোড, বরানগর, কলকাতা-৩৬।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। হাতে-কলমে শিক্ষায় এক বছরের কোর্স। লেখাপড়ায় সাধারণ জ্ঞান। ভর্তির জন্যে বয়েস ২২-এর ওপরে নয়। সার্টিফিকেট প্রদান করেন ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্টিজ।

বেকারী এ্যাণ্ড কনফেকশনারী

১। টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেণ্টার। আই, টি, আই, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। সার্টিফিকেট কোর্স। দু'বছরের। শিক্ষার দরকার, ক্লাস এইট পাস। সার্টিফিকেট দেন, ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিজ। (অনুসন্ধান সাপেক্ষ)

২। বাণীমন্দির উইমেনস পলিটেকনিক। ১২৩ দমদম রোড, কলকাতা।

বী কিপিং

কৃষি গো-পালন শিল্প শিক্ষালয়। পি, কে, গুহ রোড, কুমার-পাড়া, কলকাতা-২৮।

শিক্ষাবর্ষ এক বছরের। ডিপ্লোমা কোর্স, ক্লাস এইট পাস হতে হয়। ইনস্টিটিউট ডিপ্লোমা দেন। (অনুসন্ধান সাপেক্ষ)

২। সর্বোদয় কেন্দ্র। গ্রাম এবং পোষ্ট—তিলান্তপাড়া, জেলা—মেদিনীপুর।

ঘানি

১। সর্বোদয় কেন্দ্র। গ্রাম ও পোষ্ট—তিলান্তপাড়া, জেলা—মেদিনীপুর।

এক মাসের শিক্ষা। লেখাপড়ায় পাঁচ ক্লাস। "সার্ট/ঘানি ট্রেণ্ড" এই মর্মে সার্টিফিকেট দেন সর্বোদয় কেন্দ্র। (অনুসন্ধান সাপেক্ষ)

ব্রাস এনগ্রেভিং

সরোজনলিনী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। ২৩এ বালীগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলকাতা-৭০০০১৯।

পেতলের ওপর নক্সায় শিক্ষাক্রম ছু' বছরের। সাধারণ লেখাপড়া জানা মেয়েরাই একমাত্র ভর্তির যোগ্য। বয়স ১৬ বা তদূর্ধ্ব, ডিপ্লোমা কোর্স।

প্যাটার্ন মেকিং

নিম্নোক্ত শিক্ষালয়গুলির প্রথম ছুটি কেন্দ্রিয় এবং অপরগুলি রাজ্য সরকারের অধীন। কোর্স ছ' মাস থেকে ছু' বছরের মধ্যে। ক্লাশ এইট পাস হলেই চলে। সবগুলিই সার্টিফিকেট কোর্স।

১। সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট। দাশনগর হাওড়া।

২। টেকনিক্যাল স্কুল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। চিত্ত-রঞ্জন বর্ধমান।

৩। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট। ১০, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-১৯।

৪। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট। ২৪, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলকাতা-৩৩।

৫। শিবপুর পলিটেকনিক। বি, ই, কলেজ। বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া।

৬। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট। দুর্গাপুর, বর্ধমান।

ব্লুপ্রিণ্ট রিডিং

১। স্মল ইণ্ডাস্ট্রিস সার্ভিস ইন্স্টিটিউট। ক্যামাক স্ট্রীট। কল-কাতা-১৬।

কেন্দ্রিয় সরকারের সংস্থা। হাতে-কলমে ছ' মাসের কোর্স। লেখাপড়ায় সাধারণ জ্ঞান। সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

কাটলারি ম্যানুফ্যাকচারিং

১। কাটলারি ট্যুইশনাল ক্লাশ। পোঃ ও জিলা—পুরুলিয়া।

পঃ বঃ সরকারের অধীন। লেখাপড়ায় ক্লাশ এইট পাস। বয়েস ২১-এর মধ্যে। এক বছরের সার্টিফিকেট কোর্স। (অনুসন্ধান সাপেক্ষ)

২। সেণ্ট্রাল ওয়ার্কশপ। ক্যানাল সাউথ রোড। পাগলাডাঙা, কলকাতা-১৫।

কেন্দ্রিয় সরকারের অধীন। এক বছরের শিক্ষাকাল। শিক্ষায় এস, এফ, পাস। সার্টিফিকেট কোর্স।

ডাই মেকিং

১। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টেনিং ইন্‌স্টিটিউট। দুর্গাপুর, বর্ধমান।

ওয়াচ রিপেয়ারিং

১। ঘড়ি মেরামতি শিক্ষা স্কুল। ৪৮, শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২৫।

২। ঘড়ি শিক্ষা স্কুল। ১০/৪০, নেতাজী নগর, কলকাতা-৪০। কোর্স পাঁচ মাসের। অন্যান্য বিষয় যোগাযোগে জ্ঞাতব্য।

বুক বাইণ্ডিং

বই বাঁধাই, প্রিন্টিং কম্পোজিং এবং টেলারিং শিক্ষার অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান। এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। কেবলমাত্র পুরুষরাই প্রার্থী হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিপ্লোমা দেন।

১। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইন্‌স্টিটিউট। ২৫, রামমোহন সরণী, কলকাতা-৭০০০০৯।

কেন ওয়ার্ক

১। সেণ্ট আলফোনসাস ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল। পোঃ—কার্শিয়াং, জেলা—দার্জিলিং।

বেতের কাজে হাতে-কলমে শিক্ষার সময়সীমা দেড় বছর। লেখা-পড়ায় অষ্টম শ্রেণী পাস, ডিপ্লোমা কোর্স।

২। ক্যালকাটা অরফ্যানেজ। ১২/১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রিট, কলকাতা।

কেন এ্যাণ্ড ব্যাম্বু ওয়ার্ক

১। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেণ্টার। হাবড়া কলোনি, ২৪-পরগনা।

২। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেণ্টার। পোঃ—গায়েশপুর, নদীয়া।

৩। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেণ্টার। পোঃ—টিটাগড়, ২৪-পরগনা।

বেত আর বাঁশের কাজের জন্য ওপরের তিনটি সেণ্টারই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিলিফ এ্যাণ্ড বিহ্যাবিলিটেশানের অধীন। সার্টিফিকেট কোর্স। সময়সীমা ছ' মাস। বয়স ১৮ থেকে ২৮ এর মধ্যে। প্রথমটির জন্য পাঁচ ক্লাস পাস এবং অপর দুটির জন্য লেখাপড়ায় সাধারণ জ্ঞান থাকলেই চলে।

কাটিং এ্যাণ্ড টেলারিং

১। গভঃ টেলারিং ইনষ্টিটিউট, ওয়েষ্ট বেঙ্গল। পি-১২ সি. আই. টি. নিউ রোড। কলকাতা—৭০০০১৪।

বিদ্যায়তনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। সিনিয়ার, জুনিয়ার দুই গ্রুপে ভর্তি। সিনিয়ার গ্রুপে ভর্তির জন্য এস, এফ বা সমতুল। সীবন শিল্প বা দর্জির কাজের এই কোর্সটি ডিপ্লোমার। শিক্ষাকাল তিন বছরের। ডিপ্লোমা দেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

ইণ্ডাষ্ট্রিজ বিভাগের অধিকর্তা। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই ভর্তির যোগ্য।

পঃ বঃ সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে অন্যান্য স্কুলগুলি হল—

২। কুচবিহার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল এ্যাণ্ড ওয়ার্কশপ। কুচবিহার।

৩। মালদা শিল্প বিদ্যাপীঠ। পোঃ ও জেলা—মালদা।

৪। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। ১০ ও ১০/১ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯।

৫। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেন্টার। হাবড়া কলোনী, ২৪-পরগনা।

৬। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেন্টার। পোঃ—গায়েশপুর, নদীয়া।

৭। কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ট্রেনিং সেন্টার। (শিল্পসদন) শ্রীনিকেতন। পোঃ বোলপুর, বীরভূম।

৮। টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। আই. টি. আই। ঝাড়-গ্রাম, মেদিনীপুর।

অন্যান্য—

(১) ডেফ অ্যাণ্ড ডাম স্কুল। পোঃ সিউড়ি, বীরভূম।

(২) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। পোঃ সাঁতরাগাছি. হাওড়া।

(৩) বাণী মন্দির উইমেনস পলিটেকনিক। ২ উইলিয়ামস লেন, কলকাতা।

(৪) ডন বসকো টেকনিক্যাল স্কুল। কৃষ্ণনগর সিটি, নদীয়া।

(৫) হাওড়া হোমস। পোঃ সাঁত্রাগাছি, হাওড়া।

(৬) কল্যাণ সমিতি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। ১০১ বেলতলা রোড, কলকাতা-২০।

(৭) আর. কে. মিশন শিল্প মন্দির। পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

(৮) আর. কে. মিশন বয়েজ হোম। রহড়া, ২৪ পরগনা।

(৯) সরোজনলিনী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। ২৩/১ বালীগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলকাতা-১৯।

(১০) সেন্ট আলফোনসাস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। পোঃ কার্শিয়াং, জেলা—দার্জিলিং।

এমব্রয়ডারী এ্যাণ্ড নিটিং

১। কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ট্রেনিং সেন্টার। (শিল্পসদন) পল্লী সংগঠন বিভাগ। শ্রীনিকেতন। পোঃ বোলপুর, জেলা বীরভূম।

আংশিক সার্টিফিকেট কোর্স। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। হাতে-কলমে শিক্ষাকাল এক বছর। লেখাপড়ায় সাধারণ জ্ঞান থাকলেই চলে। বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট দেন।

অন্যান্য—

২। নবদ্বীপ কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠান। নবদ্বীপ, নদীয়া।

৩। বারুইপুর মহিলা সমিতি। গ্রাম—সুবুদ্ধিপুর, ২৪-পরগনা।

৪। ক্ষীরপাই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। পোঃ—ক্ষীরপাই, মেদিনীপুর।

৫। আনন্দ আশ্রম মহিলা শিল্পী। ১ নাকতলা লেন, কলকাতা-৪০।

এমব্রয়ডারী এ্যাণ্ড সিউইং

১। ফুলিয়া পলিটেকনিক। পোষ্ট—ফুলিয়া কলোনী, ফুলিয়া নদীয়া।

হাতে-কলমে এক বছরের কোর্স। সার্টিফিকেট। ক্লাস এইট পাস দরকার হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেকনিক্যাল এডুকেশনের অধীন।

অন্যান্য—

২। কালিম্পং আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফট। পোষ্ট—কালিম্পং, দার্জিলিং।

৩। কল্যাণ স্মৃতি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। ১০১ বেলতলা রোড, কলকাতা।

৪। সরোজনলিনী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। ২৩/২ বালীগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলকাতা-১৯।

৫। অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স, সাউথ ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সেন্টার। ১১ পালিত ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৯।

৬। শ্যামবাজার ডেফ এ্যাণ্ড ডাম স্কুল। ১২/২-এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা।

৭। প্রবর্তক সংঘ ডেষ্টিটিউট হোম এ্যাণ্ড উইমেনস্ ট্রেনিং সেন্টার। চন্দননগর, হুগলী।

৮। অলবেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ান হোম। ৮৯ ইলিয়ট রোড, কলকাতা-১৯।

৯। বনফুল শিক্ষালয়। ৫৯এ, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯।

১০। কালিম্পং মিশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশান। কালিম্পং, দার্জিলিং।

স্পিনিং

এক বছরের কোর্স সরকারীতে এবং ৪ থেকে ৬ মাসের কোর্স প্রাইভেট শিক্ষা কেন্দ্রে। বয়েস ১৮ থেকে ২৮ বছর। শিক্ষায় সাধারণ মান। সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

১। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেণ্টার। টিটাগড়, জেলা ২৪পরগনা।

২। কুচবিহার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল এ্যাণ্ড ওয়ার্কশপ। কুচবিহার। (সরকারী)

৩। নবদ্বীপ কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান। জেলা—নদীয়া।

৪। যাদবপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি। ৩/১৯২, বিজয়গড়। কলকাতা-৩২।

৫। সর্বোদয় কেন্দ্র। পোঃ ও গ্রাম তিলান্তপাড়া, মেদিনীপুর।

৬। ধোবাগ্রাম উইভিং স্কুল। চাতনা। বাঁকুড়া।

উইভিং

তন্তুজ শিল্পের প্রসারে বয়ন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে কম নয়। শিক্ষাকাল এক থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত নিয়মানুসারে। কোথাও শিক্ষার মান এস, এফ. কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাস বা সাধারণ লেখাপড়া জানলেই চলে। সরকারী এবং

বে-সরকারী সর্বক্ষেত্রেই ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। সরকারী শিক্ষালয় সমূহের একাংশ—

১। কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ সেণ্টার। শিল্পসদন। পল্লী সংগঠন বিভাগ। শ্রীনিকেতন। বীরভূম।

২। কুচবিহার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল এ্যাণ্ড ওয়ার্কশপ। কুচবিহার।

৩। কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ ট্রেনিং সেণ্টার। শিল্পসদন। পল্লী সংগঠন বিভাগ। শ্রীনিকেতন, বীরভূম।

৪। গভর্ণমেণ্ট উইভিং স্কুল। মালদহ।

৫। উল উইভিং ডেমনস্ট্রেশান পার্টি। পোঃ—পাটুলি, বর্ধমান।

৬। ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশান সেণ্টার ফর ছুরি (Dhurries) উন্নয়নী। পোঃ বরশুল। বর্ধমান।

৭। বিষ্ণুপুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

৮। গভঃ পেরিপেটেটিক উইভিং স্কুল। C/o রামকৃষ্ণ আশ্রম, রিষড়া, হুগলী।

৯। পেরিপেটেটিক উইভিং স্কুল। পোঃ—বাগান্দী, টাকী, ২৪-পরগনা।

১০। ফুলিয়া পলিটেকনিক। ফুলিয়া কলোনি। নদীয়া।

১১। মালদহ শিল্প বিদ্যাপীঠ। মালদহ।

১২। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেণ্টার। হাবড়া কলোনী। ২৪-পরগনা।

১৩। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেণ্টার। পোঃ—গায়েশপুর, নদীয়া।

১৪। গভঃ পেরিপেটেটিক উইভিং স্কুল। হরিপুর। পোঃ—হাবড়া কলোনী, ২৪ পরগনা।

১৫। গভঃ পেরিপেটেটিক উইভিং স্কুল। C/o টেকনিক্যাল ট্রনিং সেণ্টার। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

১৬। শান্তিপুর উইভিং ইনস্টিটিউট। নদীয়া।

ইঙ্ক মেকিং

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটরী। ক্যানাল সাউথ রোড, পাগলা-ডাঙা, কলকাতা।

হাতে-কলমে ছ'মাসের শিক্ষাকাল। সর্বনিম্ন শিক্ষা এস. এফ.। সার্টিফিকেট কোর্স। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রীজের অধীন।

হ্যাণ্ডমেড পেপার মেকিং

১। কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ ট্রেনিং সেণ্টার। (শিল্পসদন) পল্লী সংগঠন বিভাগ, শ্রীনিকেতন। পোষ্ট—বোলপুর, বীরভূম।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। শিক্ষাকাল এক বছরের। সার্টিফি-কেট কোর্স। পাঁচ ক্লাস পাস। সার্টিফিকেট দেয়, বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়।

সোপ মেকিং

নিম্নলিখিত বিদ্যায়তনগুলি সরকারের পরিচালনাধীন, ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ এবং রিলিফ এ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশনের। প্রথমটির জন্য

এস. এফ. দ্বিতীয়টির জন্য পাঁচ ক্লাশ পাস। অপর দুটিতে লেখা-পড়ায় সাধারণ জ্ঞান থাকলেই চলে। বয়স, প্রথমটিতে পঁচিশের মধ্যে। অন্যগুলিতে আটাশ।

১। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ ল্যবরেটরী। ক্যানাল সাউথ রোড, পাগলাডাঙা, কলকাতা।

২। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেন্টার। হাবড়া, ২৪ পরগনা।

৩। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেন্টার। পোষ্ট—গায়েশপুর, নদীয়া।

৪। ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেন্টার। টিটাগড়, ২৪ পরগনা।

টয় মেকিং

কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ সেন্টার। (শিল্পসদন) পল্লী সংগঠন বিভাগ, শ্রীনিকেতন। পোষ্ট—বোলপুর, বীরভূম।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, আংশিক সময়ের কোর্স। লেখাপড়ায় সাধারণ জ্ঞান থাকলেই চলে। এই শর্ট কোর্সের জন্য সার্টিফিকেট দেন বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন অন্যান্য—

(১) ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেন্টার। পোষ্ট—গায়েশপুর, নদীয়া।

(২) ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেন্টার। টিটাগড়, ২৪ পরগনা।

(৩) ট্রেনিং-কাম-ওয়ার্ক সেন্টার। হাবড়া কলোনী, ২৪ পরগনা।

অন্যান্য—

(৪) আর. কে. মিশন বয়েজ হোম। রহড়া, ২৪ পরগনা।

(৫) শ্যামবাজার ডেফ এ্যাণ্ড ডাম স্কুল। ১২/২এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। কলকাতা।

(৬) বিবেকানন্দ নারী কর্মমন্দির। ৪৮ নেপাল ভট্টাচার্য ষ্ট্রীট। কলকাতা।

(৭) বিদ্যাসাগর বাণী ভবন। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

(৮) উমাশশী নারীশিল্প শিক্ষা মন্দির। পোষ্ট—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(৯) উত্তরায়ণ। পি-২৯৮, উপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী রোড। কাঁকুড়গাছি কলকাতা।

আমব্রেলা মেকিং

১। আমব্রেলা ওয়ার্কস্ 'এ'। সর্বগ্রাম, পোষ্ট এবং জেলা—পুরুলিয়া।

২। আমব্রেলা ওয়ার্কস 'বি'। বিজয়গড় কলোনী। যাদবপুর, কলকাতা-৩২।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। চার মাসের কোর্স, সার্টিফিকেট দেন ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ।

কার্পেট এ্যাণ্ড শতরঞ্জি মেকিং

দু বছরের কোর্স। শিক্ষায় প্রাইমারী স্ট্যানডার্ড হলেই চলে। সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

১। কালিম্পং আর্টস এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্টস। পোঃ—কালিম্পং, দার্জিলিং।

২। আনন্দ আশ্রম মহিলা শিল্পপীঠ। ১, নাকতলা লেন, কাকাতা-৪০।

জেলী, পাঁপর এ্যাণ্ড চানাচুর মেকিং

চার মাসের শিক্ষাকাল। বয়েস ১৪ থেকে ৪০। সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

১। বারুইপুর মহিলা সমিতি। গ্রাম—সুবুদ্ধিপুর, পোঃ—বারুইপুর, ২৪ পরগনা।

ব্লাইণ্ড একাডেমি

অন্ধজনের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য এবং তাদের কর্মক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করার অভিপ্রায়ে নানাজনের নানাবিধ প্রচেষ্টা আজ লক্ষ্যনীয়। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে তারা সাবলম্বী হতে পারে, এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হ'ল—

১। ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা।

২। ওয়ার্কশপ ফর দি ব্লাইণ্ড। ৮ বি দমদম রোড, কলকাতা।

৩। লাইট হাউস ফর দি এডাল্ট ব্লাইণ্ড। ১৭৪, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬।

৪। ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল। বেহালা, ডায়মণ্ডহারবার রোড, কতকাতা।

৫। মেরী স্কট হোম ফর দি ব্লাইণ্ড। কালিম্পং, দার্জিলিং।

৬। স্কুল ফর দি ব্লাইণ্ড। পোঃ ও জেলা, কুচবিহার।

ডেফ এ্যাণ্ড ডাম্

১। ক্যালকাটা ডেফ এ্যাণ্ড ডাম্ স্কুল। ২৯৩, আপার সার্কুলার রোড। কলকাতা-৪

২। আইডিয়াল স্কুল ফর দি ডেফ। ১০৩, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড। কলকাতা-৯

৩। মহারাণী নীলিমাপ্রভা ইনস্টিটিউশান ফর ডেফ এ্যাণ্ড ডাম। বহরমপুর, খাগড়া, পোঃ বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ।

প্রতিবন্ধী

ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড (Physically handicapped) এমন ব্যাহত বালক বালিকা বা শিশুদের জন্য—

১। দি সোসাইটি ফর চাইল্ড হেলথ এ্যাণ্ড কমিউনিটি ওয়েল-ফেয়ার। ১১/৭এ, রামকৃষ্ণ দাস লেন। কলকাতা-৯

ওই একই উদ্দেশ্যে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন (Mentally Retarded) বালক বালিকা বা ব্যাহত শিশুদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র—

১। অলকেন্দু বোধ নিকেতন। সি. আই. টি. রোড, কাঁকুড়-গাছি, কলকাতা।

২। শিশু স্বাস্থ্য নিকেতন। কলকাতা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (Disabled Persons) বিভিন্ন কারিগরী বৃত্তিতে সক্ষম করে পুনর্বাসনের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র—

১। ভোকেশনাল রিহাবিলিটেশন সেণ্টার। ৩৮ বদন রায় লেন, কলকাতা-১০।

২। রিহ্যাবিলিটেশান ইণ্ডিয়া। যোধপুর পার্ক। কলকাতা।

কেরিয়ার ঃ হাই/হায়ারসেকেণ্ডারী স্কুল শেষে

হাইস্কুলের দশ ক্লাশ অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী কোর্সের এগার ক্লাশ শেষ করে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার পর জীবনে প্রতিষ্ঠিত বা কেরিয়ার নির্মাণের বহুবিধ দিক নির্ণয় করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের "কেরিয়ার স্টাডি সেণ্টার, সেণ্ট্রাল ইনস্ষ্টিটিউট ফর রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং ইন এমপ্লয়মেণ্ট সার্ভিস"। তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

প্রসঙ্গতঃ এই সংস্থার নির্ণয়ে, স্কুল ছাড়ার পর চারটি দরজা প্রার্থীর জন্য মুক্ত। যেমন—

(১) ডাইরেক্ট পেড এমপ্লয়মেণ্ট।

(২) সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট।

(৩) এ্যাপ্রেণ্টিসশিপ।

(৪) ফারদার এডুকেশন, ভোকেশনাল ও প্রফেশনাল ট্রেনিং সহ।

উপরোক্ত নিয়মগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ দেওয়া হল।

গ্রুপ—১ : ডাইরেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট

(ক) ক্লারিক্যাল অকুপেশনস।

এই পর্যায়ে পদগুলি হল—হোয়াইট কালার ওয়ার্কারস অর্থাৎ ক্লার্কস, বুক-কিপার্স, কম্পিউটিং ক্লার্ক, অফিস মেসিন ওপারেটার।

(খ) সেলস ওয়ার্কস।

যেমন—সেলসম্যান, ইনস্যুরেন্স ওয়ার্কার।

(গ) ট্রানস্‌পোর্ট এ্যাণ্ড কমিউনিকেশনস।

এই বিভাগে ধরা হয়েছে যথাক্রমে—পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফস বোর্ডস, রেল-এ ক্লারিক্যাল এ্যাণ্ড এলায়েড পোষ্ট, রোড ট্রান্সপোরট এবং এয়ার ওয়েজ।

পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ডের অন্তর্গত পদগুলি হল যথাক্রমে—পোষ্টাল ক্লার্কস। সটার, টেলিফোন অপারেটার, টেলিগ্রাফিষ্ট, টাউন ইন্সপেক্টার এবং ওয়ারলেশ ইন্সপেক্টার। পোষ্টম্যান বা ম্যাসেনজারের পদও উন্মুক্ত যদিও এই পদগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হল ক্লাশ এইট পাস।

(ঘ) রোড টান্সপোর্ট।

(ঙ) এয়াররওয়েজ।

এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় ভারতীয় রেল বিভাগের পদগুলি হল—এ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার, গার্ড, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য ক্লার্ক, টাইপিষ্ট, টিকেট কালেক্টার, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার, সিগন্যালার প্রভৃতি।

এয়ার ওয়েজ, এই বিভাগে, পুরুষদের জন্য ফ্লাইট পার্সার অর্থাৎ স্টুয়ার্ড এবং মেয়েদের জন্য নিদিষ্ট পদ হল, এয়ার হোস্টেস। এই পদের জন্য বয়েস হল, ১৯ থেকে ২৫ বছর, উচ্চতায় ৫ ফুট ১ ইঞ্চি (১৫৫ সি, এম) এবং ওজনে হতে হবে ১২৮ পাউণ্ড। অবশ্যই এই পদের জন্য প্রার্থীকে অবিবাহিত, বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা হতে

হবে। চাকরির মধ্যে বিবাহিত হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। যাদের নার্সের ট্রেনিং আছে এবং বিদেশীভাষা বলতে পারে, প্রার্থী-পদে তাদের দাবী অগ্রগণ্য।

(চ) মার্চেন্টনেভি—র‍্যাটিং

বহুরকমের চাকরির সুযোগ এই বিভাগে। র‍্যাটিং হল নাবিক, যারা কাজ করে ডেক-এ, ইঞ্জিনরুমে অথবা সেলুনে। র‍্যাটিং-এর পদে নিযুক্ত হয়ে যারা ইঞ্জিন ঘরে কাজ করে তাদের বয়লারের স্টীম প্রেসার দেখতে হয়। কয়লা দিতে আর ছাই কাটাতে হয়। অথবা অয়েল বয়লার হলে সঠিক তেলের গতির দিকে নজর রাখা। যারা সেলুন ডিপার্টমেণ্টে থাকে, তাদের কাজ ওয়েটার, বয় বা রাঁধুনীর মত।

এই পদের জন্য প্রার্থীকে ক্লাশ এইট পাস থাকলে চলে তবে ইংরাজীতে অবশ্যই ভাল জ্ঞান থাকতে হয়। উচ্চতায় ৫ফুট ২ইঞ্চি, ওজনে ১০৫ পাউণ্ড। কলকাতায় নিয়োগ হলে 'ভদ্রা' (Bhadra) ট্রেনিং শিপ-এ ছ'মাসের শিক্ষানবিশী থাকতে হয়। 'সীমেন্স এমপ্লয়মেণ্ট অফিস' থেকে নির্বাচন হয়। অফিস হল কলকাতা আর বম্বে।

(ছ) এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি, কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট, প্রভৃতি।

ফরেস্ট্রি বিভাগে চাকরির পদ হল, ফরেস্টার এবং ফরেস্টগার্ড। এই চাকরির জন্য হাইস্কুল পাস হতে হয়। বয়েস ১৮ থেকে ২৪ এর

মধ্যে। উচ্চতা ৫ফুট ৪ইঞ্চি। বুকের ছাতি ৩১ ইঞ্চি। ফুলিয়ে ৩৩ ইঞ্চি। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে মনোনয়ন হয়। মনোনীত প্রার্থীকে পরে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠানো হয় ফরেস্টারস' ট্রেনিং স্কুল-এ। প্রার্থী নির্বাচন করে থাকেন চীফ কনজারভেটারস অব ফরেস্টস।

(জ) শিশু সেবিকা/গৃহ সেবিকা

শিশু সেবিকা এবং গৃহ সেবিকা নিয়োগ করা হয় 'শিশুবিকাশ কেন্দ্র' এবং 'গৃহকল্যাণ' কেন্দ্রের জন্য। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অধীনে কাজ করতে হয়। শিক্ষায় অবশ্যই হাইস্কুল পাস, বয়েসে হতে হয় ২১ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। প্রার্থী মনোনীত হলে এক বছরের ট্রেনিং-এ থাকতে হয়। পদগুলি প্রধানত মফস্বলের জন্য।

(ঝ) কো-অপারেটিভ সুপারভাইজার/ইন্সপেক্টার

(ঞ) পঞ্চায়েত সেক্রেটারী

কেরিয়ার্স ইন ডিফেন্স সার্ভিস

ইণ্ডিয়ান আর্মি

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে (Indian Army) বহু ধরণের পদ আছে এমন কি অফিসার পর্যন্ত। কমিশণ্ড পর্যায়ের, অফিসার নিয়োগ করে থাকে, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (U· P. S. C) লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। যোগ্য প্রার্থী বিবেচিত হলে তিন বছরের একটি ট্রেনিং নিতে হয় ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমিতে (N. D. A)। প্রার্থীকে অবশ্যই হায়ারসেকেণ্ডারী পাস থাকতে হয়। বয়েস ১৬ থেকে ১৮½ বছর। উচ্চতা ১৫৭ সি· এম.। ওজন ৪৩·৫ কেজি,

বুকের ছাতি ৭১ থেকে ৭৬ সি. এম.। অবশ্যই এই পদের প্রার্থীকে অবিবাহিত হতে হয়।

(খ) সিপাই

বিভিন্ন সময় শূন্যপদ অনুসারে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়। ১৪½ থেকে ১৫½ বছর বয়সেও নাম লেখানো যেতে পারে। তবে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির বয়স ১৭ থেকে ২১ বছর। উচ্চতা, ১৬২-১৬৪ সি. এম.। বুকের ছাতি—৭৯ থেকে ৮৪ ও ৮১ থেকে ৮৬ সি. এম.। ওজন ৫২ থেকে ৫৪ কেজি।

নন কমিশণ্ড অফিসার পদে সিপাইদের প্রোমোশন আছে। যেমন ল্যান্স নায়েব, হাবিলদার। জুনিয়ার কমিশনে—নায়েব সুবেদার—সুবেদার মেজর। এই পদে হাইস্কুল পাস হলে মাহিনার তারতম্য আছে। যুবক জওয়ান হিসাবেও তারা যে কোন গ্রুপে যোগদান করতে পারে। বহু রকমের পদও তাদের জন্য উন্মুক্ত। যেমন, স্টোরহ্যাণ্ড-এর। ড্রাইভার, ফিটার, মেসিনিস্ট, গানার, প্রভৃতি। আর বিজ্ঞান শাখার হলে, ইলেকট্রিক্যাল ফিটার, লাইন মেকানিক, রেডিও মেকানিক, টেলিগ্রাফ মেকানিক, কীবোর্ড অপারেটর প্রভৃতি।

ইণ্ডিয়ান নেভি

আর্টিফায়ার্স এই পদের জন্য বছরে দুবার একটি প্রতি-যোগ্যতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুত করা হয়। মনোনীত হলে প্রার্থীকে চার বছরের জন্য ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়। এবং ট্রেনিং

সময় শেষ না হলেও পুরো স্কেল পেয়ে থাকে ট্রেইনি। বয়ঃসীমা ১৪½ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে হতে হয়। অবশ্যই ম্যাট্রিকুলেশান পাস হতে হবে।

ডক ইয়ার্ড এ্যাপ্রেনটিস স্কুল।

ম্যাট্রিকুলেশান পাস করা যোগ্য প্রার্থীর জন্য ট্রেনিং স্কুলটি হল বম্বে-য়। ট্রেনিং ক্ষেত্রে বয়েস হল ১৬ থেকে ১৯ এর মধ্যে। বিভিন্ন ট্রেড-এর জন্য ট্রেনিং হয়। যেমন, টুল এ্যাণ্ড ডাই মেকার, ইলেকট্রি-শিয়ান, মিলরাইট, রেফ্রিজারেশান ও এয়ার কণ্ডিশানিং মেকানিক। যারা ম্যাট্রিকুলেট নয়, তাদের জন্য প্যাটার্ন মেকার, মাউল্ডার, ব্ল্যাক-স্মিথ, কার্পেনটার ইত্যাদি।

ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স

(ক) অফিসার্স গ্রেড

এই গ্রেড-এ দুটি বিভাগ। যেমন—

(১) জেনারেল ডিউটি ব্রাঞ্চ (ফ্লাইং)

(২) গ্রাউণ্ড ডিউটি ব্রাঞ্চ।

জেনারেল ডিউটি ব্রাঞ্চের জন্য এইচ. এস. পাস এবং অবশ্যই অবিবাহিত হতে হয়। বয়েস ১৬ থেকে ১৮½। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং উচ্চতায় ১৬২·৫ সি. এম। চেষ্ট—৮১ থেকে ৮৬। নির্বাচন হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে।

প্রোটেকটিভ সার্ভিস অকুপেশনস'

এই বিভাগের পদগুলি হল যথাক্রমে, পুলিশ, আর্মড পুলিশ, রেলওয়ে প্রোটেকশান ফোর্স, হোমগার্ডস, সিকিউরিটি সার্ভিস, ফায়ার সার্ভিস প্রভৃতি।

(ক) পুলিশ কন্সটেবল

ভর্তির যোগ্যতা ক্লাশ এইট পাস থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পর্যন্ত। বয়েস, ১৮ থেকে ২১ বছর। উচ্চতা ১৭০ সি. এম। ১৬৫ সি. এম. গুর্খা এবং গাড়োয়ালদের বেলায়। পদগুলি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত। যেমন—ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স প্রভৃতি।

(খ) রক্ষক। (রেলওয়ে প্রোটেকশান ফোর্স)

যোগ্যতা ঐ।

(গ) এ্যাসিস্ট্যান্ট/সাব ইন্সপেক্টার অব পুলিশ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। তবে এস. এফ. থেকে এইচ. এস. পাস হতে হয়। কোথাও ইন্টারমিডিয়েট বা সমতুল। বয়েস ১৮ থেকে ২৫ বছর। উচ্চতা ১৬৫·১ সি. এম. মহিলাদের জন্য ১৫৭·৫ সি. এম (৫´-২") চেষ্ট—৩২ ইঞ্চি থেকে ৩৪ ইঞ্চি।

এ ছাড়া আছে—

(ঘ) একসাইজ/কাস্টমস সাব ইন্সপেক্টার।

(ঙ) কাস্টমস সার্চার।

(চ) জেল ওয়ার্ডারস।

যোগ্যতা ও নিয়মকানুন মোটামুটি পূর্ববৎ।

সার্ভিস অকুপেশানস

(ক) কেয়ার টেকার।

প্রার্থীপদে ওই একই নিয়ম। মহিলারাও প্রার্থী হতে পারে।

(খ) বিউটিসিয়ান

সাধারণতঃ এই পদের জন্য যুবতীরাই বিবেচ্য। যোগ্যতার দিক থেকে শিল্পীসুলভ মনের মেয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যারা অপর মহিলাদের অঙ্গশোভায়, কেশ পরিচর্যা, মুখমণ্ডলের শোভাবর্ধনের জন্য নিযুক্ত হতে পারে। এস. এফ পাশ হলে ভাল, না হলে ক্ষতি নেই। এ সম্বন্ধে ট্রেনিং-এর বন্দোবস্তও আছে।

(গ) মডেল

সেলস প্রমোশন, পাবলিসিটি, ফ্যাশান শো, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি ব্যাপারে ইদানীং সুন্দরীদের যথেষ্ট চাহিদা। বড় শহরে এ ধরণের চাকরির বিজ্ঞাপন প্রায়-ই চোখে পড়ে। বিশেষ করে দিল্লী, বম্বে বা কলকাতায়।

গ্রুপ—২ঃ সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট

আজকের জগতে একটা শ্লোগান আছে, Be youry own employer. এই প্রচারনায় অনেকে হয়ত প্রেরণা পেতে পারে এবং নিজের ভাগ্যকে নিজে গড়ে তুলতে পারে। সম্ভবতঃ এরা কুটির শিল্প ও

অন্যান্য সাধারণ ব্যবসায় নিজেকে নিযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোলা মোটেই বিচিত্র নয়। এরজন্য জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়ে থাকে এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনও টাকা ধারের জন্য সুযোগ দেয়। দোকান, বই, মনোহারী, খাবারের দোকান অথবা ফটোগ্রাফী, খাদ্য সরবরাহ, লণ্ড্রি—এ সবের ব্যবসায় অনেকে সাফল্য অর্জনও করেছে। কিম্বা মোটর ইত্যাদি গাড়ি সারানোর কারখানা, রেডিও, রেফ্রিজারেটার মেরামত বা বিক্রীর দোকানও করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য রয়েছে, "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট"। অনেকক্ষেত্রে অনেক এমন কারখানা বা দোকানে শিক্ষানবিশীর সুযোগও পাওয়া যায়।

গ্রুপ—৩ঃ ট্রেনিং ফর এমপ্লয়মেণ্ট

ট্রেনিং এর মাধ্যমে কিম্বা এপ্রেনটিস থাকার সুযোগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক প্রার্থী বহু রকমের সুযোগ লাভ করতে পারে।

মার্চেণ্ট নেভি

যুব সমাজের জন্য দুই ধরনের কেরিয়ার তৈরীর সুযোগ এই বিভাগে। যেমন—(১) নেভিগেটারস (২) মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারস।

(খ) নেভিগেটারস

নেভিগেশান হল এমন এক বিজ্ঞান যার দ্বারা, জাহাজের অবস্থান অনুমান করা যায় এবং নিরাপদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চালনা করা সহজ হয়। জাহাজের সব নেভিগেটিং অফিসারকেই ঘড়ির কাঁটায়

চোখ রেখে জাহাজের গতিবিধি ও অবস্থানকে নিরীক্ষণ করতে হয় এবং সেইমত অন্যদের নির্দেশ দিতে হয়।

এই পদপ্রার্থীর জন্য বিজ্ঞান শাখার এইচ. এস. এবং বয়েস ১৬ থেকে ১৮ এর মধ্যে হতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং দৃষ্টি শক্তি সাবলীল থাকতে হয়। এই পদে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় বছরের দুবার। যথাক্রমে কলকাতা, আমেদাবাদ, দিল্লী বম্বে, হায়দ্রাবাদ, আরনাকুলাম, জয়পুর, মাদ্রাজ, নাগপুর এবং পাটনায়। পরীক্ষার লিখিত বিষয়গুলি হল—অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞান। লিখিত পরীক্ষা এবং বম্বেতে ইণ্টারভিউতে উত্তীর্ণ হলে তবে নিয়োগ। প্রতি বছর অন্ততঃ ১২৫ জন যুবককে দু বছরের প্রি-সী (Pre-See) ট্রেনিং দেওয়া হয় ট্রেনিংশিপ "রাজেন্দ্র"-তে।

যোগ্যতার সঙ্গে এই শিক্ষানবিশী শেষ হলে এবং বিবেচিত হলে বিভিন্ন সিপিং কোম্পানীতে "ডেক এ্যাপ্রেনটিস" হিসাবে নিয়োগ করা হয় তিন বছরের জন্য। এরপর 'মিনিস্ট্রি অব ট্রান্সপোর্ট'-এর সার্টি-ফিকেট পরীক্ষায় পাস করলে চাকরির যোগ্য প্রার্থী বিবেচিত হয়। যেমন, সেকেণ্ডমেট (ফরেন গোয়িং) অথবা 'মেট' (হোম ট্রেড)। সেকেণ্ড মেট-এর অভিজ্ঞতালব্ধ সার্টিফিকেট পেলে জুনিয়ার অফিসার পদে নিয়োগের উপযুক্ত প্রার্থী হিসাবে গণ্য হয়। পরের সিঁড়ি সিনিয়ার অফিসারের। মাহিনা তখন চার অঙ্কের।

(গ) মেরিণ ইঞ্জিনিয়ার

মেরিণ ইঞ্জিনিয়ার এই পদের জন্য ট্রেনিং দিয়ে থাকে "ডাইরেক্ট-

টরেট অব মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং (DMET)” বোম্বাই আর কলকাতায়। বছরে প্রায় ১০০ জন প্রার্থী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই সুযোগ পেয়ে থাকে। কোর্সটি চার বছরের। প্রথম তিন বছর ওয়ার্কশপে কলকাতা কিম্বা বোম্বাইতে, কিন্তু শেষ বছরটি কলকাতার ডি. এম. ই. টি.-তে।

কিন্তু এই শিক্ষানবিশীতে প্রার্থীকে দিতে হয় প্রথম বছর পাঁচ হাজার টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের জন্য প্রতি বারে তিন হাজার টাকা। এবং শেষ বছরে দু'হাজার পাঁচশ'। কিন্তু শিক্ষানবিশী থাকাকালীন সময়ে প্রার্থী (ক্যাডেট) পেয়ে থাকে স্টাইপেণ্ড।

পাস করলে তাদের নিয়োগ করে থাকে বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানী সেকেণ্ড অফিসার হিসেবে। যে পদের মাহিনা এক হাজার টাকার ওপর। এ ছাড়া নি-খরচায় থাকা খাওয়া।

“লালবাহাদুর শাস্ত্রী নটিক্যাল এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ” বোম্বাইতে নেভিগেশান ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত ব্যাপারে পোস্ট-সী (Post-Sea) শিক্ষানির্দেশ দিয়ে যাকে। যেমন র‍্যাডার অবজারভার্স কোর্স, (Observers' Course) জায়রো কম্পাস কোর্স (gyro compass) প্রভৃতি।

(গ) ক্র্যাফট্ কোর্সেস

সাধারণতঃ নিম্ন মানে অনেকেই পাস করে থাকে এস. এফ. বা হায়ারসেকেণ্ডারী। এবং অনেকক্ষেত্রেই হয়ত কলেজে ভর্তি হওয়ার

সুযোগ নাও ঘটতে পারে কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট কোর্সে বহুরকমের ট্রেড আছে। এই ক্র্যাফটসম্যান ট্রেনিং স্কিমের জন্য "ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাণ্ড ট্রেনিং" এবং তারজন্য ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। মাত্র এক বছরের মেয়াদে এমন কোর্স হল—মোটর মেকানিক, ডিজেল মেকানিক, পেণ্টার, প্লামবার, সিট ও মেটালওয়ার্ককার, ওয়েল্ডার, কম্পোজিটার, প্রুফ রীডার, বুক বাইণ্ডার, ষ্টেনোগ্রাফার, টেলার এ্যাণ্ড কাটার, প্রভৃতি। আর দু বছরের মেয়াদে হল,ড্রাফটসম্যান, ইলেকট্রিসিয়ান, ইলেকট্রোপ্লেটার, ইনসট্রুমেণ্ট মেকানিক, রেডিও এ্যাণ্ড টেলিভিশান মেকানিক, সার্ভেয়ার, ফিটার, মেসিনিষ্ট, টার্ণার, ওয়ারম্যান প্রভৃতি। ক্লাস এইট পাস, এমন প্রার্থীও এরমধ্যে অনেক কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

এক বছরের কোর্সের মেয়াদে, "সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট"-এ নিযুক্ত হতে পারে। তেমন ট্রেডগুলি হল, কাটিং এ্যাণ্ড টেলারিং, ম্যানুফ্যাকচার অব লেদার গুডস, বা ম্যানুফ্যাকচার অব ফুটওয়ার। এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে, এমব্রয়ডারি, নিডল্ ওয়ার্ক, ফুড প্রিজারভেশান, নিটিং, কাটিং, টেলারিং প্রভৃতি।

(ঘ) এ্যাপ্রেনটিস্ শিপ

১৯৬১ সালে রচিত এ্যাপ্রেনটিসশিপ এ্যাক্ট অনুসারে "ডাইরেক্টটরেট, জেনারেল এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাণ্ড ট্রেনিং" বিভিন্ন বিভাগে ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করে থাকে। বয়েস ১৪ বছর। শিক্ষায়

ক্লাশ এইট থেকে দশ ক্লাশ। কোর্সের মেয়াদ সাধারণত তিন বছর। এই সময় ৪০ টাকা থেকে ৭০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড পেয়ে থাকে প্রার্থীরা। কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজে এই ধরণের ট্রেনিং হয় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে।

(ঙ) ট্রেড এপ্রেনটিস্ শিপ ইন রেলওয়ে

রেল দপ্তর বিভিন্ন ট্রেনিং এর জন্য ১৫ থেকে ১৮ বছরের প্রার্থীকে ৩½ বছরের মত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে। যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতায় ক্লাস এইট পাস ধরা হয় কিন্তু এস. এফ. বা এইচ. এস পাস হলে ভর্তির পক্ষে সুবিধা। শিক্ষানবিশী শেষ হলে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট বা গভঃ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তখন দ্বিতীয় দফায় ট্রেনিং এর জন্য তাদের গ্রহণ করা হয়, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস. কলকাতায় আর পেরাম্বুরের ইন্টিগ্রাল কোচ ফাক্টারীতে।

যে সমস্ত বিভাগে (Trade) ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত আছে, সেগুলি হল—

(ক) মেটাল ওয়ার্কিং ট্রেড

(১) ব্ল্যাকস্মিথি, (২) মাউল্ডিং, (৩) মেসিনিং (মেটাল) (৪) টার্নিং (৫) ফিটিং (৬) মিলরাইট (৭) বয়লার মেকিং (৮) টিন ও কপারস্মিথি (৯) ওয়েল্ডিং।

(খ) উড ওয়ার্কিং ট্রেড

(১) কর্পেনট্রি (২) প্যাটার্ণ মেকিং (৩) মেসিনিং (উড) (৪) পেন্টিং ও পলিশিং (৫) ট্রিমিং।

(গ) ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড

(১) ইলেকট্রিক্যাল ফিটিং (২) ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং।

(ঘ) এয়ার ক্র্যাফট্ এ্যাপ্রেনটিস

ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স তাদের বিভিন্ন বিভাগ যেমন, ফিটার, আর-মেচার, ইলেকট্রিসিয়ান, রেডিও মেকানিক, র‍্যাডার মেকানিক গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষায় হায়ার সেকেণ্ডারী পাস হতে হয়। বয়ঃসীমা ১৫ থেকে ১৭½ বছর।

(ঙ) অরড্ন্যানস ফ্যাক্টারীজ

প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীন তাদের ফ্যাক্টারীতে শিক্ষানবিশী নিয়োগ করা হয় যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, গোলা বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈরীর জন্য। নিয়োগ কর্তা. ডিরেক্টর জেনারেল অব অরডন্যান্স ফ্যাক্টারীজ। ৬, এসপ্লানেড ইস্ট, কলকাতা। প্রার্থীকে এস. এফ. পাস থাকতে হবে। অবিবাহিত এবং বয়েসে হতে হবে ১৪ থেকে ১৯ বছর। নির্বাচন হয় লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। পরীক্ষার বিষয়, সাধারণ ইংরেজী, অঙ্ক, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও অঙ্কন। পরের অধ্যায় ইন্টারভিউ। এই স্থানগুলি হল যথাক্রমে—অম্বরনাথ, আরুভানকাডু, আবাদী, ভুষওয়াল, কাশীপুর, (কলকাতা) দেরাডুন, ইছাপুর (কলকাতা) জব্বলপুর কানপুর, কাটনী, কিরকী এবং মুরাদনগর।

সিভিল এ্যাভিয়েশান

(ক) এয়ার ক্র্যাফট মেনটেনেন্স

এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী, যেমন, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস,

এয়ার ইণ্ডিয়া, এ্যাপ্রেনটিস এ্যাক্ট অনুসারে তিন বছরের মেয়াদে শিক্ষানবিশী নিয়োগ করে থাকে। যোগ্যতাপূর্ণ মেয়াদ শেষে লাইসেন্স দিয়ে থাকে এয়ার ক্র্যাফট মেনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার। (A. M. E.) ডিরেক্টর-জেনারেল অব সিভিল এ্যাভিয়েশান-এর ব্যবস্থাধীনে এ ধরণের ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট আছে। যেখানকার মেয়াদ দু'বছরের শিক্ষানবিশী। বিভিন্ন ফ্লাইং ক্লাবও এ ধরনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে থাকে।

শিক্ষায় হাইস্কুল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাস হতে হয়। বয়েস চাই একুশ বছরের ওপর। A. B. C. D. এই চারটি গ্রুপে পরীক্ষা হয়। তিন পেপারের লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে থাকে প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট।

(খ) পাইলট

আকাশ পথে এয়ার ক্র্যাফটে যারা প্যাসেঞ্জার, ডাক, মালপত্তর নিয়ে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করে, তাদের পাইলট বলা হয়। ফ্লাইং ক্লাবেও এ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এবং শিক্ষান্তে কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স (C. P. L.) সংস্থা কর্তৃক দেওয়া হয়ে থাকে। ভর্তির পক্ষে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করতে হয় এবং বয়েসে ১৮ বছর অতিক্রম করতে হবে। স্টুডেন্ট পাইলট লাইসেন্সও (S. P. L.) ডিরেকটর জেনারেল অব সিভিল এ্যাভিয়েশান কর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু ভর্তির সময় বিশেষ ডাক্তারী পরীক্ষার ছাড়পত্র পেতে হবে।

প্রাইভেট পাইলট্'স লাইসেন্স (P. P. L.) লাভ করা যায় ৪০

বার ওড়বার পর। উড়ন্ত অবস্থায় অন্ততঃ তাকে ২০০ ঘণ্টা কাটাতে হবে নাইট এবং ক্রস কান্ট্রি ফ্লাইং-এ। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্সের (C. P. L.) জন্য। এই লাইসেন্স পাবার যোগ্যতার পর তাকে এ্যাপ্রেনটিস পাইলট হিসাবে গ্রহণ করে থাকে কমার্শিয়াল এয়ার লাইনগুলি। এইভাবে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লেগে যায় পাইলট হতে গেলে।

আর্টস এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্টস

(ক) কমার্শিয়াল আর্টস

কমার্শিয়াল আর্টিস্টের কাজ হল চিত্রাঙ্কন। পুস্তক, সাময়িক পত্র, ক্যালেণ্ডার, গ্রিটিং কার্ড, প্রচার পত্র এবং বিজ্ঞাপনের চরিত্র অনু-সারে অলঙ্করণ। প্রচ্ছদ চিত্র অঙ্কন বা বৃত্তি অনুসারে প্রকাশনার কাজে সহায়তা করা। এই বৃত্তির জন্য ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। তিন থেকে পাঁচ বছরের কোর্স। এ বৃত্তিতে মহিলা প্রার্থীও সমান অংশীদার হতে পারে।

(খ) ফিল্ম এ্যাকটিং

চলচ্চিত্রে অভিনয়, এই বিষয়ের অভিনয় শিক্ষাকেন্দ্র হল "দি ফিল্ম এ্যাণ্ড টেলিভিশান ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া"। পুনে।

এই শিক্ষা কেন্দ্রে তরুণ তরুণী উভয়েই ভর্তির যোগ্য। শিক্ষায় এস. এফ. এবং বয়েস হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছর, মেয়েদের বয়ঃ-সীমা ১৬ থেকে ২৫ এর মধ্যে। হিন্দীতে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। এই অভিনয় শিক্ষার মেয়াদ দুবছর। ভর্তির ব্যাপারে লিখিত পরীক্ষা

ছাড়া অডিশান এবং স্ক্রীন টেস্ট দিতে হয়। ভর্তির জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি হল, বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী আর মাদ্রাজে।

(গ) মিউজিক এ্যাণ্ড ডান্স

কণ্ঠ সঙ্গীত বা নৃত্যের প্রবণতা আছে এবং সুঠাম অঙ্গ বা মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী এমন প্রার্থী বিভিন্ন কলা কেন্দ্র বা সমধর্মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের স্বধর্মকে আরো পারঙ্গম করতে পারে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই প্রযোজ্য। তিন থেকে পাঁচ বছরের কোর্স। সরকারের লোকরঞ্জন শাখা এবং অনুরূপ অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যোগ্য প্রার্থী গ্রহণ করে থাকে।

(ঘ) ড্রামাটিকস

নতুন দিল্লীর "দি ন্যাশানাল স্কুলস অব ড্রামা এ্যাণ্ড এশিয়ান থিয়েটার", এইচ. এস. পাস ছেলে মেয়েদের জন্য নাটক বিষয়ক শাখার একটি কোর্সের ব্যবস্থা চালু রেখেছে। কোর্সটি তিন বছরের। এবং একমাত্র তারাই ভর্তির যোগ্য, যাদের অভিনয়ের প্রতি প্রবণতা, মঞ্চ স্থাপনা বা প্রযোজনা বিষয়ে বিশেষ ধরনের আগ্রহ আছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের একটি কোর্সের ব্যবস্থা রেখেছে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

এডুকেশান

(ক) টিচার

(খ) ফিজিক্যাল এডুকেশান টিচার

(গ) লাইব্রেরিয়ান

(উপরোক্ত বিষয় সমূহের সম্ভাব্য বিবরণ ইতিপূর্বেই আলোচিত)।

ক্র্যাফ্‌টসম্যান ট্রেনিং স্কিম

এই বিষয়ের আলোচনায় কিছু প্রশিক্ষার (Trades) বিষয়, শিক্ষাকাল এবং ভর্তির যোগ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। (বিবরণ মালাটি ডি. জি. ই. এ্যাণ্ড টি-র সৌজন্যে।)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষার নাম	মেয়াদ	ভর্তির যোগ্যতা
১	ব্ল্যাকস্মিথ	১ বছর	অবশ্যই এইট পাশ।
২	ওয়েল্ডার	১ "	" "
৩	শীট মেটাল ওয়ার্কার	১ "	" "
৪	মাউল্ডার	১ "	" "
৫	ওয়ারম্যান	১ "	" "
৬	কার্পেণ্টার	১ "	" "
৭	মেকানিক (মোটর ভেকল্)	১ "	" "
৮	মেকানিক (ট্রাকটার)	১ "	" "
৯	মেকানিক (ডিজেল)	১ "	" "
১০	প্লামবার		
১১	পেণ্টার	১ "	
১২	বিল্ডিং কন্সট্রাকটার	২ "	" "

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষার নাম	মেয়াদ	ভর্তির যোগ্যতা
১৩	ফিটার	২ „	অবশ্যই এইট পাশ
১৪	টার্নার	২ „	„ „
১৫	মেসিনিস্ট	২ „	„ „
১৬	মেসিনিস্ট (কম্পোসাইট)	২ „	এস. এফ. অথবা সমতুল। অথবা এইচ. এস. এর দশ ক্লাশ বিজ্ঞান শাখা বাঞ্ছনীয়
১৭	টুল এ্যাণ্ড ডাইমেকার	২ „	„ „
১৮	ওয়াচ এ্যাণ্ড ক্লক মেকার	২ „	দশ ক্লাশ পর্যন্ত পাঠ ও বিজ্ঞান বিষয় বাঞ্ছনীয়
১৯	ইলেকট্রিসিয়ান	২ „	এস. এফ পাশ ও বিজ্ঞান বিষয় সহায়ক।
২০	রেফ্রিজারেশান এ্যাণ্ড এয়ার কণ্ডিশানিং মেকানিক	১ „	„ „
২১	ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান (সিভিল ও মেকানিক্যাল)	২ „	„ „

নন্ ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষার নাম	মেয়াদ	ভর্তির যোগ্যতা
১	ব্লিচিং, ডাইং এ্যাণ্ড প্রিন্টিং	১ বছর	ক্লাশ এইট পাস
২	বুক বাইণ্ডিং	১ "	"
৩	কেন এ্যাণ্ড ব্যাম্বু ওয়ার্ক	১ "	"
৪	কাটিং এ্যাণ্ড টেলারিং	১ "	"
৫	এমব্রয়ডারী এ্যাণ্ড নিডল ওয়ার্ক	১ "	"
৬	হ্যাণ্ড কম্পোজ এ্যাণ্ড প্রুফ রীডার	১ "	"
৭	ম্যানুফ্যাকচার অব ফুটওয়ার	১ "	"
৮	" স্পোর্ট গুডস	১ "	"
৯	প্রিন্টিং মেশিন অপারেটার	১ "	"
১০	উইভিং অব সিল্ক এ্যাণ্ড উলেন ফেবরিকস্	১ "	"

আলোচ্য বিষয়গুলির অনেকগুলি সম্বন্ধেই এবং তার শিক্ষাবিধি, নিয়ম ইত্যাদি ইতিপূর্বে আলোচিত। উপরোক্ত বিষয়গুলির শিক্ষার ব্যবস্থা আছে প্রায় ভারতের সর্বত্র ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট-গুলিতে। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এখানকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটগুলিও দেওয়া হয়েছে।

প্রফেশ্যানাল এ্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি কোর্সেস

সাধারণতঃ হাই বা হায়ারসেকেণ্ডারী পাস করবার পর ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। সেই উচ্চশিক্ষার ইউনিভার্সিটি কোর্সগুলি হল—

(১) হিউম্যানিটিজ, সায়েন্স ও কমার্স।

(২) ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি।

(৩) এগ্রিকালচার, ডেয়ারিং ও এ্যানিম্যাল হাসব্যাণ্ড্রি।

(৪) মেডিসিন, নার্সিং ও হেল্‌থ।

(৫) এডুকেশান।

কিন্তু লক্ষনীয় যে, সাধারণতঃ ছাত্রের এই উদ্দেশ্যের পেছনে একটি কেরিয়ার গঠনের ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু ইউনিভার্সিটির এই কোর্সগুলিতে তাদেরই আসা উচিত যারা স্কুল ছাড়ার পরীক্ষায় বিশেষ ভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে এবং সর্বোপরি পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি থাকে।

বর্তমানে শিক্ষাধারার নতুন নিয়ম প্রবর্তন হতে চলেছে। সর্বক্ষেত্রেই অবয়বটি মোটামুটি হল ১০+২+৩ এইরকম। অর্থাৎ বারো ক্লাশের পর তবেই ইউনিভার্সিটি কোর্স। কিন্তু যারা কৃতিত্বে অংশত দুর্বল, আর্থিক সঙ্গতিতেও দুর্বল, তাদের পক্ষে কেরিয়ার গঠনের বহুবিধ ধারার এখানে ইঙ্গিত আছে। আর যাদের সঙ্গতি এবং মেধা সহায়ক, তাদের জন্যও কেরিয়ারের সিঁড়ি এখানে কম নয়।

স্কলারশিপ ফর স্টুডেণ্টস

মেধাবী কিন্তু দরিদ্র এমন বহু ছাত্র আছে, যারা কলেজী শিক্ষায় যুক্ত হতে চায় এবং তাদের জন্য বর্তমানে বহুবিধ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যদিও বৃত্তিগুলি "মেরিট কাম মিনস্ বেসিস্" অর্থাৎ বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় ছাত্রের যোগ্যতা এবং পরিবারের আয় ভিত্তিক। এই ধরনের বিশেষ প্রচলিত স্কলারশিপ বা বৃত্তিগুলি হল—

(১) ন্যাশানাল লোন স্কলারশিপ স্কিম

পুরো সময়ের শিক্ষা বা ট্রেনিং-এর জন্য এই বৃত্তিটি মঞ্জুর করা হয় স্কুল পরীক্ষার সমাপনান্তে। সুদ বিহীন বৃত্তি। কিন্তু প্রার্থীকে চাকরি প্রাপ্তির প্রথম বছর শেষ হলে, পরিশোধের কিস্তি সুরু করতে হবে। অর্থাৎ পুরো লোনের এক দশমাংশ প্রতি বছর শোধ দিতে হবে।

এই বৃত্তির জন্য অভিভাবকের বাৎসরিক আয় যদি ৬০০০ টাকার বেশী না হয় এবং ছাত্র যদি অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৫০% নম্বর পেয়ে থাকে তবেই। কেবলমাত্র ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য বৃত্তিটি প্রযোজ্য। কলা ও বিজ্ঞান শাখার জন্য বছরে ৭২০ টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ডিগ্রী কোর্সের জন্য বৃত্তির পরিমাণ বছরে ৯২০ টাকা।

(২) ন্যাশানাল স্কলারশিপ স্কিম

যে সকল ছাত্র স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর রেখে পাস করে এবং রাজ্যের নির্দিষ্ট সংখ্যক তালিকার (quota) মধ্যে নম্বরের ভিত্তিতে স্থান পায়, একমাত্র তাদের পক্ষেই এই বৃত্তিটি প্রযোজ্য। প্রার্থী কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কৃষি, যা খুশী নিয়ে পড়তে পারে। বৃত্তিটির পরিমাণ, ৫০ টাকা থেকে ১১০ টাকার মধ্যে। এখানেও কিন্তু অভিভাবকের আয় মাসিক ৫০০ টাকার নিচে থাকতে হবে।

(৩) মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ

ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমায় পুরো কোর্সের জন্য এই বৃত্তিটি প্রযোজ্য। ছাত্রকে পাঠকালে কৃতিত্ব দেখাতে হবে। এই বৃত্তিটির মাসিক মূল্য ১০০ টাকা।

(৪) সায়েন্স ট্যালেন্ট স্কলারশিপ

বিজ্ঞানে মেধা ও প্রবণতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষাটি পরিচালনা করেন "ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং"। হুজ খাস, নতুন দিল্লী ১১০০১৬। হায়ার সেকেণ্ডারী ক্লাশের ছাত্রদের জন্য। মোটামুটি এই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার বিষয় সম্বন্ধে সিলেবাসের একটু ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।

"The test comprises (a) a project report written

by the student on any research topic, showing scientific interpretation or application.

(b) An aptitude test to determine student's capacity for Scientific application and interpretation.

And (c) an interview on the basis of the project report and aptitude test.

এই পরীক্ষায় সফলকাম হলে ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স প্রভৃতি এবং এগ্রিকালচার ও হোমসায়েন্স সহ বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট বা পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী পর্যায়ে বৃত্তি। বৃত্তির পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ১৫০ টাকা। 'জুনিয়ার সায়েন্স ট্যালেণ্ট রিসার্চ স্কিম' স্কুল ছাত্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

(৫) স্কলারশিপ / স্টাইপেণ্ডস এ্যাওয়ার্ডেড বাই মিনিস্টারস, কলেজ এ্যাণ্ড ইউনিভার্সিটিস

ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য হিসেবে বিনা বেতনে পঠন-পাঠনের সুযোগদান এবং কিছু জলপানির বন্দোবস্ত করে থাকে বহু কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকৃত অভাবী এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য। কেন্দ্রিয় সরকারের কিছু মন্ত্রক, যেমন, মিনিষ্ট্রি অব এগ্রিকালচার, এ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেণ্ট, মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্স, প্রভৃতি, এই ধরনের বৃত্তি প্রদান করে থাকেন।

কেরিয়ার্স ঃ পেশা ভিত্তিক

স্টেনোগ্রাফার

স্টেনোগ্রাফার অর্থে শর্টহ্যাণ্ড রাইটার অর্থাৎ যাকে শর্টহ্যাণ্ডে নোট নিয়ে টাইপে তা প্রকাশ করে দিতে হয় শর্টহ্যাণ্ডে নেওয়া বক্তব্যকে। এখানে প্রার্থীর উভয় বিষয়ে স্পীড-এর ওপর উপযোগীতা নির্ভর করে। নিম্নতম পক্ষে চাকরি ক্ষেত্রে শর্টহ্যাণ্ড এবং টাইপের স্পীড দরকার হয় যথাক্রমে ৮০ থেকে ১০০ এবং ৪০টি শব্দ প্রতি মিনিটে।

প্রচলিত রীতিগুলির মধ্যে পিটম্যান সিসটেম শর্টহ্যাণ্ডে বহুলভাবে গৃহীত। এ ছাড়া আছে শ্লোয়ান-ডুপ্লোয়ান ও গ্রেগ। হিন্দি স্টেনোগ্রাফির ভেতর 'ঋষি' এবং 'সিং' গ্রহনীয়।

এই পেশায় আসতে হলে অন্ততঃপক্ষে এস. এফ. পাশ হতে হয়। এবং ইংরেজী ভাষার ওপর বিশেষ দখল থাকা বাঞ্ছনীয়। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া তো আছে, প্রাইভেট ইনস্টিটিউটগুলি। চাকুরির ক্ষেত্রগুলি হল, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অফিস, আদালত, শিল্প সংস্থা, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক সংস্থা, সংবাদ সংস্থা, বেতার কেন্দ্র, পার্লামেন্ট, বিধানসভা, ও অন্যান্য সংস্থা প্রভৃতি।

বেঙ্গলি স্টেনোগ্রাফার

বাংলা স্টেনোগ্রাফারের চাহিদাও কম নয়। আগে রাজ্য পাবলিক

সার্ভিস কমিশন নিয়োগের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করতেন. কিন্তু যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ার জন্য না কি, এখন সেটি আর নিয়মিত নয়। কিন্তু চাহিদা সমানভাবে থেকে গেছে।

বেঙ্গলি শর্টহ্যাণ্ড সহজ হয় যদি ইংরেজি শর্টহ্যাণ্ডে জ্ঞান থাকে। কারণ আউট লাইন হল ইংরাজির মত এবং নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে আয়ত্ত করা যায়।

রাজ্য সরকারে যারা নিযুক্ত এবং স্টেনোগ্রাফিতে দক্ষ তাঁরা অর্থ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থী তালিকায় অনুশীলনের সুযোগ পায়। সরকারীতে যুক্ত স্টেনোগ্রাফারদের বাংলায় দক্ষতার পরীক্ষা নেন পঃ বঃ সরকারের অর্থ দপ্তর। সাধারণের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করেন ব্যুরো অব কমার্শিয়াল এডুকেশান, গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স এ্যাণ্ড বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশান, কলকাতা। সর্বনিম্ন স্পীড দরকার হয় মিনিটে ৮০টি শব্দ গ্রহণের ক্ষমতা এবং বাংলা টাইপে মিনিটে ২০টি শব্দ।

ইলেকট্রিশিয়ান

ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ হল, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন, সংযোজন, পরীক্ষা, মেরামতি প্রভৃতি, এবং ইলেকট্রিক মোটর, জেনারেটার, ট্রানস্‌ফরমারস্‌ প্রভৃতি সরঞ্জাম সংস্থাপন ও দেখাশোনা করা। এ ছাড়া ওয়ারিং-এর কাজ, স্যুইচ বোর্ড বসানো প্রভৃতি। বাসগৃহ, অফিস, ফ্যাক্টারি, কারখানা, হাসপাতাল ও অন্যান্য বহুস্থানে

এ সবের জন্য তাদের চাহিদা কম নয়। তাছাড়া পরিচালনা এবং পরিদর্শকের কাজ তো আছেই। যেমন, লিফট্‌, ক্রেনস, পাম্প, এয়ার কম্প্রেসার ও বিভিন্ন ধরণের মিটার ও অন্যান্য মেশিনারী।

সাধারণতঃ এই সব কাজের জন্য এই প্রার্থীর পক্ষে শিক্ষাগত যোগ্যতার তেমন কোন কড়াকড়ি নেই, বয়েসেও। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশী থেকে এই কাজে পারদর্শী হতে পারে।

কিন্তু ক্র্যাফটসম্যানশিপ ট্রেনিং স্কীম অনুসারে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনষ্টিটিউটে যে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে, সেখানে প্রার্থী হতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় এস. এফ.। এবং বয়েসে ১৫ থেকে ২৫ বছর। ট্রেনিং-এর পর যে পরীক্ষা হয় সেখানে যোগ্যতা সম্পন্ন ট্রেনীকে ন্যাশানাল ট্রেড সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে ইলেকট্রিশিয়ানকে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। ইলেকট্রিশিয়ানের নিয়োগের ক্ষেত্র কম নয়। যেমন, সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্র, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, পাওয়ার হাউস, শিপ ইয়ার্ড, হাইডেল স্টেশনস, ওয়ারলেশ ও টেলি কমিউনিকেশন স্টেশনস, রেডিও এবং টেলিভিশান স্টেশনস, সিনেমা, খবরের কাগজ, হোটেলস প্রভৃতি। এছাড়া রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনও নিয়োগ করে থাকে।

এয়ার কণ্ডিশানিং এ্যাণ্ড রেফ্রিজারেশান মেকানিক

সাধারণভাবে রেফ্রিজারেশান হল, তাপ অপসৃতি (Heat removal)। এই পদ্ধতি বহুবিধ। যেমন, ডোমেস্টিক রেফ্রিজারেশান,

কমার্শিয়াল রেফ্রিজারেশান, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিজারেশান, মেরিণ এ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্টেশান রেফ্রিজারেশান, কমফর্ট এয়ার কণ্ডিশানিং এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার কণ্ডিশানিং।

এই ধরনের মেকানিক হতে হলে শিক্ষার্থী হওয়ার ব্যবস্থা আছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে। তিন বছরের শিক্ষানবিশী। শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বনিম্ন এস. এফ.। বয়েসে ১৫ থেকে ২৫ বছর হতে হয়। শিক্ষান্তে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড টেস্টে বসতে হয়। ন্যাশানাল ট্রেড সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

চাকরির ক্ষেত্র হল, রেফ্রিজারেটার প্রস্তুতকারক সংস্থা, রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ, রেল ওয়েজ, শিপ বিল্ডিং, ঔষধ সংস্থা, ডেয়ারি, ইণ্ডাস্ট্রি ও অন্যান্য সংস্থায়।

স্ব-নিযুক্তির ক্ষেত্রেও (Self Employment) এই শিক্ষা বিশেষভাবে কার্যকরী।

অটো মোবাইল ইঞ্জিনিয়ার

অটো মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারকে প্রধানতঃ দক্ষ হতে হয়, নকসা প্রস্তুতে। বস্তু নির্মাণ, রক্ষক এবং মেরামতিতে তা সে যে কোন ধরনের গতি সম্পন্ন যান হোক না কেন, যেমন, মোটর গাড়ি, ট্রাকস, বাস, মোটর সাইকেল, স্কুটার কিম্বা ট্রাকটারস, আর্থ মুভিং মেসিনারি ফাইটিং ভেকল্‌স, ফায়ার ইঞ্জিন প্রভৃতি।

এই কোর্সের জন্য এইচ. এস. শিক্ষার মান, ও ভর্তির জন্য প্রাইভেট স্কুল কম নেই। সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত প্রার্থীরা ইনস্টিটিউট

অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) পরিচালিত পরীক্ষায় বসতে পারে। টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সের জন্ত ভর্তিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারও প্রার্থী হতে পারে।

চাকরি ক্ষেত্র, অল ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস একজামিশনের মাধ্যমে, রেলওয়ে সেণ্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ও অন্যান্য সংস্থা।

মিল রাইট

যে ধরনেরই শিল্প সংস্থা হোক না কেন, যেমন, ইস্পাত, উড, কেমিক্যালস, কটন, প্লাসটিক, সর্বত্রই নিয়োজিত মেসিনগুলির রক্ষণ, সংস্থাপন, বা মেরামতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যে সমস্ত দক্ষ ওয়ার্কম্যান এই ধরণের কার্য সম্পাদন করে তারাই মিলরাইট নামে পরিচিত।

১৯৬১ সালের এ্যাপ্রেনটিস এ্যাক্ট অনুসারে ৪ বছরের এ্যাপ্রেনটিসশিপ ট্রেনিং এদের নিতে হয় শিল্প সংস্থায়। তখন স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় প্রার্থীকে। শিক্ষান্তে তারা "ন্যাশানাল কাউন্সিল ফর ট্রেনিং ইন ভোকেশানাল ট্রেডস" এই পরীক্ষায় বসতে পারে। যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় এস. এফ.।

চাকরি ক্ষেত্র হল, ওয়ার্কশপে, প্ল্যাণ্টে, শিপইয়ার্ডে, রিফাইনারীতে যাবতীয় মিল-এ এবং লাইট বা হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

এটিও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শাখা এবং এই শাখায় নিযুক্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হল, বাসগৃহ, অট্টালিকা, রাস্তা, সেতু, খাল, ড্যাম, প্রভৃতির নকসা প্রস্তুত এবং গঠন করা। এই শাখার বিশেষ ক্ষেত্রগুলি হল, যেমন, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, হাইড্রলিকস, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি।

পলিটেকনিকগুলিতে এই শাখার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান শাখার এইচ. এস. হতে হয়। ডিগ্রী কোর্সের ব্যবস্থা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে। আই. আই. টি. খড়্গপুরেও। বিজ্ঞান শাখার এইচ. এস হতে হয়। পাঁচ বছরের কোর্স। এই কোর্সে কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির পক্ষে বিজ্ঞান শাখার স্নাতক হতে হয়। মেধা ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হতে হয়। পঠনের বিষয় সমূহ হল—বিল্ডিং মেটিরিয়াল এ্যাণ্ড কন্সট্রাকশান, থিওরি এ্যাণ্ড ডিজাইন অব স্ট্রাকচারস, সার্ভেইং, হাইওয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং, রেলওয়েজ, এয়ার পোর্টস, ব্রীজেস, টানেলস, ডকস এ্যাণ্ড হারবারস, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড রেসিডেন্সিয়াল বিলডিংস, টাউন প্ল্যানিং এ্যাণ্ড আরকিটেকচার, হাইড্রলিকস্, ওয়াটার সাপ্লাই, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, সলিড মেকানিকস, জিওলজি, ড্রইং, ইঞ্জিনিয়ারিং ইকনমিকস, ইরিগেশান, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং, এষ্টিমেটিং, এ্যাণ্ড স্পেসিফিকেশান।

এই ধরনের ইঞ্জিনিয়ার মোটামুটি নিযুক্ত হতে পারেন, রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের দপ্তর সমূহে। যেমন, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টস, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টস, মিলিটারি

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, ইরিগেশান এ্যাণ্ড পাওয়ার প্রজেক্টস। এছাড়া আছে রেল দপ্তর, ডিফেন্স সার্ভিস, ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডস, সেন্ট্রাল ওয়াট্যর এ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশান, রোড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, ওয়াটার এ্যাণ্ড সিউয়েজ বোর্ডস, পোর্টস এ্যাণ্ড হারবার, কর্পোরেশান, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি।

ড্রাফটস্ ম্যান (সিভিল)

ড্রাফটস্ ম্যানকে গ্রাফিক অঙ্কনে স্কীম বা প্রোজেক্টের একটা ধারনা করিয়ে দিতে হয় ব্লু-প্রিন্টে। এই আদর্শ চিত্র গড়ে তুলতে হয়, বাসগৃহ, রাস্তা, সেতু, কালভার্ট, ড্যাম প্রভৃতির। এইসব ড্রইং বা লে-আউট হয় মিউনিসিপালিটি বা কর্পোরেশনের লোকাল বাই-ল' অনুসারে, অথবা আই. এস, আই. কোড ভিত্তিক।

সিভিল ড্রাফটস ম্যানের শিক্ষাবস্থায় প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরেটিক্যাল দু রকম ট্রেনিং-এর প্রয়োজন হয়। প্রাইভেট শিক্ষালয় অনেক আছে। এ ছাড়া সরকারী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এ ৫ বছরের শিক্ষাক্রম। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই প্রার্থী হতে পারে। বয়েস ১৫ থেকে ২৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিম্নপক্ষে এস. এফ। স্টাইপেণ্ড আছে।

পরবর্তী শিক্ষার জন্য ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া, গোখেল রোড, কলকাতা-৭০০০২০, এখানে 'স্টুডেন্টশিপ একজামিনেশান'-এর জন্য প্রার্থী হতে পারে। তারপর গ্র্যাজুয়েটশিপ একজামিনেশান। (এ্যাসোসিয়েট মেম্বার শিপ, এ. এম, আই. এ।)

চাকরিক্ষেত্র, বেশী ভাগ সরকারী সংস্থায়, লোকাল বডিজ, রেল দপ্তর প্রভৃতি।

ওভারসিয়ার

ওভারসিয়ারের প্রধান দায়িত্ব হল নির্মাণ বা গঠন কার্য তত্বাবধান করা। যেমন, বাসগৃহ, রাস্তা, হাইওয়ে, এয়ারপোর্ট, হারবার, রেল রোড, ওয়াটার সাপ্লাই, ইরিগেসান স্ট্রাকচার, ড্রেনেজ, স্যানিটারী কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি। এছাড়াও তাকে, স্টাফ, লেবার, মেশিনারী, জিনিষপত্র যা লাগবে, তার খসড়া প্রস্তুত করতে হবে। এমন কি বিল্ডিং মেটিরিয়াল সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, এবং ব্লুপ্রিন্ট বোঝবার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়।

প্রাইভেট এজেন্সি ছাড়াও পলিটেকনিকগুলিতে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। ডিপ্লোমা কোর্স, দুই থেকে তিন বছর। শিক্ষা—এস. এফ। এছাড়া আছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কোর্স দু'বছরের। এস. এফ. হতে হয়।

ডিপ্লোমা হোল্ডাররা পরবর্তী ছ'মাসের হায়ার কোর্সে বসতে পারে, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। পরিচালনা করে, অল-ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ।

চাকরি ক্ষেত্র হল—রেলওয়ে, রাজ্য এবং কেন্দ্রিয় সরকারের পাবলিব ওয়ার্কস এ্যাণ্ড ইরিগেসান ডিপার্টমেন্টস, মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিরং সার্ভিস, পি. এ্যাণ্ড. টি. ডিপার্টমেন্ট, আরবান ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাণ্ড টাউন প্ল্যানিং, প্রভৃতি আরো অন্যান্য ক্ষেত্র।

ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার

যে কোন উন্নত দেশের পক্ষে ইলেক্ট্রনিকস ইণ্ডাস্ট্রির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ইলেক্ট্রনিকস যন্ত্রই প্রভূত সাহায্য করেছে মানুষকে দর্শনে, শ্রবণে, এবং এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যোগাযোগ সাধনে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতেই, উৎপাদন বিধি পরীক্ষিত হয়। যেমন স্টীল, পেট্রোলিয়াম এবং কেমিক্যালস। এছাড়া জটীল আঙ্কিক নির্ণয়ে প্রভূত সাহায্য করে।. হাসপাতালে এর মাধ্যমেই কেমিক্যাল টেস্ট হয় এবং মানুষের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করে দেয়।

ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারকে ডিজাইন, পরীক্ষা, পরিদর্শন, উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে ভূমিকা রাখতে হয়। এ ছাড়া আরো ভূমিকা আছে। যেমন, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার, সেলস ইঞ্জিনিয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারিং লিয়াজোঁ মেন।

ইলেক্ট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারকে এই বিষয়ে ডিগ্রী গ্রহণ করতে হয়। অথবা গ্র্যাজুয়েট মেম্বারশিপ একজামিনেশানে পাশ করতে হয় ও মেম্বারশিপ একজামিনেশনের ইনস্টিটিউটগুলি হল—ইনস্টিটিউশান অব ইঞ্জিনিয়ারস (ইণ্ডিয়া) ইন ইলেকট্রনিকস এ্যাণ্ড টেলি কমিউ-নিকেশান ব্রাঞ্চ, ইনস্টিটিউশান অব ইলেকট্রনিকস এ্যাণ্ড টেলি কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং (ইণ্ডিয়া), ইনস্টিটিউশান অব ইলেক-ট্রনিকস এ্যাণ্ড রেডিও ইঞ্জিনিয়ারস্ (লণ্ডন)।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিগ্রীকোর্স পড়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে যেমন, কলকাতা, এবং যাদব-

পুর। ভারতের বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ধরনের কোর্স চালু আছে। কোথাও পাঁচ এবং তিন বছর। তিনবছরের ক্ষেত্রে বি. এস. সি পাস দরকার হয় কিন্তু পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে এইচ. এস। উভয় ক্ষেত্রেই মেধাভিত্তিক পরীক্ষার পর এ্যাডমিশান। এরপর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেল। পড়তে হয় পশ্চিমবঙ্গে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

অধ্যয়নান্তে যোগ্য প্রার্থীর চাকুরিক্ষেত্র বিস্তৃত। যেমন আকাশবাণী, সিভিল এ্যাভিয়েশান ডিপাটমেণ্ট, পোস্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপাটমেণ্ট, ওয়ারলেশ প্ল্যানিং এ্যাণ্ড কো-অর্ডিনেশান ডিপাটমেণ্ট, রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের ওয়ারলেশ পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট, গভঃ ওভারসিজ কমিউনিকেশান সার্ভিস, ও অন্যান্য সংস্থা। এ ছাড়া আছে ইণ্ডিয়ান আর্মি, ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স, এবং ইণ্ডিয়ান নেভি।

টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার

টেলি কামউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং, ইঞ্জিনিয়ারি[illegible] একটি শাখা এবং যে শাখার কাজ হল, সংবাদ, কোড ইনফরমেশান, আলেকচিত্র ইত্যাদি, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, কাছে বা দূরে বিশেষ বেতার কৌশলে গ্রহণ বা প্রেরণ করা।

এই বৃত্তির উপযোগ বিশেষভাবে বিস্তৃত। গুরুত্বপূর্ণ শহরে, শিল্প সংস্থা বা বানিজ্য কেন্দ্রে এর উপযোগ আধুনিক কালে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনস, টেলিপ্রিণ্টারস, বেতার, দূরদর্শন, আবহাওয়া সংক্রান্ত শব্দ ক্ষেপন ইত্যাদি আরো বহুবিধ বিষয়, এর আওতায় পড়ে।

সাধারণত এই ইঞ্জিনিয়ার হয় দুই শ্রেণীর। (১) লাইন কমিউ-নিকেশান ইঞ্জিনিয়ার ও (২) রেডিও কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার।

এই পদের প্রার্থী হতে হলে টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা থাকতে হয়। কিন্তু যাঁরা স্নাতকোত্তর পদার্থবিদ্যায় এবং ইলেকট্রনিক অথবা ওয়ারলেশ বিশেষ বিষয় হিসাবে থাকে তাঁদের উপযোগ সর্বাধিক।

ডিপ্লোমার জন্য পলিটেকনিকগুলিতে তিনবছরের কোর্সের ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান শাখার এইচ. এস. হতে হয়। ডিগ্রীকোর্স পড়তে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বা টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে। চার থেকে পাঁচ বছরের কোর্স। বিজ্ঞানে স্নাতক হতে হয়। কিম্বা প্রি-ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা প্রি-প্রফেশনাল পরীক্ষায় পাস থাকলে ইন্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞান) অথবা সমতুল পরীক্ষায় পাস থাকলে চলে।

চাকরিরক্ষেত্র হল—কেন্দ্রিয় সরকারের 'ওয়ারলেশ কো-অর্ডিনেশান ডিপার্টমেন্ট, সিভিল এ্যাভিয়েশান, আকাশবাণী, দূরদর্শন, প্রতি-রক্ষার সমস্ত বিভাগ এবং যোগাযোগ (রেল)। এ ছাড়া রাজ্যের পুলিশ ওয়ারলেশ অর্গানাইজেশান, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিসার্ভ ফোর্স, কাস্টমস, সেন্ট্রাল একসাইজ প্রভৃতি।

ইণ্ডাস্টিয়াল এ্যাণ্ড প্রোডাক্শান ইঞ্জিনিয়ার

আধুনিক কালের শিল্প সংস্থা উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি বিধানের জন্য এবং উৎপাদিত সামগ্রীর উৎকর্ষতার জন্য বহুক্ষেত্রেই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল

বা প্রোডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়ার তত্বাবধায়ক রূপে নিয়োগ করে। এ ছাড়া এদের কাজ হল, প্ল্যানিং, লেআউট, টুলস সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত হওয়া এবং কিভাবে কম খরচে মানি, মেসিনারী ও মেটিরিয়াল কাজে লাগান যায় তার বিধিব্যবস্থা তার ওপর ন্যস্ত থাকে।

প্রোডাকশান ইঞ্জিনিয়ারের প্রধান কাজ হল প্রোডাকশান প্রসেসকে উন্নীত করা আর ইণ্ডাস্টিয়াল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হল, অপারেটিং স্ট্যাণ্ডার্ড ও শিল্পের পারফরমেন্স বা সম্পাদনার উন্নতি বিধান।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কিম্বা প্রোডাকশান ইঞ্জিনিয়ারকে মেকানিক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রীধারী হতে হয়। দু'বছরের মাস্টার্স ডিগ্রীর কোর্স আছে। ইণ্ডিয়ান ইনসস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (দিল্লী, ম্যাড্রাস, খড়্গপুর) কর্মভিত্তিক শর্ট কোর্সেরও ব্যবস্থা আছে। বিষয় হল—ওয়ার্কস্টাডি, প্রোডাকশান প্ল্যানিং এ্যাণ্ড কণ্ট্রোল, টুল ডিজাইন, মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কোয়ালিটি কণ্ট্রোল প্রভৃতি। কলকাতার, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-এ।

কর্মক্ষেত্র—শিল্প সংস্থায়, এবং অল ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস একজামিনেসানের মাধ্যমে রেল দপ্তর, সেণ্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিরং সার্ভিস, মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রভৃতি।

জিওলজিস্ট

জিওলজি বা ভূতত্ত্ব হল এমন এক ধরনের বিজ্ঞান যা পৃথিবীর বিবর্তনকে উন্মোচন করে, রহস্যকে চিত্রিত করে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে

যে খনিজ সম্পদ এবং যার আর্থিক মূল্য আছে, তা খনন কার্যের মাধ্যমে আবিষ্কার বা উন্মোচন করা হয়। এমন কি—ড্যাম, রিজারভার, টানেল, পোর্ট, ইরিগেশান-টিউবওয়েল প্রভৃতির স্থান পর্যন্ত চিহ্নিত করে দিতে সাহায্য করে।

জিওলজিস্টের কাজ হল বিশেষ বিধি বা বৃত্তিঘটিত জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত স্থান নির্দেশ করেন এবং সংগ্রহিত বস্তুকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করেন। এ ছাড়াও ভূতাত্বিকের বহু ধরনের কাজের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন জিওলজিক্যাল ম্যাপিং, প্রসপেকটিং, মেরিন জিওলজি, ইনভেস্টিগেশান, ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি ইনভেস্টি-নেশান গ্রাউণ্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশান এবং পাথর, মাটি প্রভৃতি লেবরেটারী বিশ্লেষণ করা।

জিওলজির ডিগ্রীকোর্সে ভর্তি হতে গেলে, বিজ্ঞানশাখার এইচ. এস হতে হয়। পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্তরেও দু'বছরের কোর্স এ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে। এ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে ডিপ্লোমা কোর্স পড়া হয় ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাইনস এ্যাণ্ড এ্যাপ্লায়েড জিওলজি, ধানবাদ। এবং জিওলজিতে পি. এইচ. ডি করার ব্যবস্থা আছে প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনমাসের একটি ভোকেশনাল বা প্রফেশনাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। বহিরাগতদের জন্য বেতন দিতে হয়।

চাকরির ক্ষেত্র হল—গভঃ অব ইণ্ডিয়া, ব্যুরো অব মাইনস, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, দি অয়েল এ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশান, এ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেণ্ট, ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট,

রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল প্ল্যান্টস ও অন্যান্য পাবলিক ও প্রাইভেট সেকটারে।

এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিই শতকরা ৭০ জন মানুষের জীবিকার ইন্ধন। তাই কৃষি বা এগ্রিকালচারে সামগ্রিক ভাবে উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রাখা, কৃষিভাইদের লক্ষ্য পথে চালিত করা এবং সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করা এই ভূমিকাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই হিসেবে যাঁরা এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট এবং এই বৃত্তিতে শিক্ষালাভ করেছেন, তাদের ভূমিকাও কম নয়।

এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট তার শিক্ষাবৃত্তি মারফত ও গবেষকের দৃষ্টিতে নবতর কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ দ্বারা কৃষিকে আরো উন্নত করার উপায় দিতে পারেন। তাছাড়া বাজার দর, মজুত সস্যের ওপর জ্ঞান রাখা ও কৃষিভাইদের প্রতি যথার্থ কৃষিমূল্য পাওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি রাখাও এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্টদের অন্যান্য ভূমিকাগুলির অন্যতম। এ ছাড়াও আরো অনেক কিছুর ওপর নজর রাখতে হয়। যেমন—প্ল্যান্ট, কান্টভেটিং, সয়েল, ফার্টিলাইজার, ক্রপস রোটেশান, ড্রেনেজ অলটিচুড, ক্লাইমমেটিক কণ্ডিসান প্রভৃতি।

এই কোর্সে প্রার্থী হতে হলে বায়োলজিসহ বিজ্ঞান বিষয়ে এইচ. এস। কোর্স বি. এস. সি. ইন এগ্রিকালচার। মাস্টারস ডিগ্রির পর রিসার্চ-এরও সুবিধা আছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ইণ্ডিয়ান

কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ" (I. C. A. R) অনেক সুবিধা দিয়ে থাকে।

চাকরির ক্ষেত্র হল—রাজ্যসরকারের কৃষি বিভাগ, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ্যাণ্ড ইনসপেকশান ডাইরেক্টরেট, ওয়ার হাউসিং কর্পোরেশান, ফুড কর্পোরেশান অব ইণ্ডিয়া, এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশানস, কলেজ, স্কুল, ব্যাঙ্ক, ও অন্যান্য আরো বহু ক্ষেত্রে।

ফরেস্ট রেঞ্জার

ভারতের বনজসম্পদ, রাজস্ব সংগ্রহের পক্ষে একটি বিশেষ ভূমিকা অর্জন করে থাকে। সংরক্ষণ, উন্নতি বিধান এবং ঠিকমত প্রতিপালন নিমিত্ত প্রতি রাজ্য সরকারের এই পর্যায়ের একটি বিশেষ দপ্তর থাকে। বনজ প্রাণী সংরক্ষণ, কাষ্ঠ উৎপাদন এবং বনজসম্পদ বিস্তার। এইগুলি হল মুখ উদ্দেশ্য।

বন ভূমিকে কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন সার্কেল, ডিভিশান, রেঞ্জ, বিটস, এবং রাউণ্ড। কনজারভেটারস, এ্যাসিঃ, কনজারভেটরস এবং এ্যাসিঃ, ফরেন্ট অফিসার গেজেটেড পর্যায়ের এবং বন বিভাগ পরিচালনার জন্য দায়ী।

ফরেস্ট রেঞ্জারকে বনবিভাগ ঘোরাঘরি করে দেখতে হয়। দেখতে হয় চারাগাছের নার্সারীগুলি, আগাছা, পরগাছার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। সুস্থভাবে গাছগুলিকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে হয়। বনমধ্যস্থ রাস্তা, পুল, কালভার্ট, গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণেও তাঁর দায়িত্ব। বনমধ্যে অগ্নিদাহ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে

হয়। এবং তা নির্বাপনের কৌশল তার আয়ত্তে থাকা চাই। বন-বিভাগের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁর জ্ঞান রাখতে হয় এবং কেউ আইন লঙ্ঘন করলে রেঞ্জার তাঁকে চালান দিতে পারে বিচারের জন্য। এ ছাড়াও থাকে অফিসের কাজ, যেমন, রিপোর্ট তৈরী, স্টক বই রক্ষণ, কিম্বা ব্যাবহৃত গাড়ি, তাঁবু, অন্যান্য জিনিষ-পত্রের হিসাব-পত্তর।

এ ব্যাপারে ফরেস্ট স্কুল বা কলেজে দু'বছরের ট্রেনিং নিয়ে প্রার্থী হওয়া যায়। কলেজ দুটি হল, নর্দার্ন ফরেস্ট রেঞ্জার্স কলেজ, দেরাদুন ও সাদার্ন ফরেস্ট রেঞ্জার্স কলেজ, কোয়েম্বাটুর। একমাত্র পুরুষরাই প্রার্থী হতে পারে এবং বিশেষ শারিরীক সক্ষমতা থাকতে হয়।

চাকরির ক্ষেত্র হল—রাজ্য সরকারের বনবিভাগ।

হর্টিকালচারিস্ট

উদ্যান সংরক্ষণ আধুনিক কালে কলা এবং বিজ্ঞান উভয়ই। যদিও বর্তমানে কৃষির একটি অঙ্গ বলে উদ্যান সংরক্ষণকে ধরা হচ্ছে।

এই উদ্যান সংক্রান্ত উৎপন্ন বস্তু বা সংরক্ষণের গণ্ডিতে যা পড়ে তা চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, (১) ফল (২) ফুল (৩) সব্জি ও (৪) আলঙ্কারিক উদ্ভিদ (Ornamental Plants)।

হর্টিকালচারিস্টকে অন্য নামেও অভিহিত করা হয়। যেমন, ওভার সিয়ার, রিসার্চ ওয়ার্কার, ফ্লরিকালচারিস্ট প্রভৃতি। এদের কাজ হল, উদ্যান এবং পার্ক দেখাশোনা, প্রকল্প রচনা করা, প্ল্যান্ট-নার্শারী পর্যবেক্ষণ করা, পরীক্ষাগারে বস্তু প্রভাবনের উন্নতি সংক্রান্ত পরীক্ষা

প্রভৃতি। এ ছাড়াও আরো কিছু কাজের ভার এদের উপর ন্যস্ত থাকে। যেমন প্রকল্পের উন্নতি সাধন, সমস্যার সমাধান উদ্ভাবণ, কালচার, ল্যাণ্ডস্কেপ ডিজাইন, ফুড টেকনোলজি প্রভৃতি।

প্রার্থী হতে হলে এগ্রিকালচারে ডিগ্রী কোর্স পড়তে হয়। ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষা এইচ. এস.। এবং হর্টিকালচারকে বিষয় রূপে নিতে হয়। এরপর বিশেষ বিষয় রূপে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অধ্যায়েও পড়া যায়। বর্তমানে B. S. C. (এগ্রিঃ) কোর্স হর্টিকালচারে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছেন। যেমন কোয়েম্বাটুর, বাঙ্গালোর এবং ত্রিচূড়। এ ছাড়াও উদ্যান বিষয়ক শর্ট কোর্সের জন্য বিদ্যালয়ও আছে। রিসার্চ-এর জন্য "দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ"। হর্টিকালচারে রিসার্চ-এর জন্য জুনিয়ার ফেলোশিপ প্রদান করে থাকে।

চাকরির ক্ষেত্র—কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য কৃষি এবং উদ্যান সংক্রান্ত বিভাগ, বন বিভাগ, সেচ বিভাগ, নগর সমীক্ষা বিভাগ, ব্যাঙ্ক, নার্সারী প্রভৃতি।

এয়ার পাইলট

বৈমানিকের কাজ হল, ডাক, যাত্রী, মালপত্র এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কারণে বিমানকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চালনা করা। এ ছাড়াও বেতার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং যন্ত্রপাতির প্রতি লক্ষ্য রাখা যা ইঞ্জিনের গতি, অবস্থা, জ্বালানি নির্দেশ করে। সেই সঙ্গে আরো লক্ষ্য রাখতে হয় ল্যাণ্ডিং গীয়ার এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলির ওপর। এক কথায় আকাশ পথে পাইলটই হল মুখ্য নিয়ন্তা।

সাধারণত বিমানে ছ্জন পাইলট থাকেন। ক্যাপ্টেন এবং কো-পাইলট। মুখ্য দায়িত্ব ক্যপ্টেনের। ফ্লাইট ক্রু-দের নির্দেশক। যেমন, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, এয়ার হোস্টেস, ষ্টুয়ার্ড বা ফ্লাইট এ্যাটেন্‌ডেন্টস।

তাছাড়াও পাইলট এবং কো-পাইলটের অসংখ্য গ্রাউণ্ড ডিউটি থাকে। ওড়বার আগে আবহাওয়া জেনে নিতে হয় এবং ফ্লাইট প্ল্যান ঠিক করে নিতে হয় এয়ার ট্রাফিক কণ্টোলের সংগে। ক্যাপ্টেনই ঠিক করে গতিপথ, উচ্চতা, আবহাওয়ার অন্তরায় থেকে নিরাপত্তা।

ওড়বার আগে দুজন পাইলটকেই ইঞ্জিন এবং ককপিটের (Working Cabin) অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে নিতে হয়। উড়ন্ত অবস্থায় পাইলটকেই বেতার যোগাযোগ রাখতে হয় এবং ফ্লাইট ডিটেইলস গ্রাউণ্ড কণ্টোল স্টেশনকে জানাতে হয়। কো-পাইলট যন্ত্রপাতির ওপর লক্ষ্য রাখেন এবং ফ্লাইটের অবগতি রেকর্ড করেন। ফ্লাইট শেষে এয়ার লাইন অফিসে ফ্লাইট রিপোর্ট দিতে হয়।

এই পেশার জন্য কমার্শিয়াল লাইসেন্সের অধিকারী হতে হয়। (C. P. L.) এবং বয়েস হতে হবে ১৮ বছরের ওপর। শারীরিক সক্ষমতা ও সচ্ছল দৃষ্টি শক্তির অধিকারী হতে হবে। অবশ্যই ইংরেজীতে প্রভূত দখল রাখতে হবে।

কিন্তু এই ট্রেনিং-এর জন্য কোন শিক্ষালয় ভারতে নেই। কিছু ফ্লাইং ক্লাব আছে (২৪টি) যেখান থেকে সভ্যরা শিক্ষা লাভ ক'রে প্রাইভেট পাইলটস লাইসেন্স (P. P. L.) অর্জন করে। কলকাতায়

এখন ক্লাব হল বেহালায়। সক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতায় কমার্শিয়াল পাইলটস লাইসেন্স (C. P. L.) এখান থেকেই অর্জন করা যায়।

সর্বাগ্রে কিন্তু লাভ করতে হয় স্টুডেন্টস পাইলট লাইসেন্স। (S. P, L.)

চাকরি : ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস, এয়ার ইণ্ডিয়া, নন-সিডিউলড অপারেটিং কোম্পানীজ, ফ্লাইং ক্লাব, সিভিল এ্যাভিয়েশান ট্রেনিং সেন্টারস, ডাইরেক্টটরেট অব সিভিল এ্যাভিয়েশান প্রভৃতি।

ফার্মাসিস্ট

বহু দেশেই রোগ নির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগ বা বন্টন, একজন মানুষ অর্থাৎ ডাক্তারকেই করতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান লাভ বা পারদর্শিতার জন্য এখন এই কাজগুলি তিন শ্রেণী মানুষের মধ্যে বিভক্ত। যেমন, (১) ডাক্তার। যিনি রোগ নির্ণয় করেন। (২) ফার্মাসিস্ট। যিনি রোগীর জন্য ডাক্তার নির্দেশিত ওষুধ প্রস্তুত করেন। (পূর্বনাম, কম্পাউণ্ডার) এবং (৩) নার্স। যিনি এই নির্দেশ অনুযায়ী রোগীকে ওষুধ প্রয়োগ করেন।

ফলত, ফার্মাসিস্ট হলেন, রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে সেতু স্বরূপ। এই ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ফার্মাসিস্টকে অত্যন্ত সহনশীল, অধ্যাবসায়ী হতে হয় এবং যেহেতু তাঁকে এই ভার অর্পণ করা হয় সেহেতু তাকে ওষুধ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হতে হয়। বিশেষ করে সাংঘাতিক, বিষাক্ত এবং হ্যাবিট ফরমিং ড্রাগসের প্রতি।

ফার্মাসিস্টের-এর কাজ হল, বিভিন্ন ওষুধের মিশ্রন ঘটানো।

ওয়েন্টমেন্টস, পাউডারস, পিলস, ট্যাবলেট এবং ইন্‌জেকশনের ভারও তাঁর ওপর ন্যস্ত। বিশেষ করে হাসপাতালের ফার্মেসিতে যে ওষুধগুলি সংগ্রহের পক্ষে কঠিন, সেই দুষ্প্রাপ্য ওষুধগুলির সব চরিত্রের ওষুধ ব্যবহারের ফরমূলা তাঁকে জানতে হয় এবং ডাক্তারকে নাগালের মধ্যে ওষুধগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হয়। ওষুধগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কনট্রাক্সট্রা-ইণ্ডিকেশানস তাঁকে জানতে হয়। তাছাড়া ইনট্রা-ভেনাস ইনজেকশান এবং ফার্স্টএইড সম্পর্কে, সবিশেষ জ্ঞান রাখতে হয়। কমার্সিয়াল বা রিটেল ফার্মেসিতে এঁদের কাজ অন্য ধরণের। ওষুধ কেনা বেচার কাজও তাঁকে করতে হয়।

এই পদের প্রার্থী হতে হলে ফার্মেসিতে ডিপ্লোমা গ্রহণ করতে হয়। সর্বনিম্ন শিক্ষা ম্যাট্রিকুলেশান বা সমতুল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় "ইন্টারমিডিয়েট ইন ফার্মেসি" কোর্স পড়ানো হয়। দু বছরের কোর্স। অনেক জেলা হাসপাতালে এই ধরণের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। ফার্মাসিতে ডিগ্রী করার (B. Pharm) পর মাস্টার ডিগ্রী করা যায় (M. Pharm)। দু বছরের কোর্স।

চাকুরি ক্ষেত্র—হাসপাতাল, ডাক্তার খানা, নার্সিং হোম, ওষুধ প্রস্তুত শিল্পে, রিসার্চ ল্যাবরেটারী, মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেনটেটিভ প্রভৃতি।

পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ার

পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এরই একটি শাখাবিশেষ এবং যা মানুষের জীবনকে বেষ্টন করে আছে।

আর এই শাখাকে ছুঁয়ে আছে, টাউন, কান্ট্রি প্ল্যানিং রুরাল এ্যাণ্ড আরবান হাউসিং, ফিলটারড ওয়াটার সাপ্লাই, মিল্ক এ্যাণ্ড ফুড স্যানিটেশান, আবর্জনা, দূষিত আবহাওয়া প্রভৃতি।

উন্নতশীল দেশের পক্ষে হেলথ ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। তাঁর কাজ হল, জন সাধারণের স্বার্থ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিধি ও ব্যবস্থাকে চালু রাখা। যেমন, পানীয় জল শোধন এবং সরবরাহ, ড্রেন মুক্ত রাখা, ভূগর্ভস্থ নালী দ্বারা নগরের ময়লা নিকাশ, আবর্জনা অপসারণ প্রভৃতি।

প্রার্থী পদের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রী লাভের পর পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বসতে হয়। দু বছরের কোর্স। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অধ্যায় পড়া যেতে পারে "অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ" কলকাতায় ও "ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব.টেকনোলজি" খড়্গপুরে।

চাকরি : কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারের দপ্তর, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন শিল্প সংস্থা, লোকাল বডিজ, প্রাইভেট শিল্প সংস্থা, রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউশান, কনসালটিং ফার্মস, কনস্ট্রাকশান কোম্পানী প্রভৃতি।

এ ছাড়া স্ব-নিযুক্তির ক্ষেত্রে (Self Employment) এটি একটি বিশেষ সহায়ক।

হেলথ্ ভিজিটার

হেলথ ভিজিটারের কাজ হল সাধারণের স্বাস্থ্য বিধি সম্বন্ধে সচেতন থাকা এবং বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের সম্যক

উন্নতি বিধান। তারা মহিলাদের বিশেষ রূপে নির্দেশ দেয় এবং তার নির্দেশে মহিলারা পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন, বিশেষ করে শিশুদের প্রতি। হেলথ ভিজিটারের এই লক্ষ্য বা নির্দেশ গর্ভিনী মাতার পক্ষে বিশেষ সহায়, যা গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে হিতকর। প্রসবের পরও মাতার পক্ষে করণীয় সম্বন্ধে যত্ন নেন, তার খাদ্য, বাচ্চার পরিচর্যা ইত্যাদি ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

প্রার্থীর পক্ষে হেলথ ভিজিটারের কোর্স পড়ে তবেই এই পদে আসা যায়। সর্বনিম্ন শিক্ষা এস. এফ.। বয়েস ১৮ বছরের নিচে নয়। কোর্সটি তিনভাগে বিভক্ত। যেমন (১) প্রিলিমিনারি ট্রেনিং (হাসপাতালে) (২) মিডওয়াইফেরি (৩) মেটারনিটি এ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার। পশ্চিমবঙ্গে এই কোর্সটি হল, 'পাবলিক হেলথ্ নার্সিং'।

চাকরি ঃ—মিউনিসিপালিটি, হেলথ সেন্টারস, ফ্যাক্টরিজ, রেল দপ্তর, কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারের দপ্তর, এমপ্লইজ স্টেট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশান, মেটারনিটি এ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার, ফার্মাসি প্ল্যানিং সেন্টারস প্রভৃতি।

কেরিয়ার্স ঃ মহিলা পার্থী

আধুনিক ভারতের জীবন যাত্রায় মহিলারাও থেমে নেই। সেই পুরনো প্রথা বদ্ধ সামাজিকতা, ভ্রান্ত সংস্কার, ভয়,মনোবলের অভাব, আজ আর মহিলাদের গৃহ কোনে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। একমাত্র "গৃহবন্দীর জন্য গৃহবধূ" এই শ্লোগান কি আধুনিক, মধ্যবিত্ত,

কি উচ্চমধ্যবিত্ত কেউই আর মেনে নেবার পক্ষে সায় দেয় না।
দ্বিতীয়ত তাগিদ বা প্রয়োজন অথবা তাড়না বা প্রেরণায় মহিলারাও
সদর দরজা পার হয়ে চাকুরি রাজ্যে এসে ভীড় করেছে। পুরুষের
মতই চাকরির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আজ অবাধ গতিবিধি। সেই
হিসেবে সরকারী নথি অনুসারে কিছু তথ্যের বিবরণ বা চাকুরিনামা
দেওয়া যেতে পারে।

স্ব-নিযুক্তি (Self Employment)

সেলস ওয়ার্ক

সেলস ওয়ার্ক স্ব-নিযুক্তির একটি বিশেষ সহায়ক। ব্যবহারিক
দ্রব্যাদি, সেলস কাউন্টারে গিয়ে, কিম্বা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রী করা
যায়। এর জন্য বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। এতে
কমিশান পাওয়া যায়। আবার দ্রব্যের উৎপাদক বেতন দিয়েও
নিয়োগ করে থাকে। দ্বিতীয়ত কোনরকম মূলধন ব্যাতিরেকে এই
কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। এই বিভাগে আছে, ট্রাভেলিং সেলস
গার্ল, ক্যানভাসার, অর্ডার সাপ্লায়ার, প্রোপাগানডিস্ট প্রভৃতি।

ইনস্যুরেন্স ওয়ার্ক

বীমা দু ধরণের। জীবন ও সাধারণ, এ কাজের জন্য বিশেষকো
উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হয় না। ক্লায়েন্ট সংগ্রহ এবং তাদের প্রিমিয়া

থেকে কোম্পানীও কমিশান দিয়ে থাকে। প্রথম বছর প্রিমিয়ামের শতকরা ২৫ টাকা।

আরনিং এ্যাট হোম

গৃহকর্ম বা সংসার রক্ষাবেক্ষণের দায় দায়িত্ব অনেক সময় পুরো সময় চাকরির স্বাধীনতা হয়ত দেয় না। এমনও অনেক সময় দেখা গেছে যে, সাধারণ শিক্ষায় বা বিশেষ বৃত্তিতে যোগ্যতা থাকা সত্বেও কেরিয়ারে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। হয়ত বা বিবাহ বা স্বামীর অন্যত্র বদলি ইত্যাদি ব্যাপারে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু বাড়িতে বসেই ইচ্ছা করলে মহিলারা কিছু আয় সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে।

যেমন স্কুল কলেজের ছাত্রদের নিয়ে যোগ্যতানুসারে ট্যুশনি, বাচ্চাদের জন্য নার্সারী স্কুল, কোচিং ক্লাশ, নাচ, গান, পেন্টিং-এর তালিম। দক্ষতা থাকলে ল্যাংগুয়েজ ক্লাশ বা হোম সায়েন্সের ক্লাশও খোলা যেতে পারে। এ ছাড়াও আছে বৃত্তিতে দক্ষ মহিলাদের জন্য। রান্না, সেলাই, বয়ন, এমব্রয়ডারি, ফল এবং খাদ্য সংরক্ষণ, চাইল্ড-কেয়ার, বিউটি কালচার, হেয়ার ড্রেসিং, ফ্যাসান ড্রেসিং, টেক্স-টাইল প্রিন্টিং, ইন্টোরিয়ার ডেকরেশান, ফ্লোরান এ্যারেঞ্জমেন্ট, হ্যাণ্ডি-ক্র্যাফ্টস, কলেজ আর্টস প্রভৃতি।

ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স, হেলথ ভিজিটার বা মিডওয়াইফ, ক্রেশে (creche) খুলতে পারে। চাকুরিজীবি মহিলারা তাদের বাচ্চাদের এখানে রেখে চাকরিতে যেতে পারে। বাচ্চারা দশটা-পাঁচটা এখানে লালিত হয়। চাকুরিরতা শিশু-সন্তানের জননীর কাছে—ক্রেশে পরম সমাদরের।

ডোমেষ্টিক ইণ্ডাস্ট্রিস

জ্ঞান, দক্ষতা, বৃত্তিগত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে গৃহভিত্তিক শিল্পের আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

১। **টেলারিংশপ ঃ** অবসর বা আংশিক সময়ে পোষাক তৈরী করা যেতে পারে। চাহিদাও কম নয়।

২। **টেক্সটাইল প্রিন্টিং ঃ** বিভিন্ন বস্ত্র, শাড়ি, নেকটাই, স্কার্ট ইত্যাদিতে।

৩। **নিটিং ঃ** হাতে অথবা মেশিনে বোনা যেতে পারে সোয়েটার, কার্ডিগান, পুলওভার, মোজা ইত্যাদি।

৪। **এমব্রয়ডারি ঃ** কটন, উলেন বা সিল্ক বস্ত্রে হাতে বা মেসিনে কাজ তোলা যেতে পারে।

৫। **টেক্সটাইল ডিজাইনিং ঃ** বয়ন সাধ্য এমন কাপড় জামায় নতুন নতুন নকসা তোলা।

৬। **ফার্নিশিং শপ ঃ** নতুন ধরণের ডিজাইন তৈরী।

৭। **ডেয়ারি এ্যাণ্ড পোল্ট্রি ফার্মিং ঃ** গবাদিপশু ও মুরগী, প্রভৃতির রক্ষণ এবং দুগ্ধ বা ডিম ইত্যাদি বিক্রী।

৮। **ক্লিনিক্যাল এ্যাণ্ড ডিটারজেন্ট ঃ** সোপ পাউডার ক্লিনিং পাউডার, ফিনাইল, কালি ইত্যাদি তৈরী।

৯। **জুয়েলারী ঃ** ডিজাইন প্রস্তুত করা।

১০। **মিসেলেনিয়াস ঃ** চকষ্টিক, সেনোফেস্ পেপার দিয়ে খাম, সিলকরার মোম, বাতি, কাগজের ফুল, পুতুল, খেলনা প্রভৃতি তৈরী করা।

ফ্রি-লান-সিং

পেশাভিত্তিক এমন অনেক বৃত্তি আছে—যা স্ব-নিযুক্ত বৃত্তি মূলক। যেমন সাংবাদিকতা। যে লেখা বা রচনার বিষয় হতে পারে মহিলা সমাজের স্বার্থমূলক। যেমন, চাইল্ড কেয়ার, বিউটি কালচার কুকারি, স্বাস্থ্যবোধ, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি। কপিরাইটার-এর কাজও করা যেতে পারে। লেখকের পাণ্ডুলিপি কপি করার কাজ। একজন শিল্পী, প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ বুক জ্যাকেট, পোস্টার, প্যামফ্লেট, অাঁকতে পারে। স্ব-সাচ্ছন্দ মূলক বৃত্তিতে নিযুক্ত হতে পারে এমন একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে ঃ

জার্নালিস্ট, অথর, স্ক্রিপট্ রাইটার, ট্রানশ্লেটার, ইণ্টারপ্রেটার, ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালিস্ট, পেইণ্টার, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, উইনডো ড্রেসার, স্কালপ্চার, কার্টুনিস্ট, মডেলার, ইন্টিরিয়ার ডেকরেটার, ফার্নিচার ডিজাইনার, রেনোভেটার, কপি রাইটার, টেকস্টটাইল পেইন্টার। ডিজাইনার, গারমেণ্টস ডিজাইনার, হেয়ার ড্রেসার, বিউটিসিয়ান, ফটোগ্রাফার, ক্যামেরা অপারেটার, মিউজিক টিচার, ডান্সটিচার, মিউজিসিয়ান (ইনস্ট্রুমেণ্টাল/ভোকাল) ডান্সার, মিউজিক কম্পোজার, সিঙ্গার (ক্লাসিক্যাল, ওয়েস্টার্ন, পপ) টুরিস্ট গাইড প্রভৃতি।

প্রফেশনাল প্র্যাকটিস

পেশাভিক্তিক যোগ্যতা আছে, এমন পেশায় মহিলারা প্র্যাকটিস করতে পারে তেমন কিছু পেশাভিত্তিক তালিকা ঃ

ফিজিসিয়ান সার্জন, ডেন্টিস্ট, নিউট্রিশানিস্ট, ডায়েটিসিয়ান, ফুড টেকনোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্ট, অকুপেশানাল থেরাপিস্ট, নার্স, মিডওয়াইফ, হেলথ ভিজিটার, অপটিসিয়ান, ডেন-টিস্ট, অর্থোডেনটিস্ট, ফার্মাসিস্ট, লয়িয়ার, ভেটারেনারি সার্জন প্রভৃতি।

টিচিং অকুপেশানস

শিক্ষকতায় মহিলাদের কেরিয়ার নির্মাণের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অন্ততঃ যেখানে শিশু বা বাচ্চাদের সঙ্গে শিক্ষায় একটা বোঝাপড়ার ব্যাপার থাকে। শিক্ষকতায় বিস্তৃত ক্ষেত্র হল—

১। প্রি-প্রাইমারী স্কুল টিচার্স : যেমন, মন্তেসারী, নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন।

২। প্রাইমারী স্কুল টিচার্স : বেসিক, জুনিয়ার বেসিক প্রভৃতি।

৩। জুনিয়ার স্কুল টিচার্স।

৪। হাই স্কুল টিচার্স।

৫। হায়ারসেকেণ্ডারী স্কুল টিচার্স।

৬। সাবজেক্ট স্পেশালিস্ট : ল্যাঙ্গোয়েজ, আর্ট, ড্রইং, ক্রাফট্, হ্যাণ্ডওয়ার্ক, ফিজিক্যাল ট্রেনিং, হোম সায়েন্স, স্যোসাল এডুকেশন, প্রভৃতি।

৭। স্পেশাল টিচার : ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড।

৮। কলেজ/ইউনিভার্সিটি টিচার্স : প্রফেসার। লেকচারার, ডেমনস্ট্রেটার প্রভৃতি।

আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফট

(১) **ফাইন আর্ট ঃ** নিয়োগ ক্ষেত্র—আর্টের সঙ্গে যুক্ত এমন সোসাইটি, সংস্থা, শিক্ষাকেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের দপ্তর, সিনেমা, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, টেলিভিশান, পত্র পত্রিকায় আর্ট ক্রিটিক, প্রভৃতি। ফাইন আর্টের সীমায় পড়ে, মিউজিক, পেইন্টিং, স্কালপ্‌চার, ফিল্মএ্যাকটিং, ডান্সিং, ড্রামাটিক আর্ট, স্টেজওয়ার্ক প্রভৃতি।

(২) **কমার্শিয়াল আর্ট ঃ** নিয়োগ ক্ষেত্র—এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিস' কমার্শিয়াল আর্ট স্টুডিও, প্রিন্টিংপ্রেস, পাবলিশিং হাউস, টি. ভি. ও মুভি স্টুডিও, কমার্শিয়াল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সংস্থা, স্টেট ডিরেক্টর অব পাবলিসিটি, ডিরেক্টর অব একজিবিশান, স্টেট প্রিন্টিং ডিপার্টমেণ্ট, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশান এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং, পাবলিকেশনস ডিভিশানস, ফিল্ম ডিভিশানস, নিউজরীল অফিস, মিনিস্ট্রি অব ফরেন ট্রেড, মিনিস্ট্রি অব হেলথ এ্যাণ্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রভৃতি।

(৩) **কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফার ঃ** নিয়োগ ক্ষেত্র সীমিত কিন্তু ফ্রি-লান্সের পক্ষে সহায়ক। মহিলাদের পক্ষে যদিও এই পেশার তেমন প্রচলন নেই, কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্র যে নেই, এমনও নয়।

(৪) **উইনডো ড্রেসার ঃ** এটি একটি এ্যাডভারটাইজিং আর্ট। স্ব-সাচ্ছন্দ্য নিযুক্তিতে সহায়ক। বিশেষ করে বম্বে, নতুন দিল্লি, কলকাতা কি মাদ্রাজের মত বড় বড় শহরে। ইন্টেরিয়ার ডেক-

রেশনের একটি শাখা। অনেক উইমেনস' পলিটেকনিক-এ এ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(৫) **টেকস্টাইল ডিজাইনার ঃ** এই পেশাটি বিশেষভাবে সমাদৃত। কিন্তু এই পেশায় আসতে হলে প্রিন্টিং এবং উইভিং-এ বিশেষ জ্ঞান রাখতে হয়। নিয়োগ ক্ষেত্র—টেকস্টাইল মিলসমূহে। ফ্রি-লান্সের পক্ষে সহায়ক।

(৬) **ইণ্টেরিয়ার ডেকরেটার ঃ** সার্টিফিকেট কোর্স, এক বা দু'বছরের। ডিপ্লোমা তিন বছরের। শিক্ষাকেন্দ্র, উইমেনস' পলিটেকনিক। নিয়োগ ক্ষেত্র ঃ আরকিটেক্ট ফার্ম, ডেকরেটার্স, ফার্নিচার ডিলার্স, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনসার্ন, হোটেল ও রেঁস্তোরা, সিনেমা হাউস প্রভৃতি।

(৭) **পারফরমিং আর্টস ঃ** অভিনয় সংক্রান্ত এই ব্যাপারে সুযোগ আছে, আকাশবাণী দূরদর্শন, লোকরঞ্জন শাখা রাজ্য-সরকারের, পাবলিক স্টেজ ও যাত্রাগানে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও বা টি. ভি স্টেশানে শিক্ষাসংক্রান্ত বা লোকরঞ্জনমূলক কোন প্রোগ্রাম উপস্থাপনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মহিলা প্রযোজক নিয়োগ করা হয়। প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের তিনিই ঠিক করেন। প্রযোজনা ও নির্দেশনা তাঁরই। ব্রডকাস্ট বা টেলিকাস্ট ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই। মহিলা প্রযোজক, মহিলাদের উপযুক্ত বা বালক-বালিকাদের শিক্ষানীয় বিষয় সম্বন্ধে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রযোজনার কাজ করে।

(৮) **প্রোগ্রাম এ্যানাউন্সার ঃ** বেতার বা দূরদর্শনে অনুষ্ঠান ঘোষণায় কাজ করেন মহিলা ঘোষকরাও। প্রোগ্রাম সম্বন্ধে তাঁকে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হয়। সুমধুর কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট উচ্চারণ ও বাচন-ভঙ্গী এই কাজের জন্য বিশেষ দক্ষতা। তাছাড়া নিউজ বুলেটিন তৈরী এবং নিউজ রীডারের কাজও করতে হয়। নিয়োগের পূর্বে অডিশান টেষ্ট দিতে হয়।

এ্যাডভারটাইজিং

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রকে চারটি বিশেষ শাখায় ভাগ করা যায়। যেমন, (১) এ্যাভারটাইজার (২) এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি (৩) মিডিয়া ওনার (যার মধ্যস্থতার মধ্যে পড়ে, নিউজ পেপার, সিনেমা হাউস, হোর্ডিং ইত্যাদি) এবং (৪) স্পেশালাইজ এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি (সিনেমা শ্লাইড, ফিল্ম, একজিবিশান প্রভৃতি)

সবক্ষেত্রেই মহিলাকর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা হতে পারে। যেমন, কপি রাইটার, আর্টিস্ট, ইলাস্ট্রেটার, ডিজাইনার কার্টুনিস্ট, পেইন্টার প্রভৃতি।

জার্নালিজম

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও মহিলা কর্মী নিযুক্ত হতে পারে। সংবাদ প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের পেশায় যুক্ত কর্মী সংখ্যা কম নয়। যেমন রির্পোটার. কপিরীডার্স, এডিটোরিয়াল রাইটার, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্ট, ফটোগ্রাফার, সাব এডিটার, এডিটার

ও অন্যান্য ক্লারিক্যাল এবং একাউন্টস স্টাফ। চাকরির ক্ষেত্র : সংবাদ-পত্র, সাময়িকপত্র, সংবাদ প্রতিষ্ঠান, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরো, রাজ্যসরকারের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতি। জার্নালিম-এর কোর্স এক বছরের। কোথাও দু'বছর। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পড়ানো হয়। ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েশান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও জার্নালিজম্-এর ব্যবস্থা আছে। ২ বছরের কোর্স।

স্যোসাল এ্যাণ্ড লেবার ওয়েলফেয়ার ওয়ার্ক

সমাজ সেবা বা শ্রমিক সেবা কর্মী হিসেবে মহিলারাও এগিয়ে আসছেন এবং সংখ্যাও নিতান্ত নগন্য নয়। বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা কোর্সের ব্যবস্থা আছে। নিয়োগ ক্ষেত্র : রাজ্যসরকারের লেবার/স্যোসাল ওয়েল ফেয়ার/ ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, কেন্দ্রিয় সরকারের অনুরূপ সংস্থা, হাসপাতাল, লোকাল বডিজ, শিল্পসংস্থা। পদ হল, স্যোসাল এডুকেশান অর্গানাইজার, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজার, মুখ্য সেবিকা, গ্রাম সেবিকা, ইনস্ট্রাকটারস, ফিল্ড ওয়ার্ক সুপারভাইজার প্রভৃতি।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড ওয়ার্কার

ম্যাট্রিকুলেশান পাস করা থাকলে রাজ্য সরকারের ফ্যানলি প্ল্যানিং ট্রেনিং সেন্টার থেকে শর্টকোর্স ট্রেনিং নেওয়া যেতে পারে। নিয়োগ ক্ষেত্র : রাজ্যসরকারে ও অন্যান্য সংস্থায়।

অন্যান্য পেশাভিত্তিক প্রার্থীপদ

পুরুষের মতই নিম্নলিখিত পেশাভিত্তিক পদে মহিলারাও যোগ্য প্রার্থী হতে পারে :—

ইঞ্জিনিয়ার (সর্বপ্রকার), আর্কিটেক্ট, টেকনোলজিস্ট, ড্রাফটস্ম্যান, ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিসিয়ান্স, লয়িয়ার ও এ্যাডভোকেট, ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্ট, ডেন্টাল সার্জন, স্ট্যাটিস্টিসিয়ান, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, এ্যাকাউন্টান্ট, লাইব্রেরিয়ান, আর্কিভিসট্, ট্রানশ্লেটার, ইন্টারপ্রেটার, টিচার্স, কেরিয়ার মাস্টার প্রভৃতি।

যে পেশাগুলি মহিলাদের পক্ষে বিশেষভাবে মানানসই :—

লাইব্রেরিয়ান, আর্কিটেকচারাল এ্যাসিষ্টান্ট, ড্রাফটস্ম্যান, ল্যাবরেটারী এ্যাসিষ্ট্যান্ট, ট্রানশ্লেটার প্রভৃতি।

ক্লারিক্যাল ও অনুরূপ পেশা

(১) **ক্লার্ক :** সরকারী এবং বেসরকারী কেন, যে কোন অফিসের কাজ চালাতে হলেই করণিক একটি অপরিহার্য অফিস প্রত্যঙ্গ। সর্বনিম্ন শিক্ষা এস. এফ। বয়েস ২৫-এর মধ্যে। মাধ্যম : এমপ্লয়-মেণ্ট এক্সচেঞ্জ। এ ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রিয় পাবলিক সার্ভিস কমিশান এল. ডি. সি/ইউ. ডি. সি এ্যাসিষ্ট্যান্ট পদের জন্য প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করেন।

টাইপিস্ট

ক্লার্কদের মতই টাইপিস্টদের যথেষ্ট চাহিদা। টাইপিস্টদের কাজ হল, প্রধানতঃ কপি করা। নোট, চিঠি, রিপোর্ট, রেকর্ডস, সম্পাদকীয়

প্রভৃতি। টাইপ শেখার বিভিন্ন স্কুল প্রচুর আছে। সরকারী শিক্ষালয় হল কলকাতায়, গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স এ্যাণ্ড বিজনেস এ্যাড-মিনসট্রেশান, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা। ভর্তির জন্য অন্ততঃপক্ষে এস. এফ. হতে হয়। ভর্তির মাস হল জুন। পুরুষ মহিলা উভয়েই প্রার্থী হতে পারে। চাকরির মান হল অন্ততঃ পক্ষে প্রতি মিনিটে ৪০ শব্দ নির্ভুল টাইপ করা। নিয়োগ ক্ষেত্রঃ সরকারী দপ্তর ছাড়া সব রকমের সংস্থায়।

স্টেনো টাইপিস্ট

স্টেনো টাইপিষ্টের কাজ হল স্টেনোগ্রাফিতে ডিকটেশান নিয়ে তা টাইপে প্রকাশ করা। অন্ততঃপক্ষে শর্টহ্যাণ্ডের স্পীড দরকার হয় প্রতি মিনিটে ৮০ থেকে ১০০টি শব্দ গ্রহণের। এ ছাড়াও অনেক অফিসে অন্যান্য কাজও, যেমন করেস্পনডেনস্ বা সাধারণ কিছু কাজ কর্ম থাকে। শিক্ষাগত মান নিম্নপক্ষে এস. এফ. কিন্তু ইংরাজীতে বিশেষ জ্ঞানের দরকার হয়। প্রাইভেট কমার্শিয়াল স্কুল বা কলেজ ছাড়া উইমেনস' পলিটেকনিক, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কলকাতায় সরকারী কলেজ, গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স এ্যাণ্ড বিজনেস এ্যাডমিনিসট্রেশান। শিক্ষাক্রম স্থুরু হয় জুন মাস থেকে। সার্টিফিকেট দেন, শিক্ষা অধিকর্তা, পঃ বঃ সরকার।

স্টেনোগ্রাফার

স্টেনোগ্রফারের স্পীড ক্ষেত্রবিশেষে দরকার হয় ১২০টি শব্দ

গ্রহণের ক্ষমতা প্রতি মিনিটে। স্টেনো টাইপিস্ট-এর সঙ্গে তফাৎ হল, স্টোনোগ্রাফারের দায়িত্ব স্টেনো টাইপিস্টদের চেয়ে অনেকাংশে অধিক। শিক্ষা, সর্বনিম্ন এস. এফ. এবং ইংরেজীতে দক্ষতা। প্রকৃত স্টেনোগ্রাফারের চাহিদা প্রচুর। মহিলাদের ক্ষেত্রে খুব লাগসই পদ। নিয়োগ ক্ষেত্রঃ সরকারী, বেসরকারী ছাড়াও বহুরকমের সংস্থায়। পি. এস. সি. মারফৎ নিয়োগ-এর ব্যবস্থা আছে।

প্রাইভেট সেক্রেটারী

স্টেনোগ্রাফিতে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্না প্রার্থীর পক্ষে এই পদ বিবেচিত হয়। শিক্ষায় গ্রাজুয়েট এবং সেক্রেটারিয়েট ট্রেনিং-এ ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট বাঞ্ছনীয়। মোটামুটি ভাবে ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা, অর্থনীতি, বানিজ্যিক বিষয়, ব্যাঙ্কিং, করেসপনডেন্স ও ম্যানেজমেণ্টে জ্ঞানের অধিকারী হলেই অগ্রাধিকার। উইমেনস' পলিটেকনিক ছাড়াও বহু কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউশান আছে। এইচ. এস. হলেই ভর্তি হওয়া যায়। এক থেকে দুবছরের কোর্স।

রিসিপশানিস্ট (এনকোয়ারি ক্লার্ক)

রিসিপশানিস্ট বা এনকোয়ারি ক্লার্কের কাজ হল, আগন্তুক, দর্শন প্রার্থী, খরিদ্দার, মক্কেল, প্রভৃতি ব্যক্তি বর্গকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিতরণ, নির্দেশ বা সাক্ষাৎ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া। হালকা এই ধরণের কাজ মহিলা প্রার্থীর পক্ষে খুব পদসই। শিক্ষাগত যোগ্যতা, ম্যাট্রিকুলেট কিন্তু গ্রাজুয়েট হলেই ভাল। সুদর্শনা,

শান্তস্বভাব অথচ চটপটে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এই পদের এ্যাডিশানাল কোয়ালিফিকেশান। এ ছাড়া টাইপ ও টেলিফোন স্যুইচবোর্ডের জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ অপেক্ষাকৃত ছোট অফিসে পি. বি. এক্স., টেলিফোন অপারেটার ও রিসিপ্‌শানিস্ট-এর যুক্ত কাজ করতে হয়। নিয়োগ ক্ষেত্র : সরকারী ও বেসরকারী অফিস, কমার্শিয়াল হাউস, ব্যাঙ্ক, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ার অফিস প্রভৃতি।

(ক) পাঞ্চ অপারেটার

সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবং আধুনিক প্রকরণের অঙ্গরূপে মেসিনের উপযোগিতা অনেক বেড়েছে। এবং হস্তচালিত এই মেসিন-গুলিতে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। আর শেখাও টাইপ শর্টহ্যাণ্ডের চাইতে অনেক সোজা। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বা শতকরা হিসাব খুব দ্রুততার সঙ্গে নির্নীত হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, এইচ, এস, হলেই চলে। কোথাও কোথাও গ্র্যাজুয়েট। স্পীড দরকার হয় ঘণ্টায় ১৭,০০০ সাংখ্যিক এবং ১৪,০০০ বর্ণানুক্রমিক স্ট্রোক।

কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে একবছরের পাঞ্চ-কার্ড ডিপ্লোমা কোর্সের ব্যবস্থা আছে। যারা ভেরিফাই বা যথার্থতা যাচাই করে পাঞ্চকার্ডের, তাদের বলা হয় ভেরিফায়ার।

এই বিষয়ে আরো প্রার্থীপদ আছে। যেমন—(১) কম্পিউটার, (২) কম্পিউটার প্রোগ্রামার। (আলোচিত)

ট্রান্সপোর্ট এবং কমিউনিকেশনের প্রার্থীপদগুলি হল—

(১) টেলিফোন অপারেটার। যেমন—(ক) ট্রাঙ্ক কনট্রোল অপা-

রেটার (খ) লোকাল কল অপারেটার ও (গ) পি. বি. এক্স. (প্রাইভেট ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জ) বা পি. এ. বি. এক্স. (প্রাইভেট অটোমেটিক ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জ) অপারেটার। এই পদের প্রার্থী হতে গেলে সর্বনিম্ন শিক্ষা এস. এফ. বা এইচ. এস.। কমার্শিয়াল ইনাষ্টিটিউটে অপারেটিং কোর্সের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া মহিলাদের পক্ষে উপযুক্ত পদ ও বৃত্তি সম্পর্কে এই গ্রন্থে আরো বহু রকমের আলোচনা আছে।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ঃ উপজীব্য কেরিয়ার নির্দেশিকা

আজ বর্তমান যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই বর্তমান, সংক্ষেপে অত্যন্ত জটিল। সেই জটিল সমস্যাগুলির ভেতর মানুষকে জীবিকার সন্ধানে অনেকখানি সময় ব্যয় করতে হয়। সরকারও তা নিয়ে ভাবিত। সেই হিসেবে বর্তমানে রাজ্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার (ওয়েস্ট বেঙ্গল কটেজ এ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডাইরেক্টরেট) কিম্বা তার অধীনস্থ জেলা শিল্পাধিকারিক ও প্রোজেক্ট্ অফিসাররা কীভাবে বর্তমানে সাহায্য করতে পারেন?

(১) স্কিম তৈরীতে।

(২) কারিগরী সাহায্য দিয়ে।

(৩) শিল্প বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পেতে।

(৪) ঋণ প্রদানকারী সংস্থার ঋণ পেতে।

(৫) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বা কমার্শিয়াল এস্টেটে জায়গা পেতে।

(৬) কিস্তিতে যন্ত্র কেনার ব্যাপারে।

(৭) যন্ত্র বা দুষ্প্রাপ্য কাঁচা মাল পাওয়ার ব্যাপারে ও অন্যান্য আরো বহু রকমের ব্যাপারে সহায়তা করে।

এসব ব্যাপারে কিন্তু প্রার্থীকে তার সুবিধাজনক শিল্পের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করতে হয় এবং তা অনুমোদনের জন্য নিম্নের ঠিকানায় (প্রার্থীর এলাকাভুক্ত) উপস্থাপিত করতে হয়। জেলা শিল্প কেন্দ্র-গুলির ঠিকানা হল :—

(১) কোচবিহার: পোঃ কোচবিহার।

(২) জলপাইগুড়ি: নতুনপাড়া, পোঃ ও জেলা জলপাইগুড়ি।

(৩) দার্জিলিং: ২৩, নন্দলাল বসু সরণী, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

(৪) ওয়েষ্টদিনাজপুর: বি. ব্লক, ৫ কমার্শিয়াল এস্টেট, রায়গঞ্জ, ওয়েষ্টদিনাজপুর।

(৫) মালদা: পোঃ ও জেলা, মালদা।

(৬) মুর্শিদাবাদ: পোঃ বহরমপুর, জেলা, মুর্শিদাবাদ।

(৭) বর্ধমান: ১৯, জি. টি. রোড, পারবিরহাটা, জেলা, বর্ধমান।

(৮) বীরভূম: পোঃ সিউড়ি, দঙ্গলপাড়া, জেলা, বীরভূম।

(৯) নদীয়া: পণ্ডিত এল, কে, মৈত্র রোড, জেলা, নদীয়া।

(১০) বাঁকুড়া: চাঁদমারীডাঙা, পোঃ ও জেলা, বাঁকুড়া।

(১১) পুরুলিয়া: রুচুকপাড়া, পোঃ ও জেলা, পুরুলিয়া।

(১২) মেদিনীপুর: পোঃ তমলুক, জেলা, মেদিনীপুর।

(১৩) হাওড়া: বালটিকুরি, জেলা, হাওড়া।

(১৪) হুগলী: যুগীপাড়া লেন, পোঃ চুঁচুড়া, জেলা, হুগলী।

(১৫) ২৪ পরগনা: ১১এ/বি, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলকাতা।

কারিগরী সহযোগিতা

যে শিল্প সম্বন্ধে পরিকল্পনা, হয়ত তার ওপর প্রার্থীর সম্যক জ্ঞানের অভাব, এমনও তো হতে পারে? তখন কিন্তু বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া চলে। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ—

(ক) স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনষ্টিটিউট ১১১/১২, বি. টি. রোড, কলকাতা-৩৫।

(খ) নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী,—

ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন। ৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩।

এইসব বিশেষজ্ঞদের তালিকা পাওয়া যাবে—

(১) কলকাতায় (২) জেলায় এবং (৩) ব্লকে।

ঠিকানা : (১) এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ (স্মল স্কেল) নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস (দশম তল)। ১, কিরণ শংকর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১।

(২) ডিষ্ট্রিক্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অফিসার/প্রোজেক্ট অফিসার।

(৩) এক্সটেনশান অফিসার।

আর্থিক ঋণ

আর্থিক সাহায্যে ঋণ দু'রকমের। (ক) স্থায়ী এবং খ) কার্যকরী। স্থায়ী মূলধনের সংজ্ঞা হল, যন্ত্র, যন্ত্রাংশ প্রভৃতি সংগ্রহ আর কার্যকরী মূলধন হল কাঁচা মাল কেনা বা কর্মচারীর বেতন দেওয়া ইত্যাদি।

এই স্থায়ী মূলধনের জন্য ঋণ দিয়ে থাকেন,--

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন। ৪, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-১

আর কার্যকরী মূলধনের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক। এছাড়াও রাজ্য সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার ঋণ দেন ৫০০০ টাকা পর্যন্ত।

এই ঋণ পেতে হলে আগে এই প্রকল্প অনুমোদন করাতে হয় এবং

অনুমোদিত পরিকল্পনাটি রেজেষ্ট্রি করিয়ে নিতে হয়। রেজিষ্ট্রেশানের ঠিকানা : রেজিষ্ট্রেশান সেকশান, ৬৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, (চারতলা) কলিকাতা-৭০০০০১। নিজ জেলায়—(১) জেলা শিল্পাধিকারিক (২) প্রোজেক্ট অফিসার।

মার্জিন মানি বা সিডমানি

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার থেকে দেওয়া হয় মোট খরচের ১০ শতাংশ আর ৮০ শতাংশ ঋণ দেয় ব্যাঙ্ক। এই সিডমানি বা মার্জিন মানি পেলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া সহজ হয়। কিন্তু কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার থেকে ঋণ পেতে হলে শিল্পোদ্যোক্তার নিজস্ব কিছু যোগ্যতা থাকতে হয়। যেমন—(১) স্কুল ফাইনাল পাস বা আই. টি. আই. সার্টিফিকেটের অধিকারী ও (২) শিল্পোদ্যোক্তা বেকার, এই কথা প্রমাণ করতে হয়।

এই ঋনের জন্য কলকাতার ঠিকানা :—

জয়েন্ট ডিরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ (এমপ্লয়মেন্ট)। নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস (সি. ব্লক) গ্রাউণ্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১।

আর জেলার জন্য—জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র।

কেরিয়ার ঃ সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটস

আজকের যুগ বিজ্ঞান-নির্ভর। মানব জগতের সার্বজনীন অগ্রগতির মূলে এই বিজ্ঞানের অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসাবিজ্ঞান, যানবাহন ও যোগাযোগ এসবের মূলে এই বিজ্ঞানের অবদান বা উপযোগ কম নয়। এই স্বীকৃত সত্যটির জন্য বিজ্ঞানের প্রতি ছাত্রদের তাই এত প্রবলতর আগ্রহ। আর এই আগ্রহকে উৎসাহিত করার জন্য বহুরকম স্কিমের প্রচলন আছে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার জগতে। যেমন—জুনিয়ার সায়েন্স ট্যালেন্ট রিসার্চ স্কিম থেকে ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং-এর ন্যাশানাল সায়েন্স ট্যালেন্ট রিসার্চ স্কিম, উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত।

সায়েন্স গ্রাজুয়েটদের কী ধরণের সুযোগ সুবিধা সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে, কেন্দ্রিয় সরকারের ডি. জি. ই. এ্যাণ্ড টি. কৃত "কেরিয়ার ইনফরমেশান সিরিজ"-এর তিন নম্বর পুস্তিকায়। আলোচনাংশে কিছু বিষয় উক্ত পুস্তিকা থেকে গৃহীত হল।

(ক) ল্যাবরেটারী এসিস্ট্যাণ্ট

বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষাগারে যারা সহায়তা করে। পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি এরা পরিচ্ছন্ন রাখে, বিভিন্ন ধরণের এপারেটাস যা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন তা প্রস্তুত রাখে এবং শ্লাইড পরীক্ষা করে। চাকরির গুণানুসারে বিভিন্ন প্রকার আখ্যা আছে এদের। শ্লাইড একজামিনার, লেবরেটারী টেকনিসিয়ান, সিনিয়ার অবজারভার, ডেমন্সট্রেটার,

হারবারিয়াম এসিস্ট্যাণ্ট প্রভৃতি। সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এস. সি.।

(খ) সায়েন্টিফিক এ্যাসিস্ট্যাণ্ট

চাকুরির চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন রকমের আখ্যা। যেমন—রেফারেন্স এসিষ্ট্যাণ্ট, রিসার্চ এসিষ্ট্যাণ্ট, প্রোগ্রাম এসিষ্ট্যাণ্ট, ওসানোগ্রাফিক প্রভৃতি। শিক্ষাগত যোগ্যতা একই, বি. এস. সি।

(গ) সায়েন্স টিচার

সায়েন্স গ্রাজুয়েটদের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকের চাকুরির সুযোগ খুব কম নয়। শিক্ষা একই। সাধারণত যারা ট্রেনিং প্রাপ্ত নয়, তাদের এক চতুর্থাংশ স্কুলের চাকরিই বেছে নেয় এবং পরে তারা ট্রেনিং নেওয়ার সুবিধা পেয়ে থাকে। (B. Ed./B.T.)

(ঘ) ডিফেন্স সার্ভিস

এই শিক্ষার মান ছাড়াও ডিফেন্সের চাকরিতে শারীরিক গঠন ও বিশেষ একটি ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। শারীরিক গঠনে উচ্চতা ১৫৭.৫ সি. এম থেকে ১৮৩ সি.এম। সর্বনিম্ন ওজন ৪৩.৫ থেকে ৪৭ কেজি। বুকের ছাতি ৭১—৭৬ সি. এম.। সার্ভিস সিলেকশান বোর্ড খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করেন।

ইণ্ডিয়ান আর্মি

(ক) ইণ্ডিয়ান মিলিটারী এ্যাকাডেমি

বিজ্ঞানে স্নাতক এবং অবিবাহিত প্রার্থী নির্দিষ্ট শারীরিক গঠনের অধিকারী হলে ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমিতে প্রি-কমিশন ট্রেনিং-

এর সুযোগ লাভ করে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনীত করেন। বয়ঃসীমা, ১৯ থেকে ২২ বছর।

(খ) শর্ট সার্ভিস কমিশন (নন-টেকনিক্যাল)

প্রার্থী ১৯ থেকে ২৩ এই বয়ঃসীমায় এবং শারীরিক মানে উপযুক্ত হলে ইউ. পি. এস. সি-র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে পারে। লিখিত পরীক্ষায় উন্নীত হলে ইণ্টারভিউ। সার্ভিস সিলেকশান বোর্ড এটি গ্রহণ করে। পরীক্ষার জন্য প্রার্থীর সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এস. সি.।

(গ) শর্ট সার্ভিস কমিশন (টেকনিক্যাল)

এই সার্ভিসের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হল, ইলেকট্রনিক সহ ফিজিক্সে এম. এস. সি। বয়েস ২০ থেকে ২৭ বছর।

(ঘ) আর্মি এডুকেশান কোর

বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর (M. Sc) হতে হয় ম্যাথামেটিক্স, ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতে। এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। বয়েস ২৩ থেকে ২৭ এর মধ্যে।

(ঙ) আর্মি সার্ভিস কোর

অর্গানিক কেমিস্ট্রি, বায়ো কেমিস্ট্রি অথবা মাইক্রো বায়োলজিতে মাষ্টার্স ডিগ্রী থাকতে হয়। প্রার্থীর বয়েস হবে ২০ থেকে ২৭ এর মধ্যে। তবেই আর্মি সার্ভিস কোরে, ফুড এবং ইনসপেকশান আর্গানাইজেশনের প্রার্থী হতে পারে। আর্মি হেডকোয়ার্টারিস, ওয়েস্ট

ব্লক, তিন, আর, কে, পূরম, নতুন দিল্লি-১১০০২২ বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন প্রার্থীর জন্য। বছরে দুবার।

ইণ্ডিয়ান নেভি

(ক) ডাইরেক্ট এণ্ট্রি

১৯ থেকে ২২ বছরের মধ্যে যদি প্রার্থীর বয়েস হয় এবং ম্যাথামেটিক্স আর ফিজিক্স নিয়ে যদি স্নাতক হয় তাহলেই ইণ্ডিয়ান নেভির এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চের কমিশনড র‍্যাঙ্কের জন্য উপযোগী। ইউ, পি, এস, সি, বছরে দুবার প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন। পরীক্ষায় সফল হলে ইণ্টারভিউ। সার্ভিস সিলেকশান বোর্ডের সামনে।

(খ) সাপ্লাই এ্যাণ্ড সেক্রেটারিয়েট এ্যাণ্ড এডুকেশান-ব্রাঞ্চেস

ওই একই কম্বিনেশানে স্নাতক হলে, বয়েস ২১ থেকে ২৫ এর মধ্যে থাকলে উক্ত বিভাগে সরাসরি কমিশনড র‍্যাঙ্কের উপযুক্ত। এরপর ট্রেনিং। উতরে গেলেই র‍্যাঙ্ক হবে এ্যাকটিং সাব-লেফটন্যাণ্টের। প্রার্থী সংগ্রহের জন্য বছরে দুবার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন ন্যাভাল হেড-কোয়ার্টার্স, নতুন দিল্লি।

এয়ার ফোর্স

(ক) এ্যাডমিনস্ট্রেটিভ ব্রাঞ্চ

প্রার্থী হদি M. Sc. হয় অথবা অনার্স নিয়ে বিজ্ঞানে স্নাতক

হয় তাহলে কমিশনড র‍্যাঙ্কে এয়ার ফোর্সে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ও লজিসটিকস্ ব্রাঞ্চের উপযুক্ত। এই পদের বয়ঃসীমা ২১ থেকে ২৩ বছর।

(খ) এডুকেশান ব্রাঞ্চ

স্নাতক এবং শিক্ষকতায় ছুবছরের সর্বনিম্ন অভিজ্ঞতা অথবা টিচিং-এ ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা থাকলেই উপযোগী। এডুকেশান ব্রাঞ্চের কমিশণ্ড র‍্যাঙ্কে। বয়েস ২১ থেকে ২৫ বছর।

(গ) মেটিওরো লাজক্যাল ব্রাঞ্চ

ফিজিক্সে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর (M. Sc) অথবা এ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, মেটিওরোলজি, জিওফিজিক্স বা ম্যাথা-মেটিক্সে। আর বয়েসে ২০ থেকে ২৫ এর মধ্যে হলেই কমিশণ্ড র‍্যাঙ্কে মেটিওরোলজিক্যাল ব্রাঞ্চের উপযুক্ত।

প্রার্থী সরাসরি সাদা কাগজে দরখাস্ত করতে পারে এয়ার হেড কোয়ার্টার্স, নতুন দিল্লিতে। প্রার্থী বাছাই করেন এয়ার ফোর্স সিলেকশান বোর্ড। বাছাই এর পর ট্রেনিং হয়, কোয়েম্বাটুরে। এয়ার ফোর্স টেনিং কলেজে। ট্রেনিং শেষে, প্রার্থী তখন পাইলট অফিসার।

(ঘ) ডিফেন্স সায়েন্স সার্ভিস

এই সার্ভিসে প্রার্থীকে নিযুক্ত করা হয় রিসার্চে অগ্রগতির জন্য। যেমন, গাইডেড মিশাইল, ইলেকট্রনিকস, র‍্যাডার সিসটেম কিম্বা রেডিও এ্যাকটিভ আইসোটপ্‌সে। আলোচ্য সার্ভিসের জন্য অন্ততঃ-পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর এম, এস, সি, ডিগ্রী থাকতে হয়। প্রার্থীপদের নাম জুনিয়ার সায়েন্টিফিক অফিসার।

• আর যাদের রিসার্চ অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রথম শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রী হোল্ডার, তারা সিনিয়ার সায়েন্টিফিক অফিসারে প্রার্থী হবার যোগ্য। বয়েস তিরিশের নিচে হওয়া চাই।

ফরেষ্ট্রি

(ক) ফরেস্টার

ন্যাচারাল সায়েন্সে (বটানি, জুলজি, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, মাথামেটিক্স, স্ট্যাটিসটিক্স প্রভৃতি) সেকেণ্ড ক্লাশ গ্র্যাজুয়েটরা রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এই পদের প্রার্থী হতে পারে। মনোনয়নের পর প্রার্থীকে ফরেষ্ট্রি কোর্সে (ডিপ্লোমা) দুবছরের পাঠ নিতে হয়। পাঠ কেন্দ্র, "ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এ্যাণ্ড কলেজ"। (দেরাদুন/কোয়েম্বাটুর)। তবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় পোস্ট গ্রাজুয়েটদের। এই পদের প্রার্থীর জন্য উচ্চ পদগুলি হল, ফরেস্ট অফিসার, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কনজারভেটর অব ফরেষ্ট প্রভৃতি।

আদার এণ্ট্রি অকুপেশানস

বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েটদের এ ছাড়াও বহুবিধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। যেমন, ইউনিয়ন/স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশান, রেলওয়ে সার্ভিস কমিশান প্রভৃতি।

পাবলিক সেক্টার যেমন, ব্যাঙ্কস, এল. আই. সি. প্রভৃতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন পদের জন্য প্রার্থী হতে পারে।

সাবর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ পদগুলি হল, এক্সাইজ ইনস্পেক্টার, কাস্টমস ইনস্পেক্টার, ইনকামট্যাক্স ইনস্পেক্টার, সেলসট্যাক্স ইনস্‌-পেক্টার, লেবার সাবইনস্পেক্টার, অডিটর প্রভৃতি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর মাধ্যমে। ক্লারিক্যাল পদেও তারা প্রার্থী হতে পারে।

এ ছাড়া আছে বিভিন্ন বিভাগে এ্যাপ্রেন্টিসশিপ। যেমন কেমিক্যাল, মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগ।

সেই সঙ্গে আছে সরকারী দপ্তরে, রেল দপ্তরে লোয়ার ও আপার ডিভিশান ক্লার্ক, বিভাগীয় ক্লার্ক, টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার, সেক্রেটারী প্রভৃতি। রেলের গার্ড, টিকিট কালেক্টার, টিকেট একজামিনার ছাড়াও প্রার্থীপদ আরো বহুরকমের। যেমন, সেলস্ম্যান, ইনস্যুরেন্স এজেন্ট প্রভৃতি।

অন্যান্য ইউনিভার্সিটি কোর্স

(ক) টিচিং
(খ) লাইব্রেরি সায়েন্স
(গ) স্ট্যাটিসটিকস
(ঘ) কম্পিউটার সায়েন্স

বর্তমানে কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রী কোর্স ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র চালু আছে। যেমন যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলকাতা। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা। ভর্তির পক্ষে

মাষ্টারস' ডিগ্রী থাকতে হয় (ম্যাথামেটিক্স/স্ট্যাটিস্‌টিকস্‌) কিন্তু সাধারণ স্নাতকরা কাম্পিউটার প্রোগ্রামিং কোর্সে ভর্তির যোগ্য।

(প্রথম তিনটির বিবরণ ইতিপূর্বে আলোচিত।)

(ঙ) আদার কোর্সেস

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কোর্সগুলি, যেখানে আর্টস এবং কমার্স গ্রুপের গ্রাজুয়েটদেরমত বিজ্ঞানের স্নাতকরাও শিক্ষালাভে সমর্থ। যেমন স্যোসাল সায়েন্স, জার্নালিজম্‌, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ, চাটার্ড একাউনটেনসি, কস্ট এ্যাণ্ড ওয়ার্ক একাউনটেনসি, কম্পানি সেক্রেটারী-শিপ, এ্যাকচুয়ারিয়াল (Actuarial) প্রফেশান, রুরাল ওয়ার্ক, ল', ফিজিক্যাল এডুকেশান, এডভারটাইজিং, বিজনেস এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাডমিনস্‌ট্রেশান/ম্যানেজমেন্ট, ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রি প্রভৃতি।

নন ইউনিভার্সিটি কোর্সেস

(ক) প্যাকেজিং

বিভিন্ন প্রকার প্রোডাক্টস-এর জন্য সুসমন্বিত প্যাকেজিং-এর যথেষ্ট চাহিদা লক্ষ করা যায়। প্যাকেজিং-এর উন্নতি বিধানের জন্য বা টেকনিক্যাল এ্যাডভাইস সংক্রান্ত ব্যপারে ইদানীং অনেক ফার্ম কর্মী নিয়োগ করেন। এর জন্য বম্বেতে "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব প্যাকেজিং" তিন মাসের একটি কোর্স চালু রেখেছেন। যারা কোন সংস্থার সঙ্গে জড়িত এবং বিজ্ঞানে স্নাতক কিম্বা রিসার্চ, প্যাকেজিং অথবা পার্চেস-এর সঙ্গে যুক্ত তারাই ভর্তির উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

(খ) কম্পিউটার সায়েন্স

কম্পিউটার সায়েন্স বা টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা কোর্স ভারতের অনেক ইনষ্টিটিউটে চালু আছে। পশ্চিম বঙ্গের কলকাতায় যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন-ষ্টিটিউট। বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কিন্তু বি. এস. সি.তে ম্যাথামেটিক্স এবং স্ট্যাটিসটিকস্ থাকতে হয়।

(গ) কম্পিউটার প্রোগ্রামার

বিভিন্ন বিজনেস হাউস, গভর্ণমেন্ট অফিস বা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ প্রার্থীর যথেষ্ট চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর হতে হয় ভর্তির ক্ষেত্রে। পুরো সময়ের কোর্স বা আংশিক সময়ের কোর্সেরও ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) স্ট্যাটিসটিকস্

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট-এ কলকাতায় এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স-এর ব্যবস্থা আছে। বিষয় সমূহ—বায়োস্ট্যাটিকস্, ডেমোগ্রাফি, ইকনোমেটরিকস্ এ্যাণ্ড প্ল্যানিং, লার্জস্কেল স্যাম্পেল সার্ভে, কোয়ানটিটেটিভ জেনেটিকস্, স্টাটিস্টিক্যাল কোয়ালিটি কণ্ট্রোল এ্যাণ্ড অপারেশান রিসার্চ। ভর্তির জন্য বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর, সেই সঙ্গে স্ট্যাটিসটিসিয়ানের ডিপ্লোমা থাকতে হয়।

(ঙ) একজামিনেশানস অব প্রফেশানাল বডিস

(১) ইনষ্টিটিউশন অব কেমিস্ট (ইণ্ডিয়া) কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্ট,

মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস, কলকাতা, এসোসিয়েট ফাইনাল একজামিনেশান পরিচালনা করে যা কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কেমিস্ট পদে নিয়োগের পক্ষে। শিক্ষাগত যোগ্যতায় কিন্তু কেমিষ্ট্রিতে স্নাতকোত্তর হতে হয়। সেকশান-টু (ড্রাগস এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস) পরীক্ষাটিও কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। যা পাস করলে কেন্দ্রিয় সরকারের ড্রাগ ইনস্পেকটার পদের উপযুক্ত।

(২) বিজ্ঞানে স্নাতক এমন প্রার্থীরাও 'এসোসিয়েট মেম্বারশিপ একজামিনেশানে বসতে পারে, যে পরীক্ষাটি পরিচালনা করে থাকেন ইনষ্টিটিউট অব টাউন প্লানার্স, ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স' বিল্ডিং, নতুন দিল্লি।

(৩) নতুন দিল্লির "দি ইণ্ডিয়ান ইনস্‌ষ্টিটিউট ফর ফরেন ট্রেড" ইন্টারন্যাশানাল ট্রেডের ওপর দশ মাসের একটি পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। ডিপ্লোমা কোর্সের। পাসের পর যোগ্য প্রার্থী সুযোগ পেয়ে থাকে, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশান, দি মিনারেল এ্যাণ্ড মেটালস ট্রেডিং কর্পোরেশান বা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে।

সায়েণ্টিস্ট'স পুল

১৯৫৮ সালে এই 'পুল'-এর জন্ম হয়, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী বিদ্যায় বিশেষ বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কিম্বা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বদেশে নিযুক্তির জন্য।

সাধারনতঃ এই পুল-এ তাঁদের নির্বাচন করা হয় কোয়ালিফিকেশনের ভিত্তিতে। ইন্টারভিউ-এর বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

নির্বাচনের মাধ্যমে পুল-এর অন্তর্ভূক্ত প্রার্থী হলে অবশ্যই তিনি সাময়িকভাবে ক্লাশ ওয়ান অফিসার হিসাবে গন্য হন এবং অন্যান্য ভাতা ছাড়া ৪০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পেয়ে থাকেন। এটি ঠিক আনএমপ্লয়মেণ্ট ডোল নয়। (পুল যেদিন থেকে তাকে নিযুক্ত করে থাকে।) এই নিযুক্তির সময় সীমা সর্বোচ্য ক্ষেত্রে দুবছর। এবং এটাই স্বাভাবিক যে, তাঁরা এই সময়ের মধ্যে স্বনির্ভর ভাবে অন্যত্র নিযুক্ত হবেন। যদিও সায়েন্টিফিক ডিভিশান বা টেকনিক্যাল পারসোনেল এ ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে।

———

স্কলারশিপস্

বিজ্ঞানের ছাত্ররা যে সমস্ত স্কলারশিপ এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ফেলোশিপের অধিকারী, কিম্বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিসার্চ-এর জন্য যে সমস্ত বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে এমন কয়েকটি বৃত্তির বিবরণ এখানে প্রদত্ত হল।

(১) স্কলারশিপস্ ফর এ্যাটোমিক এনার্জী

(ক) স্কলারশিপস্ অব আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটস এ্যাণ্ড গ্র্যাজুয়েটস।

বৃত্তিমান আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ মাসিক ১৫০ টাকা। সাধারণতঃ কোর্সের সময় সীমা পর্যন্ত বৃত্তির আয়ুষ্কাল। দেওয়া হয় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, এগ্রিকালচার, বটানি, জুলজি, বায়ো-কেমিস্ট্রি এবং মাইক্রো বায়োলজির ওপর।

(খ) জুনিয়ার/সিনিয়ার ফেলোশিপস্ ফর স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ ইন কসমিক রেজ এ্যাণ্ড নিউক্লিয়ার রিসার্চ ফর এম, এস, সি'স।

জুনিয়ার এবং সিনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপের মূল্য মাসিক যথাক্রমে ৩০০ এবং ৪০০ টাকা। এছাড়া রিসার্চ কর্মপদ্ধতির জন্য যন্ত্রপাতি বা আনুসঙ্গিকের মূল্য স্বতন্ত্র। বৃত্তি প্রদানের সময়সীমা দু'-বছর। প্রার্থীর বয়ঃসীমা জুনিয়ার এবং সিনিয়ারের পক্ষে যথাক্রমে

২৮ এবং ৩৫ বছর। রিসার্চে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের ওপর প্রকাশিত পেপার থাকতে হবে।

(২) মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স স্কলারশিপস্

(ক) এ্যাডভান্সড ট্রেনিং/রিসার্চ ফেলোশিপস্ ফর এম, এস, সি'স।

এই ফেলোশিপস্ প্রদান করা হয় এমন ব্যক্তিকে যার গবেষণা ডিফেন্স সায়েন্সে কেরিয়ার তৈরীর পক্ষে সহায়ক। ডক্টরেটধারী বা এম. এস. সি.র অধিকারী ব্যক্তির রিসার্চ এবং ট্রেনিং-এর বিষয়সমূহ হল, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, ম্যাথামেটিকস্, স্ট্যাটিস্টিকস্ ও বায়োলজি। ফেলোশিপের মূল্য মাসিক ২৫০ টাকা। কিন্তু বৃত্তির মাসিক মূল্য ৪০০ টাকা। এই বৃত্তির পক্ষে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর এবং বয়সে হতে হয় ২১ থেকে ৪০-এর মধ্যে।

৩) মিনিস্ট্রি অব এডুকেশান স্কলারশিপস্

(ক) মেরিট স্কলারশিপস্।

দু'বছরের জন্য অন্ততঃ ১৫০ জনকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানে স্নাতক এবং বয়সে হতে হয় ২৪ বছরের নিচে। বৃত্তির আর্থিক মান মাসিক একশ' টাকা।

(খ) ন্যাশানাল লোন স্কলারশিপস্ স্কীম।

ভারতের মধ্যে এম. এস. সি. বা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী সমেত এই স্কলারশিপটি প্রদত্ত হয়। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সায়েন্স কোর্সের জন্য

এই বৃত্তির পরিমাণ বছরে ৯০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা। এই কর্জ সুদবিহীন কিন্তু অভিভাবকের বাৎসরিক আয় যেন ৬০০০ হাজারের উর্দ্ধে না হয়। স্কলার রোজগার সুরু করলে রোজগারের পরের বছর থেকে এই কর্জ কিস্তিতে শোধ দিতে হবে।

(গ) ন্যাশানাল স্কলারশিপস্ স্কীম।

এই বৃত্তির ক্ষেত্র এইচ. এস. এর পর থেকে এম. এস. সি. পর্যন্ত। প্রথম পরীক্ষার সুকৃতির ওপর বৃত্তিটি নির্ভরশীল। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সের পক্ষে এই বৃত্তির পরিমান ১০০ টাকা থেকে ১১০ টাকা।

(৪) ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন স্কলারশিপস্।

(ক) ইউ, জি, সি, জুনিয়ার এ্যাণ্ড সিনিয়ার ফেলোশিপস্

ইউ. জি. সি. জুনিয়ার এবং সিনিয়ার ফেলোশিপস্ প্রদান করে থাকে যারা বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করেন এমন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রার্থীদের। জুনিয়ার ফেলোশিপের মাসিক মূল্য ৪০০ টাকা এবং অন্যান্য খরচ সাপেক্ষে বছরে আরো ১৫০০ টাকা। সিনিয়ারের মূল্য মাসিক ৬০০ টাকা ও অন্যান্য খরচাদির জন্য বছরে আরো ২০০০ টাকা। প্রার্থী এম. এস. সি. অথবা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করার পর এই বৃত্তির জন্য প্রার্থী হতে পারে।

(খ) রিসার্চ ফেলোশিপস।

এই বৃত্তি তাঁদের, যাঁরা এম. এস. সি. পাস করেছেন এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণায় বিশেষ প্রবণতা আছে। এই বৃত্তির মূল্য মাসিক ৪০০ টাকা।

(গ) জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপস ফর স্টুডেন্টস অব হিল এরিয়াজ অব নর্থ-ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া।

মাসিক মূল্য ৩০০ টাকা ও অন্যান্য খরচের জন্য ১০০০ টাকা বছরে। তিন বছরের জন্য। প্রার্থী হতে গেলে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর হতে হয়।

(ঘ) স্কলারশিপস ফর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস ইন সায়েন্স অব হিল এরিয়াজ অব নর্থ-ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া।

বিজ্ঞানে স্নাতক হলে এই স্কলারশিপের প্রার্থী হওয়া যায়। এই স্কলারশিপের বাৎসরিক মূল্য ১৮০০ টাকা। সেই সঙ্গে বুক গ্রাণ্ট বাবদ ২০০ টাকা ও ইনসিডেন্টাল খরচের জন্য ১০০ টাকা ধার্য।

(৫) বটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া স্কলারশিপস।

অন্তত পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর হতে হয় বটানিতে। গবেষণার অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। মাসিক মূল্য ২৫০ টাকা। প্রার্থীর বয়ঃসীমা সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে তিরিশ।

(৬) জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া স্কলারশিপস।

এই বৃত্তির সময়সীমা এক বছর এবং তিন বছর। ডক্টরেট পর্যায়ের গবেষণায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁরা প্রার্থী হতে পারেন। কিন্তু অনার্স নিয়ে যাঁরা স্নাতক হয়েছেন এবং ডক্টরেটের জন্য নাম রেজেস্ট্রি করে অন্তত এক বছর গবেষণার কাজ করেছেন তাঁরাও প্রার্থী হবার উপযুক্ত। মাসিক মূল্য ২৫০ টাকা।

(৭) জুনিয়ার এ্যাণ্ড সিনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপস এ্যাওয়ার্ডেড বায় দি কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ।

সি, এস, আই, আর, এই স্কলারশিপস্ প্রদান করেন এম, এস, সি, ডিগ্রী হোল্ডারদের। মেয়াদ তিন বছর। বিষয়গুলি যথাক্রমে—ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স, এ্যাষ্ট্রোনমি, এ্যাষ্ট্রোফিজিক্স, জিওলজি এবং বটানি। জুনিয়ারের মাসিক মূল্য ৩০০ টাকা। সেই সঙ্গে অন্যান্য বাবদ বছরে দেড় হাজার। সিনিয়ারের মূল্য ৪০০ টাকা ও অন্যান্য বাবদ হু'হাজার টাকা বছরে। জুনিয়ারের বয়েস ২৫ বছর। সিনিয়ারের জন্য তিরিশ।

(৮) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া স্কলারশিপস।

বিজ্ঞানে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী আছে জিওলজি বা জিওফিজিক্সে, এমন প্রার্থীদের জন্য এক বছরের একটা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। বোর্ড অব প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং, কলকাতা-২৭, এই সংস্থায়। বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি পেলে শিক্ষামন্ত্রক, ভারত সরকার এই বৃত্তিটি প্রদান করেন। মাসিক মূল্য ২৫০ টাকা।

(৯) রিসার্চ ট্রেনিং স্কলারশিপস অব দি ইণ্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

এই স্কলারশিপের মূল্য মাসিক ১০০ টাকা। নির্দ্ধারিত বিষয়—(১) এ্যাস্ট্রোফিজিক্স ও এ্যাস্ট্রোনমি এবং (২) মেটিওরোলজি। পদার্থ

বিদ্যায় স্নাতকোত্তর কিম্বা অনার্স সহ স্নাতক হলে এক নম্বরের জন্য স্কলারশিপে প্রযোজ্য কিন্তু দু'নম্বরের জন্য প্রার্থী হতে হলে স্নাতকোত্তর হতে হয় মেটিরিওলজি, জিওফিজিক্স, ফিজিক্স অথবা মেটিওরো-লজিতে।

(১০) স্কলারশিপস, এ্যাওয়ার্ডেড বায় ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, নিউ দিল্লি।

এই স্কলারশিপের আওতায় পড়ে ২০০টি জুনিয়ার ফেলোশিপস্ এবং প্রদত্ত হয় স্নাতকোত্তর পঠন ও গবেষণার জন্য। বিষয় এগ্রিকালচার এ্যানিম্যাল হাসব্যাণ্ড্রি এবং ডেয়ারিং। স্কলারশিপসটি দুবছরের। মাসিক মূল্য ৩০০ টাকা। এগ্রিকালচারে বি. এস. সি. অথবা সমতুল হলে তবেই প্রার্থী হওয়া যায়।

(১১) ফেলোশিপ স্কীম অব দি মিনিস্ট্রি অব হোম এ্যাফেয়ার্স ফর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক ইন ফরেনসিক সায়েন্স।

মাসিক মূল্য ৩০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য খরচ বাবদ, বছরে আরো এক হাজার। কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ে কাজ করতে হবে ফরেনসিক সায়েন্সে। অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর হতে হয় যে কোন বিজ্ঞান বিষয়ে অথবা স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর হতে হয় ক্রিমিনোলজি অথবা ফরেনসিক সায়েন্সে।

ক্রিমিনোলজি/ফরেনসিক সায়েন্স (ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

(১২) ব্যাঙ্ক লোন ফর হায়ার স্টাডিস।

জাতীয় ব্যঙ্ক সমূহ বিজ্ঞানে উচ্চপর্যায়ের পঠনের জন্য মেধাবী ও কৃতি ছাত্রদের সুবিধা দিয়ে থাকে। আর্থিক মূল্যে ৮০০০ টাকা পর্যন্ত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় শাখায় অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

(১৩) ন্যাশানাল স্কলারশিপস্ ফর স্টাডি এ্যাব্রড।

বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর এবং বয়েস ২৫-এর নিচে থাকা চাই। অভিভাবকের মাসিক আয় ১০০০ টাকার নিচে হলে বিবেচনা সাপেক্ষে এই স্কলারশিপের অধিকারী। দিয়ে থাকেন, "মিনিষ্ট্রি অব এডুকেশান, এক্সটারনাল স্কলারশিপ ডিভিশান, ৪ শাস্ত্রী ভবন, নতুন দিল্লি।

রিসার্চ ইনস্টিটিউটস-এর তালিকা : পশ্চিমবঙ্গ

নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড
১ সেন্ট্রাল গ্লাশ এ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কলকাতা।	দেশের মধ্যে উত্তরোত্তর চাহিদা অনুসরণ ও সঙ্গতিমূলক উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখা, কাঁচা মালের মানসূচক সমতা রক্ষা এবং উৎপাদিত বস্তুর উৎকর্ষ সম্বন্ধে কারিগরী সঙ্গতি ও সহযোগিতা দান।
২. ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন, কলকাতা।	জীব বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্য গবেষণা এবং চিকিৎসা সমস্যার সমাধান, রিসার্চ প্রোগ্রামের গণ্ডী : বায়ো কেমিষ্ট্রি মাইক্রো বায়োলজি, মেডিসিনাল কেমিষ্ট্রি এবং ফার্মাকোলজি।
৩. সেন্ট্রাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটস, কলকাতা।	মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিজাইন এবং মেসিনারি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা।
৪. বোস ইনষ্টিটিউট, কলকাতা।	গবেষণার বিষয় : ফিজিক্স, প্ল্যাণ্টফিজিওলজি, প্ল্যাণ্টব্রীডিং, সিস্টোজেনেটিক্স, মাইক্রো বায়োলজি ও জুলজি।

৫. ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান ফর কাল্টিভেশান অব সায়েন্স, কলকাতা।	মূখ্য বিষয়ীভূত গবেষণা : পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ণ।
৬. জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা।	ভারতীয় জুলজিক্যাল প্রাণী সমূহের সংগ্রহ সূচক মান রক্ষা, ভারতীয় প্রাণীসমূহের তথ্যাদি সংগ্রহ, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক এবং মনোগ্রাফ প্রকাশ করা।
৭. জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা।	ভূবিদ্যা, খনিজ সংক্রান্ত ও ভূ-রসায়নিক (Geo Chemical) পর্যালোচনা, খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সমীক্ষা, জলমধ্যস্থ ভূমি অপসারণে খনিজাদি সন্ধান।
৮. বটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা।	ভারতীয় Synthetic Study বিষয়ক গবেষণা, সেন্ট্রাল ন্যাশানাল হারবারিয়াম পুষ্পায়িত করা, ইণ্ডিয়ান বোটনিক গার্ডেন সমেত।

১৯৭৪ সালে কেন্দ্রিয় সরকারের D. G. E. V. T কর্তৃক প্রকাশিত নথি অনুসারে।

কেরিয়ার্স ঃ আর্টস ও কমার্স গ্রাজুয়েটস

কলা বা বানিজ্য বিভাগে যারা স্নাতক, সাম্মানিক সহ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর এমন প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। শিক্ষাকে কীভাবে কর্মভিত্তিক করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোকেশানাল কোর্স-এর যে ব্যবস্থা আছে সেখানে সাধারণ ভাবেই সাবজেক্ট কম্বিনেশান নিয়ে বি. এ. পাশ করা চলে। এধরণের কম্বিনেশানের মধ্যে আছে, যেমন, টুরিজিম্, বুক পাবলিশিং, অফিস ম্যানেজমেন্ট, সেক্রেটারীশিপ প্রভৃতি। পাড়ানো হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ভোকেশানাল স্টাডিজ-এ। স্থানীয় জব অপারচুনিটিতে লক্ষ্য রেখে বি. এ. পরীক্ষায় কর্মভিত্তিক সিলেবাস রেখেছেন ব্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি।

সিলেবাস যাই হোক বানিজ্য বা কলা বিভাগের গ্র্যাজুয়েটদের কী ধরণের জব অপারচুনিটি আছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন এণ্ট্রি জব। অর্থাৎ কোন ট্রেনিং বা অভিজ্ঞতা নেই, এমন প্রার্থীর পক্ষে :—

(১) কম্পিটিটিভ একজামিনেশানস,

(ক) অলইণ্ডিয়া সার্ভিসেস কম্পিটিটিভ একজামিনেশানস।

যেমন ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিস, (আই. এ. এস.) ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস। (আই. এফ. এস.) ইণ্ডিয়ান অডিট এ্যাণ্ড

এ্যাকাউন্টস (আই. এ. এবং এ. এস। এছাড়া অন্যান্য সর্বভারতীয় চাকরি। এইসব ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হয়।

এছাড়া আরও অনেক পরীক্ষা আছে, যেখানে ওই একই নির্বাচন পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। যেমন—ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস (আই. ই, এস), ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল সার্ভিস (আই. এস. এস), সেন্ট্রাল ইনফরমেশান সার্ভিস প্রভৃতি।

এই সব পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করে থাকেন ইউ. পি. এস. সি.। নতুন দিল্লি। গ্র্যাজুয়েট হলেই পরীক্ষায় বসা চলে। আর ম্যাথামেটিকস্ নিয়ে বি. এ. পাস করলে বসা চলে, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (ক্লাশ ওয়ান/টু) এবং ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস একজামিনেশনে। সেটিও পরিচালনা করেন ইউ. পি. এস. সি.।

(খ) স্টেট এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস

প্রতিটি রাজ্যেই এইধরনের সার্ভিসের ব্যবস্থা থাকে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ওয়েষ্টবেঙ্গল সিভিল সার্ভিস। ডবলু. বি. সি. এস। পরীক্ষা পরিচালন ভার রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর।

(গ) সাবরডিনেট ও ক্লারিক্যাল সার্ভিস

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ছাড়াও কিছু পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচিত হয় মেধাভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থীপদ যেমন—এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট গ্রেড, সাব ইনস্পেকটার অব পুলিশ (সি, বি, আই), ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেকটার, অডিটারস, ডিভিশানাল একাউনট্যাণ্টস, এবং আপার

ডিভিশান ক্লার্কস। কেন্দ্রিয় সরকারের পদগুলির জন্য ইউ, পি, এস, সি, আর রাজ্যের জন্য রাজ্য ভিত্তিক। অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

(ঘ) রেলওয়ে জবস

এই সার্ভিসে সিনিয়ার এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কর্মসূচী ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে। কিন্তু বিভিন্ন সাবরডিনেট এক্সিকিউটিভ বা ক্লারিক্যাল পোস্টগুলির জন্য নিয়োগবিধি রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের হাতে। এই কমিশনগুলি হল—এলাহাবাদ, বম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতায়। কমিশন প্রার্থীপদ পূরণের জন্য বিভিন্ন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন করেন এবং প্রার্থীকে নির্দিষ্ট ফরম্-এ (বড় বড় স্টেশনে কিনতে পাওয়া যায়) নির্দিষ্ট 'ফি' দিয়ে জমা দিতে হয়। লিখিত পরীক্ষা এবং যোগ্য প্রার্থীকে পরে কমিশনের সামনে ইন্টারভিউ দিয়ে নির্বাচিত হতে হয়। পদগুলি হল, এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশান মাস্টারস, গার্ডস, টিকেট কালেক্টারস ও একজামিনারস, কমার্শিয়াল ক্লার্কস, গুডস ক্লার্কস, বুকিং ক্লার্কস প্রভৃতি।

(২) পাবলিক ও প্রাইভেট সেকটারস

অনার্সসহ কিম্বা অনেক ক্ষেত্রে অনার্স ছাড়াও সদ্য স্নাতকদের গ্রহণ করা হয়, যেমন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনী, একজিকিউটিভ ট্রেইনী, অফিসার ট্রেইনী, এ্যাডমিনিসট্রেটিভ ট্রেইনী, মার্কেটিং এক্জিকিউটিভ ট্রেইনী, প্রোবেশান অফিসারর্স, কন্ট্রোল এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। এই শূন্য

পদগুলির বিবরণ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত হয় বা এমপ্লয়মেণ্ট এক্স-চেঞ্জের কাছে প্রার্থী চাওয়া হয়। কিছু কিছু সংস্থা, যেমন, এল, আই, সি বা জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীপদ পূরণ করে থাকে।

(৩) ডিফেন্স সার্ভিস

(ক) ইণ্ডিয়ান আর্মি

কলা বিভাগ বা বানিজ্য বিভাগে স্নাতক এবং ববঃসীমায় যারা ১৯ থেকে ২২ বছরের মধ্যে, উচ্চতায় ১৫৭·৩ সেঃ মিঃ, ওজনে ৪৩·৫ কেজি ও অবিবাহিত তারা আর্মিতে কমিশনের যোগ্য। অবশ্যই ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমি, দেরাদুনে, ট্রেনিং-এর পর। এই এ্যাকাডেমিতে প্রবেশের জন্য প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় বসতে হয়। পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে U. P. S. C. বছরে দুবার। মে আর ডিসেম্বারে।

ডিগ্রী হোল্ডারস এবং যাদের 'সি' সার্টিফিকেট আছে এন. সি. সি.-র, তারা প্রার্থী সুযোগ পেতে পারে আণ্ডার অফিসার ইনস্ট্রাক-টারের। এন. সি. সি.-তে, আর যারা 'বি' সার্টিফিকেটের অধি-কারী, তাদের সুযোগ থাকে সার্জেণ্ট মেজর ইনস্ট্রাকটারের পদে। বয়সে হতে হয় ১৯ থেকে ২৫ বছর। বিস্তারিত জ্ঞাতব্যের জন্য এন. সি. সি. বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ বিধেয়।

শর্ট সার্ভিস কমিশনেও আর্টস ও কমার্স গ্র্যাজুয়েটদের সুযোগ আছে। কিন্তু বয়সে হতে হয় ১৯ থেকে ২৩ বছর। উচ্চতায় ১৫৭

সি. এম, ওজনে ৪৫·৫ কেজি থেকে ৬৩·৫ কেজি। নির্বাচনে আসতে হয় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা পরিচালনা U. P. S. C.-র। বিবেচিত হলে ইন্টারভিউর জন্য সার্ভিস সিলেকশান বোর্ডের কাছে।

আর্মি এডুকেশান কোর সুযোগ দিয়ে থাকে কমিশনড র‍্যাঙ্কে কিন্তু সেখানে মাষ্টার ডিগ্রী থাকতে হয়, ইংরেজী ম্যাথামেটিক্স, জিওগ্রাফী, হিস্ট্রী, ইন্টার ন্যাশনাল রিলেশানস, ইকনমিক্স, স্ট্যাটিসটিকস্, কমার্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, স্যোসিওলজি, পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশান ও ডিফেন্স স্টাডিজ। অগ্রাধিকার দেওয়া হয় দুই থেকে তিন বছরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা থাকলে। কলেজ বা স্কুলের।

(খ) ইণ্ডিয়ান নেভি

এখানেও কমিশণ্ড র‍্যাঙ্কের সুযোগ সাপ্লাই ও সেক্রেটারিয়েটে যাদের কলা, বাণিজ্য বা আইনে ব্যাচিলারস ডিগ্রী আছে। অগ্রাধিকার থাকে একাউন্টেন্সিতে অভিজ্ঞতা থাকলে। এজ গ্রুপে হতে হয় ১৯½ থেকে ২৫ বছর। এডুকেশান বিভাগেও সুযোগ আছে। মাস্টার ডিগ্রী থাকলে।

(গ) ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স

জেনারেল ডিউটি ব্রাঞ্চে এয়ার ফোর্সেও কমিশণ্ড র‍্যাঙ্কে বাণিজ্য বা কলা বিভাগের গ্র্যাজুয়েটদের সুযোগ আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও N. C. C.-র 'C' সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আর বয়েসে হতে হবে ১৯ থেকে ২১½ বছরের মধ্যে। নন-টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চেও সুযোগ কম নয়। যেমন এ্যাডমিনিস্ট্রেশান, লজিসটিকস্, এডুকেশান, এ্যাকাউন্টেন্সি ইত্যাদি। অনার্স নিয়ে স্নাতক হলে বা এম, এ, পাস

থাকলে এ্যাডমিনিস্ট্রেশান এবং লজিসটিক্স ব্রাঞ্চে সুযোগ। সে ক্ষেত্রে বয়েস কিন্তু ২১ থেকে ২৩ বছর। টিচিং ব্রাঞ্চেও সুযোগ আছে। সে ক্ষেত্রে অনার্স গ্র্যাজুয়েট হতে হবে আর অন্ততঃ দু' বছরের অভিজ্ঞতার অধিকারী। টিচিং-এ ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

বাণিজ্য বিভাগে গ্র্যাজুয়েট হলে অথবা চাটার্ড-এ্যাকাউন্ট্যান্ট হলে সুযোগ থাকে একাউন্টস ব্রাঞ্চে। বয়স ২১ থেকে ২৩ বছর। আর B. Com-এর সঙ্গে A. I. C. W. অথবা A. C. W. A. থাকলে বয়সে ২৫ বছর।

আলোচ্য সর্বক্ষেত্রেই উচ্চতায় অন্তত পক্ষে ১৬২·৫৬ সি, এম, এবং ১৯০·৬০-এর বেশী নয়। লেগ লেংথ, ৯০·০৬ সি, এম, অন্তত পক্ষে। চেস্ট ৮১·২০ সি, এম, আর ফুলিয়ে আরো ৫·০৮ সি, এম, বেশী। কালার ভিশান—স্বাভাবিক। আর প্রস্রাব হবে শর্করা বিহীন। শূন্য পদ কাগজে বিজ্ঞাপিত হয়।

প্রোটেকশান সার্ভিস

গ্র্যাজুয়েটদের জন্য এ ক্ষেত্রের পদগুলি হল ইন্সপেকটার, সাব-ইন্সপেকটার, সুপারিনটেনডেন্টস, বর্ডার সিকিউরিটিফোর্সে, সেন্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশে, সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশান, সেন্ট্রাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল এক্সসাইজ ও কাস্টমস, স্টেট এক্সসাইজ, পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগে। এখানেও নিয়ম মাফিক ওজন, উচ্চতা, বুকের ছাতি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

ফরেস্ট্রি

স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এখানেও গ্র্যাজুয়েটদের

সুযোগ কম নয়। বয়স ১৯ থেকে ২৪ বছর। এখানে ৪ ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার পায়ে হাঁটার একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

এ ছাড়া আছে—

(১) সোস্যাল এডুকেশান অর্গানাইজার

(২) এডভারটাইজিং

ভারতে এডভারটাইজিং-এর কোন স্বীকৃত কোর্স বা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা নেই। চাকরিক্ষেত্রে প্রবেশের পর প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ হয়।

মিসেলেনিয়াস এণ্ট্রি অকুপেশান

বহু রকমের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাপর সুযোগ হল—

স্টেনোগ্রাফি, সেকরেটারিয়াল প্র্যাকটিস, সেলস ও মার্কেটিং, ক্লারিক্যাল ওয়ার্ক প্রভৃতি।

নন ইউনিভার্সিটি প্রফেশানাল কোর্স

বহু সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট যারা নিজেদের নিযুক্তির সুযোগ নিজেই করে নিতে সক্ষম এবং তা সক্ষম হয় বিভিন্ন পেশায় ট্রেনিং-এর মাধ্যমে। সেই সব ক্ষেত্রগুলি মোটামুটি হল—

(ক) চার্টার্ড এ্যাকাউণ্টেনসি

ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি যদিও হিসাব-নিকাস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজেরাই কর্মী নিযুক্ত করে থাকে কিন্তু বহু চার্টার্ড একাউনট্যান্টদের সহায়তা গ্রহণ করে থাকে নিজেদের আর্থিক সঙ্গতি ও অবস্থা জানবার জন্যে। কম্পানি এ্যাক্ট অনুসারে একমাস চার্টার্ড একাউনট্যান্টরাই

অডিটর বা হিসাব পরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত। এই প্রফেশানের সংগে জড়িত ব্যক্তিরাই ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশানার হিসাবে কাজ করে। এ ছাড়াও এ্যাডমিনিসট্রেটার, রিসিভার, ট্রাস্টি, কাস্টডিয়ানস, আরবিট্রেটার্স হিসাবে কাজ করে।

সরকারীতেও এরা নিযুক্ত হয়। তাছাড়া ব্যাংক বা অন্যান্য কনসার্নও চার্টার্ড একাউন্টট্যান্টস নিয়োগ করে থাকে।

(খ) কস্ট এ্যাণ্ড ওয়্যার্ক এ্যাকাউনটেনসি

কষ্ট এ্যাণ্ড ওয়ার্কস একাউনটেন্টের কাজ হল কোন শিল্প বা শিল্প সংস্থার 'কষ্টিং সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যায়ণ বা অপচয়ের প্রতি লক্ষ রাখা এবং নিয়োজিত অর্থের সামগ্রিক লভ্যাংশের প্রতি নজর রাখা। এই বৃত্তির সংগে সংযুক্ত হতে হলে প্রথমে মেম্বারশিপ নিতে হয় 'কস্ট এ্যাণ্ড ওয়ার্কস একাউনট্যান্টস অব ইণ্ডিয়ায়'। ঠিকানা—১২, সাডার স্ট্রীট, কলকাতা। সারা ভারতে যারা এই বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মেম্বারশিপ দু' ধরণের। ফেলোশিপ ও এসোসিয়েটশিপ। পরবর্তীকালে এই ফেলো এবং এসোসিয়েটগণ কস্ট এ্যাণ্ড ওয়ার্ক এ্যাকাউনটেন্ট রূপে পরিগণিত হন।

(গ) কম্পানী সেক্রেটারীশিপ

কম্পানী সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত হয় যথাযথ স্বীকৃতি লাভের পর। পরীক্ষা পরিচালনা করেন ইনস্টিটিউট অব কোম্পানী সেক্রেটারীজ অব ইণ্ডিয়া। রাণী ঝান্সি রোড, নতুন দিল্লি। কলকাতাতেও অফিস আছে।

(ঘ) বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট

ব্যবসা কেন্দ্র বা শিল্প সংস্থায় যথেষ্ট প্রার্থীপদের চাহিদা আছে। বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশনে ডিপ্লোমা কোর্সের ব্যবস্থা আছে। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সও আছে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে।

(ঙ) ডেমোগ্রাফি

ডেমোগ্রাফিক সংক্রান্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউশনে। কলকাতা। এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। লোকসংখ্যা নির্ণয়ের এই পঠন ব্যবস্থায় বৃত্তিধারী প্রার্থীদের সুযোগও কম নয়।

(চ) এ্যাকচুয়ারিয়াল প্রফেশান

এ্যাকচুয়ারির ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে বিভিন্ন প্রকার ইনস্যুরেন্স পলিসির প্রিমিয়ামের হিসাব পত্তরের। এ্যাকচুয়ারি, এই প্রার্থীপদের জন্য পাস করতে হয়, 'ফেলোশিপ একজামিনেশান অব দি ইনষ্টিটিউট অব এ্যাকচুয়ারিজ,' লণ্ডন, অথবা 'ক্যাকাল্টি অব এ্যাকচুয়ারিজ, এডিনবারা, স্কটল্যাণ্ড, ইউ, কে। কিন্তু বর্তমানে ভারতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই এ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্সের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়েছে। বম্বে এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্রিটিশ ইনষ্টিটিউট এই পরীক্ষাবিধির প্রচলন রেখেছে ভারতের মধ্যে নির্বাচিত কোন কোন অংশে। পরীক্ষায় চারটি ভাগ। প্রথম ভাগ অর্থাৎ প্রিলিমিনারী কোর্সে

ভর্তি হতে হলে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পাস থাকলেই চলে। সরাসরি প্রাথমিক পরীক্ষায় ভর্তির জন্য ফর্ম আনানো যায় ইনষ্টিটিউট থেকে। ঠিকানা—Honorary Secretary, Institutes of Actuaries, Stapple Inn Hall, High Holbon, London, W. C. I. অথবা Actuarial Sociecy of India, C/o, Life Insurance Corporation, Central Office, "Yogakshema", Jeevan Bima Marg Bombay-400020

চাকরির ক্ষেত্র হল, এল. আই. সি., এমপ্লয়ইজ স্টেট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশান, জেনারেল ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশান, ব্যাঙ্ক, সরকারী অর্থদপ্তর, স্বাস্থ্যদপ্তর, স্টক এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য অর্থ বিষয়ক ইনষ্টিটিউশনে।

(ছ) ল

ইণ্ডিয়ান এ্যাকাডেমি অব ইন্টারন্যাশানাল ল' এ্যাণ্ড ডিপ্লোম্যাসি নতুন দিল্লি, সার্টিফিকেট কোর্সের ব্যবস্থা রেখেছে নিম্ন লিখিত কোর্স-গুলির ওপর—

(১) ইন্টার ন্যাশানাল ল' (২) ইন্টার ন্যাশানাল এ্যাফেয়ার্স ও (৩) ইন্টার ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউশন এ্যাণ্ড ডিপ্লোম্যাসি।

ইণ্ডিয়ান ল' ইনষ্টিটিউট, নতুন দিল্লি, এক বছরের কোর্স চালু রেখেছে যে বিষয়গুলির ওপর—

(১) এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল' (২) কোম্পানী ল' (৩) লেবার ল'।

প্রথম দুটির জন্য গ্র্যাজুয়েটরা প্রার্থী হতে পারে কিন্তু তৃতীয়টির জন্য ল' গ্রাজুয়েট হতে হয়।

(জ) ফরেন ট্রেড

দশমাসের পুরো সময়ের ডিপ্লোমা কোর্স পড়তে পারা যায় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ফরেন ট্রেড, এইচ—২৪, গ্রীন পার্ক, নতুন দিল্লি-১১০০১৬ এই সংস্থায়। চাকরির সুযোগ এক্সপোর্টহাউসগুলিতে। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হলে ভর্তির পক্ষে সুবিধা। বয়েস ২৮ এর মধ্যে হতে হয়। মেধা ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি।

(ঝ) রুরাল ওয়ার্ক

যে সমস্ত ইনষ্টিটিউটগুলি কোর্সের ব্যবস্থা রেখেছে—

(১) বিদ্যাভবন রুরাল ইনষ্টিটিউট। উদয়পুর, রাজস্থান। দুবছরের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট কোর্স রুরাল স্যোসিওলজি ও কমিউনিটি ডেভালাপমেন্ট-এ।

(২) গান্ধীগ্রাম ইনষ্টিটিউট। মাদুরাই, তামিলনাড়ু। দু'বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। বিষয় একই।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় রুরাল ইনষ্টিটিউট। কোয়েম্বাটুর, তামিলনাড়ু। দুবছরের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স রুরাল ইকনমিক্স ও কো-অপারেশান-এ।

(৪) রুরাল ইনষ্টিটিউট ফর হায়ার এডুকেশান। রাজপুরা, পাঞ্জাব। ওই একই কোর্স, স্যোসিওলজি ও কমিউনিটি ডেভালাপমেন্টে।

(ঞ) লেবার কোর্সেস/স্যোসাল ওয়েলফেয়ার

নন-উইনিভার্সিটি এই কোর্সে ভর্তির ঠিকানা—

(১) বম্বে লেবার ইনষ্টিটিউট। প্যারেল, বম্বে।

(২) ইনস্টিটিউট অব স্যোসাল সায়েন্স। নির্মলা নিকেতন। ৩৮, নিউ মেরিন লাইনস, বম্বে—৩

(৩) ভারতীয় বিদ্যাভবন। নতুন দিল্লি-১১০০০১

(ট) ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীজ কোর্সেস

ফিল্ম এ্যাণ্ড টেলিভিশান ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া। পুনে। এটি মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশান এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং-এর একটি সংস্থা এবং এখানে কলা বা বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকদের ভর্তির জন্য বিষয়গুলি হল—

(১) ফিল্ম ডাইরেকশান

ও (২) স্ক্রীন প্লে রাইটিং।

এই দুটি ক্ষেত্রেই ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় গ্র্যাজুয়েশান অথবা টি. ভি. ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার ডিপ্লোমা। ডিপ্লোমা আছে, মোশান পিকচার ফটোগ্রাফি, সাউণ্ড রেকর্ডিং, সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ও ফিল্ম এডিটিং-এ। বয়েসে হতে হয় ১৯ থেকে ৩০ এর মধ্যে। প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি। শিক্ষাকাল তিন বছরের।

(ঠ) টুরিস্ট গাইড

ডিপার্টমেন্ট অব ট্যুরিজম, গভ: অব ইণ্ডিয়া টুরিস্ট গাইডের একটি.

ট্রেনিং পরিচালনা করেন। ভর্তির যোগ্যতা স্নাতকদের। অন্ততঃ পক্ষে, কোন একটি বিদেশী ভাষায়, যেমন জাপনিজ, স্প্যানিস, ফরাসী, ইটালিয়ান, চাইনিজ, রাশিয়ান ছাড়াও ইংরেজীতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হয়। ভারতীয় ইতিহাসে দখল, সাবলীল ভঙ্গিমায় কথপোকথন, ভ্রমণের পক্ষে উপযোগী এমন স্থানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে ভর্তির পক্ষে সুবিধা। বয়েসে হতে হয় ১৮ থেকে ৪০ বছর।

কোন কোন রাজ্য সরকার দুই থেকে তিন সপ্তাহের এই কোর্সের একটি তালিম দিয়ে থাকেন।

(ঙ) আর্কিওলজি

ধ্বংশাবশেষ আবিষ্কারে প্রাচীন মনুষ্য কুলের কর্মপদ্ধতি, প্রাচীন ঐতিহ্য, মুদ্রা, লিপি, অলঙ্কার, ও অন্যান্য আরো বহু বিষয় ও দ্রব্যসামগ্রী, এবং খনন কার্য মারফত আর্কিওলজিস্টকে তদানীনন্ত সভ্যতা, সামাজিক অবস্থা, সাহিত্য, রাজনৈতিক ইতিহাস, রীতিনীতি, জীবনচর্চা ইত্যাদির ওপর পর্যালোচনা করতে হয়।

বিষয়ক ট্রেনিং-এর জন্য নতুন দিল্লিতে ভারত সরকার স্থাপন করেছেন স্কুল অব আর্কিওলজি। কোর্স এক বছরের। ভর্তির পক্ষে ইতিহাসে মাষ্টার ডিগ্রী হোল্ডার অথবা সাম্মানিকসহ স্নাতক হতে হয়। অথবা কোন ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গোয়েজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই বিষয়ের পঠন ব্যবস্থা আছে।

(চ) আর্কাইভস

পাবলিক রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই কোর্সটির উপযোগ।

কোর্স এক বছরের। অনার্স সহ বি. এ. অথবা এম. এ. হতে হয় ভারতীয় আধুনিক ইতিহাসে। পড়া যায়, ন্যাশানাল আর্কাইভস অব ইণ্ডিয়া। জনপথ। নতুন দিল্লি।

(ণ) ল্যাঙ্গোয়েজ

বিদেশী ভাষায় দক্ষ এমন প্রার্থীর সুযোগ আছে ভারতে অবস্থিত করেন এম্বাসিগুলিতে। দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদেশী ভাষা শিক্ষার কোর্স আছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা।

(ত) টাউন এ্যাণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং

উপরোক্ত বিষয়ের ওপর এ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ একজামিকেশান পরিচালনা করেন, ইনষ্টিটিউট অব টাউন প্ল্যানিং (ইণ্ডিয়া)। ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারস বিল্ডিং, মথুরা রোড, নতুন দিল্লি—১১০০০১

(থ) জার্নালিজম

(আলোচিত)

স্কলারশিপস্

বহু রকমের স্কলারশিপ প্রচলিত যা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক। বৃত্তিগুলি অধিকাংশই "মেধা তথা আয় ভিত্তিক।" অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফলাফল এবং অভিভাবকের বাৎসরিক উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। বৃত্তিগুলি বাণিজ্য বা কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রীকোর্সের পক্ষে প্রযোজ্য।

(১) ন্যাশানাল স্কলারশিপ স্কীম

বৃত্তিটি পুরো সময়ের কোর্স নিয়ে পড়াশুনায় প্রদত্ত হয়। এডুকেশান এবং ট্রেনিং-এ। স্কলারশিপের সংখ্যা ১২,০০০ হাজার। এটি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এই দুই স্তরের।

এই বৃত্তিটি প্রদানের পক্ষে অভিভাবকের মাসিক আয় ৫০০ টাকার ওপরে নয়। বৃত্তিটির মাসিক মূল্য ১০০ টাকা।

(২) ন্যাশানাল লোন স্কলারশিপস

আর্থিক সাহায্যের জন্য এটি নির্দিষ্ট। তবে দরিদ্র এবং মেধাযুক্ত ছাত্রের জন্য। ভারতে পাঠযোগ্য এবং ট্রেনিংযোগ্য ক্ষেত্রে সুদবিহীন কিন্তু প্রার্থী উপার্জন আরম্ভ করলে পরের বছর থেকে এই 'লোন' পরিশোধ করবে। বি. এ. ও বি. কম. পরীক্ষার কৃতিত্বের ওপর বৃত্তিটি নির্ভরশীল। এগ্রিগেটে অন্ততঃ ৫০% রাখতে হবে। বৃত্তিমূল্য

9750

বছরে ৯০০ টাকা, এম. এ. ও এম. কম.-এ। পি. এইচ. ডি/ডি. এস. সি., করলে বছরে ১৫০০ টাকা।

(৩) স্কলারশিপস ফর সিডিউলড কাস্টস

বৃত্তিসংখ্যা ১,১৬,৫০০ এবং যাদের বাৎসরিক আয় ২,৪০০ টাকার নিচে। বৃত্তিটির পরিমাণ কোর্স বিশেষে মাসিক ২৭ টাকা থেকে ৭৫ টাকা।

(৪) ন্যাশানাল স্কলারশিপস ফর চিলড্রেন অব স্কুল টিচার্স

এই প্রকল্পে বৃত্তিসংখ্যা ৫০০ এবং যেসব ছাত্র অন্ততঃ শতকরা ৬০ নম্বর পেয়ে বি. এ. এবং বি. কম. পাস করে। অভিভাবকের আয় মাসিক ৫০০ টাকার ওপরে নয়। বৃত্তিমূল্য মাসিক ১০০ টাকা এম. এ/এম. কম./এল. এল বি. কোর্সের জন্য।

(৫) জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপস ইন হিউম্যানিটিজ

ইউ. জি. সি প্রদত্ত জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপে বৃত্তিমূল্য মাসিক ৩০০ টাকা। সেই সঙ্গে রাহাখরচ (Contingency grant) তিন বছরের জন্য ১,০০০ টাকা। প্রথম অথবা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে হয় মাস্টার ডিগ্রীতে। ফেলোশিপ, নির্বাচন ইউনিভার্সিটির।

(৬) জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপ অন অল ইণ্ডিয়া বেসিস

সর্বভারতীয় পর্যায়ে ১২০টি ফেলোশিপ প্রদত্ত হয় প্রতি বছরে।

প্রদান করা হয় তিন বছরের জন্য। মাসিক মূল্য ৩০০ টাকা। সঙ্গে রাহাখরচ ১০০০ টাকা এবং ফিল্ডওয়ার্ক, পাবলিকেশনের জন্য আরো ২০০০ হাজার। এক বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর হতে হয়। নির্বাচন কমিটি নিয়োগ করেন ইউ. জি. সি।

(৭) সিনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপস

এটিও ইউ. জি. সি. প্রদত্ত। প্রার্থীকে ডক্টরেট হতে হয় এবং প্রার্থীর পক্ষে রিসার্চ ওয়ার্কের পেপার প্রকাশিত থাকতে হয়। বৃত্তি হু' বছরের। মাসিক মূল্য ৮০০ টাকা। রাহ খরচ ১০০০ টাকা। ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য। রাহা ২০০০ টাকা।

স্কলারশিপস্ ফর স্টাডি এ্যাব্রড

ভারতের বাইরে স্কলারশিপ পর্যায়ে এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়ঃ (১) স্কলারশিপ ফর স্টাডি এ্যাব্রড ফর ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালস। বিদেশী সরকার বা সংস্থা পড়াশুনার জন্য যে বৃত্তি প্রদান করে ভারতীয়দের সে সম্বন্ধে যে আলোচনা এখানে করা হল তার বেশি কিছু জানতে হলে যোগাযোগের ঠিকানা—এক্সটারনাল স্কলারশিপ ডিভিশান অব দি মিনিস্ট্রি অব এডুকেশান এ্যাণ্ড স্যোসাল ওয়েলফেয়ার। নতুন দিল্লি।

(১) অস্ট্রিয়া (AUSTRIA)

অস্ট্রিয়া সরকারের, বিজ্ঞানে বৃত্তিসংখ্যা চারটি। সময়সীমা, ন' মাসের। বিষয়—(ক) ফিজিক্স (নিউক্লিয়ার ফিজিক্স) (খ) কেমিস্ট্রি (পেট্রো-কেমিক্যাল) ও (গ) মেটালারজি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা—প্রথম দুটির জন্য প্রথম শ্রেণীর এম. এস. সি. অথবা ব্যাচিলারস লেভেলে দু'বছরের রিসার্চ বা শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা। তৃতীয়টির জন্য এম. টেক. ও অন্যান্যগুলি একই। বয়ঃসীমা ৩৫ বছরের নিচে। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রভূত জ্ঞান রাখতে হবে জার্মান ভাষায় যাতে ক্লাস লেকচার ফলো করতে অসুবিধা না হয়। প্যাসেজ মানি প্রার্থীর।

বৃত্তিমূল্য: অস্টিয়ান শিলিং-এ মাসিক ৩,৬০০, বই কিনতে: ১০০০, জামাকাপড়: ২৫০০, এ্যাকোমোডেশান এ্যালাউন্স: ৩০০

শিলিং। স্কলারশিপটি হল: অস্ট্রিয়ান গবর্নমেন্ট স্কলারশিপস কর স্টাডি/রিসার্চ ইন সায়েন্স।

(২) দ্বিতীয়টির সময়সীমা দশ মাস। বিষয়—ভেটারিনারি সায়েন্স: (ব্যাকটিরিওলজি ও সেরোলজি, ভিরোলজি, প্যাথলজি, পোস্টমর্টেম টেকনিক্স এ্যাণ্ড ডায়াগনোসিস প্রভৃতি)

ফুড হাইজিন: (ব্যাকটিরিওলজি ও সেরোলজি, হিসটোলজি, প্যাথলজি, মিট হাইজিন ও মিট ইনসপেকশান, ডেয়ারি হাইজিন প্রভৃতি)

এ্যানিম্যাল ম্যানেজমেন্ট ও রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি: (এ্যানিম্যাল ম্যানেজমেন্ট, এ্যানিম্যাল নিউট্রিশান, কেমিক্যাল ফুড এ্যানালাইসিস প্রভৃতি।)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী ভেটারিনারি সায়েন্স ও এ্যানিম্যাল হাজবাণ্ড্রি, অথবা সমতুল। অন্ততঃ দু'বছরের অভিজ্ঞতা ল্যাবরেটরি বা ফিল্ড ওয়ার্কে।

বয়ঃসীমা: ৩৫-এর নিচে।

বৃত্তিমূল্য: ৩০০ অস্ট্রিয়ান শিলিং (১২০ ডলারের মত) বুক এ্যালাউন্স—১,০০০ শিলিং। পরিচ্ছদ ভাতা—২,৫০০ শিলিং। প্যাসেজ কস্ট—প্রার্থীর অথবা তার নিয়োগকর্তার কিম্বা ইউনেসকো-র (UNESCO)।

স্কলারশিপ: অস্ট্রিয়ান গবর্নমেন্ট স্কলারশিপস কর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং কোর্স এ্যাট দ্য স্কুল অব ভেটারিনারি মেডিসিন ইন ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

(৩) সময়সীমা : দশ মাস।

বিষয় : বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য ইউনিভার্সিটি ডিপ্লোমা কোর্স—(ক) ডারমাটোলজি, ভেনারোলজি (খ) গায়নাকোলজি এ্যাণ্ড অবস্‌টেটরিকস (গ) অপথালমিক মেডিসিন এ্যাণ্ড সার্জারী (ঘ) পেডিয়াট্রিকস (ঙ) থোরাকস্ ডিজিস প্রভৃতি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম. বি. বি. এস. (বিষয়ীভূত)। তিন বছরের রিসার্চ বা শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা।

বৃত্তি : ট্যুইশান ফি, পুস্তক ও সর্বপ্রকার অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

যাতায়াত মূল্য : প্রার্থীর অথবা তার নিয়োগকর্তার।

স্কলারশিপ : অস্ট্রিয়ান গভঃ স্কলারশিপস ফর স্পেশালাইজড মেডিক্যাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট টিচিং ফর ফিজিসিয়ানস এ্যাণ্ড সার্জনস ইন মেডিসিন এ্যাণ্ড সার্জারি এ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনা।

(৪) সময়সীমা : আট মাস।

বিষয় : মিনারেল প্রসপেকশান, একস্‌প্লোরেশান ও মাইনিং।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রথম শ্রেণীর মাস্টারস' ডিগ্রী বৃত্তিবিষয়ক ও দু'বছরের শিক্ষার অভিজ্ঞতা। মাইনিং-এর জন্য প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলারস' ডিগ্রী বৃত্তিবিষয়ক। দু'বছরের শিক্ষকতায় অথবা বৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতা।

বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর।

বৃত্তিমূল্য : ৩০০০ অস্ট্রিয়ান শিলিং (৮৫৭ টাকার মত) প্রতি মাসে। পুস্তক—১০০০ শিলিং। পরিচ্ছদ—২৫০০ শিলিং।

যাতায়াত মূল্য : প্রার্থীর/নিয়োগ কর্তার।

(২) বেলজিয়াম (BELGIUM)

ফেলোশিপ সংখ্যা : ২ থেকে ৫।

সময়সীমা : এক বছর। তিন বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি হতে পারে।

বিষয় : (ক) এ্যাগরোনমি, (খ) কেমিষ্ট্রি, (গ) বটানি, (ঘ) জিওলজি, (ঙ) ভেটারিনারি মেডিসিন, (চ) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততঃপক্ষে প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর (বিষয়ক)/এম. বি. বি. এস. সেই সঙ্গে এম. ডি. বা এম. এস. (বিষয়ক)। ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজিতে অন্ততঃপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলারস ডিগ্রী। সর্বক্ষেত্রেই অন্ততঃপক্ষে তিন বছরের শিক্ষায় বা রিসার্চে অভিজ্ঞতা।

বয়ঃসীমা : ৩৫ বছরের নিচে।

বৃত্তিমূল্য : গৃহভাতা—৭,০০০ এফ. বি. (১০৪৯ টাকার মত) পুস্তক প্রকাশের জন্য ২০০০ এফ. বি. (২৯৮ টাকার মত) কাজের জন্য বেলজিয়াম রেল-এ টিকেট ফ্রি।

যাতায়াত : ফেরার ভাড়া বেলজিয়াম সরকারের।

(৩) বুলগেরিয়া (BULGARIA)

বৃত্তিসংখ্যা : তিন।

সময়সীমা : সাড়ে তিন বছর। (বুলগেরিয়ান ভাষা শিক্ষার সময় ছ' মাস সহ)

বিষয়ঃ ফুড ইণ্ডাস্ট্রিজ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রথম শ্রেণীর মাস্টারস' ডিগ্রী। (বিষয়ক) অন্ততঃপক্ষে হু'বছরের শিক্ষা ও রিসার্চের অভিজ্ঞতা।

বয়ঃসীমা ঃ পঁয়ত্রিশের নিচে।

বৃত্তিমূল্য ঃ মাসিক ১২০ লেভা (Leva)।

যাতায়াত ঃ ক্যাণ্ডিডেট বা নিয়োগ কর্তার।

(8) চেকোশ্লোভাকিয়া (CZECHOSLOVAKIA)

(ক) বৃত্তিসংখ্যা ঃ পাঁচ থেকে সাত।

সময়সীমা ঃ ছুই থেকে তিন বছর।

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওলজি, মেটালার্জি, মেডিসিন, ইকনমিকস্, মাইনিং, সেরামিক আর্ট, স্টেজ ক্র্যাফট্ ও চিলড্রেন থিয়েটার, ইত্যাদি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততঃপক্ষে ব্যাচিলার ডিগ্রী, সঙ্গে হু'বছরের শিক্ষার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।

সেরামিক আর্টে—কোন আর্ট ইনস্টিটিউশানের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা, সেই সঙ্গে হু'বছরের প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা।

স্টেজ ক্র্যাক্ট ও চিলড্রেন থিয়েটার—ভারতের যে কোন স্বীকৃত থিয়েটার ইনস্টিটিউটের, সেই সঙ্গে বিষয়ের ওপর হু'বছরের অভিজ্ঞতা।

মেডিসিনে—এম. বি. বি. এস. সেই সঙ্গে এম. ডি. / এম. এস. এবং ছু'বছরের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা।

অন্যান্য—স্নাতকোত্তর ও ছু বছরের শিক্ষায় বা রিসার্চে অভিজ্ঞতা।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের নিচে।

বৃত্তিমূল্য : ১,১০০ থেকে ১,৬০০ কে. সি. এস.। (৫৮৬ থেকে ৮৩৫ টাকার মত) ট্যুইশান ফি লাগে না। মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট ফ্রি।

যাতায়াত : ক্যাণ্ডিডেট বা এমপ্লয়ারের।

স্কলারশিপটি "গভঃ অব চেকোশ্লাভাকিয়া স্কলারশিপস"।

(খ) স্কলারশিপ : চেকোশ্লোভাক গভর্ণমেন্ট স্কলারশিপস ফর ইণ্ডিয়ান রাইটার্স এ্যাণ্ড ট্রানশ্লেটারস'।

বৃত্তিসংখ্যা : এক।

সময়সীমা : দশমাস।

বিষয় : সলভেনিক (Salvenic) ও বোহেমিক (Bohemic) ভাষায় শিক্ষা, সাহিত্য এবং ইতিহাস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ভারতীয় যে কোন ভাষায় বুৎপত্তি সম্পন্ন লেখক বা অনুবাদক এবং ইংরেজীসহ, যে কোন একটি ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজে জ্ঞান।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের নিচে।

বৃত্তিমূল্য : ১২০০ কে. সি. এম.। থাকার ব্যবস্থা, ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে।

প্যাসেজ মানি : সেই লেখক/অনুবাদকের।

(৫) ডেনমার্ক (DENMARK)

বৃত্তিসংখ্যা : আট থেকে দশ।

সময়সীমা : একবছর।

বিষয় : মিট টেকনোলজি, প্রোটিন কেমিস্ট্রি, মাইক্রো বায়োলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, পেপার টেকনোলজি প্রভৃতি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততঃ পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টারস' ডিগ্রী (বিষয়ক) বা প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী। (পালপ ও পেপার টেকনোলজি, মাইক্রো বায়োলজি, ইমিউনোলজি)

সেকেণ্ড ক্লাস মাষ্টারস' ডিগ্রী অন্যান্যগুলিতে।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের নিচে।

বৃত্তিমূল্য : প্রতিমাসে ২০০০ ডি. কে. আর.। (আণুমানিক) ২৪০০ টাকা)

(৬) ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মান (FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY)

স্কলারশিপ : জার্মান এ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জ ফেলোশিপস।

সময়সীমা : এক বছর (২-৬ মাস ভাষা কোর্সের জন্য বাড়তি বরাদ্দ)

বিষয় : মেডিসিন ও ফরেস্ট্রি।

শিক্ষা : বিষয়ের ওপর প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর।

বয়ঃসীমা : ২২ বছরের ওপরে নয়।

বৃত্তিমূল্য : ৬৭০ থেকে ৯০০ ডি. এম. প্রতি মাসে কোয়ালি-

ফিকেশান ও বয়েস অনুসারে। ক্লোদিং এ্যালাউন্স, ৩০০ ডি. এম, ল্যাঙ্গোয়েজ এ্যালাউন্স, ১৫০ ডি. এম, বুক এলাউন্স, ২০০ ডি. এম. বছরে। পকেট এ্যালাউন্স, ২০০ ডি. এম. প্রতি মাসে। স্কলার বিবাহিত হলে ভাষা শিক্ষার পর স্ত্রী রাখবে সঙ্গে সেহেতু ২০০ ডি. এম. প্রতি মাসে বাড়তি।

প্যাসেজ : ফ্রী।

(৭) ফিনল্যাণ্ড (FINLAND)

স্কলারশিপ : ফিন্নিস গভঃ স্কলারশিপস। (Finnish Government Scholarships)

বৃত্তি সংখ্যা : ছয়।

বিষয় : ট্রেনিং—(ক) পেপার টেকনোলজি (খ) মেটালার্জি (গ) ফরেস্ট্রি (ঘ) শিপ-বিল্ডিং।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততঃ পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজিতে অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী (বিষয়ক) সঙ্গে দুবছরের শিক্ষায় অভিজ্ঞতা। (পেপার টেকনোলজি এবং মেটালার্জির বেলায়)

দু বছরের অভিজ্ঞতাসহ ফরেস্ট্রিতে ডিপ্লোমা।

প্রথম শ্রেণী ব্যাচেলার ডিগ্রী ন্যাভাল আর্কিটেকচারে। রিসার্চ, শিক্ষা অথবা কার্যকর অভিজ্ঞতা।

বয়স : পঁয়ত্রিশ বছর।

বৃত্তিমূল্য : প্রতিটি স্কলারশিপের জন্য ১০০০ ফিন্নিস মার্ক (১৭৮৪ টাকা আনুমানিক) প্রতি মাসে। সবেতন এক মাসের ছুটি।

প্যাসেজ কষ্ট : ফিনল্যাণ্ড সরকারের নয়।

(৮) ফ্রান্স (FRANCE)

স্কলারশিপ : ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেন্ট স্কলারশিপস ফর হায়ার স্টাডিজ।

বৃত্তিসংখ্যা : কুড়ি।

সময়সীমা : এক থেকে দু'বছর।

বয়ঃসীমা : তিরিশের নীচে।

বিষয় : এগ্রিকালচার, বাওলজিক্যাল সায়েন্স, মেডিসিন। (ক্যানসার, মলিকিউলার বায়োলজি, মাইক্রো বায়োলজি, এপিডেমিওলজি, কম্পারেটিভ এমব্রায়োলজি বায়োলজি, এগ্রিকালচার, সিলভিকালচার, ভেজিট্যাল ব্যাকটিরিওলজি, ভিরোলজি, প্যাথলজি।)

(২) সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজি। (ম্যাথামেটিকস, থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেট্রনিকস, ওসানোগ্রাফি, জিওলজি, এ্যারোনাটিকস।

(৩) হিউম্যানিটিজ এ্যাণ্ড এ্যালায়েড সাবজেক্টস। (ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গোয়েজ এ্যাণ্ড লিটারেচার, ইকনমিকস, অডিও ভিস্যুয়াল টেকনিকস, টি. ভি. টেনিং, ফাইন আর্টস)

শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রথম শ্রেণীর মাষ্টারস' ডিগ্রী। (বিষয়ক) প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনোলজিতে। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য বি এ ডিগ্রী ফ্রেঞ্চে অথবা ফ্রেঞ্চ ডিগ্রী বাকালোরেয়া। (Baccalaureat) ইণ্টারপ্রেটার কোর্সের জন্য— ফরাসী ভাষায় স্নাতকোত্তর।

সমস্ত বিষয়ের জন্যই ফরাসী ভাষায় দক্ষতা আবশ্যিক।

প্যাসেজ কস্ট : যাওয়া আসার খরচ স্কলারশিপ দাতার।

(খ) স্কলারশিপস : ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেন্ট ফেলোশিপস ফর ইণ্ডিয়ান প্রফেসারস।

ফেলোশিপ সংখ্যা : দুই।

সময় সীমা : তিন থেকে বারো মাস।

বিষয় : ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য।

শিক্ষা : ফরাসী ভাষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর, বিষয়ক পি. এইচ. ডি. বাঞ্ছনীয়, সেই সঙ্গে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়ঃসীমা : ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে।

বৃত্তিমূল্য : ৭৫০ থেকে ১,২০০ ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক মাসিক। শিক্ষা, বৃত্তি, অভিজ্ঞতা বিবেচনায়।

প্যাসেজ : ফ্রি।

(৯) জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক (GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC)

স্কলারশিপ : জার্মান ডেমেক্রেটিক রিপাবলিক স্কলারশিপস।

বৃত্তি সংখ্যা : পাঁচ থেকে সাত।

সময় সীমা : আট মাস।

বিষয় : এ্যাথলেটিকস, বাস্কেট বল, রেসলিং, সুইমিং ও সকার।

বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর।

শিক্ষা : (১) ব্যাচেলার ডিগ্রী। কোচিং-এ ৯ মাসের ডিপ্লোমা পাতিয়ালার "ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব স্পোর্টস" থেকে অথবা ডিগ্রী ফিজিক্যাল এডুকেশনে। কিম্বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, সেই

সঙ্গে এন. আই. এস-এর ডিপ্লোমা। (২) অন্ততঃ পক্ষে স্পোর্টস' গ্রুপে এক বছরের মনিটারের অভিজ্ঞতা। (৩) কোচ হিসেবে দু'বছরের অভিজ্ঞতা। (৪) ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা।

বৃত্তি মূল্য : মাসিক ৩০০ মার্ক। লিটারেচার পড়ার জন্য ৩০ মার্ক। ১০০ মার্ক লাগেজ পরিবহনের জন্য।

(খ) স্কলারশিপস : জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক স্কলারশিপস্ ফর পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ।

বৃত্তি সংখ্যা : আট।

সময় সীমা : তিন বছর কিন্তু এক বছর ভাষা শিক্ষায়।

বিষয় : ইকনমিকস্, জিওলজি, ফরেস্ট্রি, বায়োলজি, ভেটারিনারি মেডিসিন, এগ্রিকালচার।

শিক্ষা : বিষয়ক স্নাতকোত্তর। অন্ততঃ পক্ষে দু'বছরের শিক্ষকতার বা রিসার্চের অভিজ্ঞতা। জার্মান ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ।

বৃত্তি মূল্য : প্রতি মাসে হাত খরচ ৪৭ মার্ক। বই কেনা—৪৭০ মার্ক। ও অন্যান্য।

প্যাসেজ : প্রার্থীর।

(গ) স্কলারশিপস্ : জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক স্কলারশিপস্ কার ফারদার ট্রেনিং অব নার্সেস।

বৃত্তি সংখ্যা : পাঁচ।

সময় সীমা : এক বছর। ভাষা শিক্ষায় তিন মাস।

বিষয় : মিডওয়াইফারি, ইনফ্যান্ট নার্স, মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (একসরে ল্যাব) থিয়েটার নার্স।

শিক্ষা ঃ নার্সিং-এ ডিপ্লোমা, সঙ্গে তিনবছরের অভিজ্ঞতা প্রার্থীকে পেশায় নিযুক্ত থাকা চাই।

বৃত্তি মূল্য ঃ ৩০০ ডি. এম

বয়ঃসীমা ঃ ৩৫-এর উর্দ্ধে নয়।

প্যাসেজ ঃ রিটার্ন জার্নি স্কলারশিপ দাতার।

(১০) ইটালী। (ITALY)

স্কলারশিপ ঃ ইটালিয়ান গর্ভনমেন্ট স্কলারশিপস

বৃত্তি সংখ্যা ঃ ছ'য়।

সময় সীমা ঃ এক বছর।

বিষয় ঃ মলিকিউলার বায়োলজি/মাইক্রো বায়োলজি, ইলেকট্রনিকস্, রেনফোর্সড সিমেন্ট কনস্ট্রাকসন।

শিক্ষা ঃ সেকেণ্ডক্লাস মাস্টার ডিগ্রী (বিষয়ক)। সেকেণ্ডক্লাস ব্যাচেলার ডিগ্রী ইলেকট্রনিকস্-এ অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। অথবা মাষ্টারস, ডিগ্রী ফিজিক্সে, সঙ্গে ইলেকট্রনিকস।

রেনফোর্সড সিমেন্ট কনসট্রাকশনে—সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সেকেণ্ড ক্লাস ব্যাচেলার ডিগ্রী।

বৃত্তি মূল্য ঃ প্রতি মাসে ১, ১০,০০০ লিরা (Lires) (ভারতীয় আনুমানিক ১৪০০ টাকার মত) বুক পারচেজ, ট্যুইশান ফি ও অন্যান্য বাবদ ৪০,০০০ লিরা (১০০০ টাকার মত)

বয়ঃসীমা : ৩০ বছর।

প্যাসেজ কস্ট ঃ ফ্রি এয়ার টিকেট যাওয়া এবং আসা।

(খ) স্কলারশিপস : ইটালিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন ইনস্টিটিউট (I. R. I.)

সময় সীমা : ৭ মাস।

বিষয় : রেডিও ও টেলিভিশান, টেলি কমিউনিকেশান।

শিক্ষা : রেডিও এবং টেলিভিশানের জন্য ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টারস' ডিগ্রী স্পেশাল রেফারেন্স হিসেবে ওয়ারলেশ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী ইলেকট্রিক্যালে কিম্বা ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। তিন বছরের অভিজ্ঞতা। সেইসঙ্গে ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট কোন স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট থেকে সিনেমাটোগ্রাফির ওপর।

আর টেলি কমিউনিকেশানের জন্য প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা থাকতে হবে যে গুলির ওপর—ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/টেলি কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রনিকস। কিম্বা প্রথম শ্রেণীর এম. এস. সি. ডিগ্রী ফিজিক্সে অথবা এ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে। তিনবছরের রিসার্চ/শিক্ষার অভিজ্ঞতা।

বৃত্তি মূল্য : ইটালিয়ান টাকার ১,৫০,০০ যার ভারতীয় আনুমানিক মূল্য ১৮৩০ টাকার মত।

বয়েস : ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে।

প্যাসেজ : প্রার্থীর নয়।

(গ) স্কলারশিপ : ইটালিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর ইকনমিক ডেভালাপমেণ্ট স্কলারশিপস। (I. S. V. E.)।

সংখ্যা : এক

সময় : ছ'মাস।

বিষয় : ইকনমিক ডেভালাপমেণ্ট।

শিক্ষা : স্নাতকোত্তর অর্থনীতিতে। অন্তত পক্ষে তিন বছরের রিসার্চ বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।

মূল্য : ৯০, ০০০ লিরা।

বয়স : ৪০ বছর।

প্যাসেজ : ফ্রি

১০ জাপান (JAPAN)

স্কলারশিপস : জাপানীজ গভর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ।

সময় সীমা : দেড় থেকে দু'বছর।

বিষয় : (১) ইলেকট্রনিক্স (২) জেনেটিক্স (৩) রেডিও বায়োলজি (৪) ওসান সায়েন্স (৫) মেটিওরোলজি (৬) এ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স।

শিক্ষা : অন্তর পক্ষে বিষয় প্রথম শ্রেণী। রেডিও বায়োলজিতে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী। ফিজিক্সে অথবা জুলজি এবং এম. বি। বি. এস. সেই সঙ্গে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট কোয়ালিফিকেশান রেডিওলজিক্যাল ফিজিক্সে/রেডিও থেরাপিতে।

মূল্য : মাসিক ৭৯'৫০০ ইয়েন। অন্যান্য ২?,০০০ ও ৩৫,০০০ ইয়েন বছরে।

বয়ঃসীমা : ৩৫-এর নিচে।

প্যাসেজ : ফ্রি।

১১ পোল্যাণ্ড (POLAND)

স্কলারশিপ : প্রোগ্রাম অব এক্সচেঞ্জ অব স্কলারস বিটুইন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড পোল্যাণ্ড : গভঃ অব পোল্যাণ্ড স্কলারশিপস।

বৃত্তিসংখ্যা : পাঁচ।

সময়সীমা : তিন বছর।

বিষয় : পেপার এ্যাণ্ড পাল্প টেকনোলজি, সেরামিক্স, গ্লাস টেকনোলজি, কোল মাইনিং এ্যাণ্ড মেটালার্জি।

শিক্ষা : মাষ্টারস' ডিগ্রী সেই সঙ্গে দু বছরের রিসার্চ/শিক্ষাকতা/কার্যকর অভিজ্ঞতা।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের নিচে।

বৃত্তিমূল্য : পোলিশ টাকায় (zlotys) ২,৪০০ (ভারতীয় আনুমানিক ৭৫০ টাকা।) থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ফ্রি।

প্যাসেজ কস্ট : ক্যাণ্ডিডেটের।

(খ) স্কলারশিপ : ক'এর অনুরূপ।

বৃত্তিসংখ্যা : তিন।

সময় সীমা : চার থেকে সাত মাস।

বিষয় : এ্যাডভান্স কোর্স ইন ইকনমিক প্ল্যানিং।

শিক্ষা : মাস্টারস' ডিগ্রী, সঙ্গে দুবছরের শিক্ষকতা বা রিসার্চের অভিজ্ঞতা।

বয়স : পঁয়ত্রিশের নিচে।

মূল্য : ২,৪০০ zlotys। (ভারতীয় ৭৫৬ টাকা) এ ছাড়া ট্যুইশান

ফি, থাকা খাওয়া, মেডিক্যাল কেয়ার, শিক্ষার জন্য প্রয়োজন এমন জিনিষ, এসব কিছু বিনা মূল্যে।

প্যাসেজকষ্ট : এটি ক্যাণ্ডিডেটকে দিতে হবে।

(গ) স্কলারশিপস : খ'এর অনুরূপ।

বৃত্তি সংখ্যা : এক থেকে তিন।

সময় সীমা : ছ' মাস।

বিষয় : টাউন এ্যাণ্ড কাণ্ট্রি প্ল্যানিং (এ্যাডভান্সকোর্স)

শিক্ষা : ভালজাতের ডিগ্রী অথবা পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা আর্কিটেকচারে এবং বিষয়ে দু বছরের অভিজ্ঞতা।

বৃত্তিমূল্য : মাসে ২,৪০০ zloty ও অন্যান্য খ' এর অনুরূপ।

প্যাসেজ মানি : প্রার্থীর।

(ঘ) স্কলারশিপস : গবর্ণমেণ্ট অব পোলাণ্ড স্কলারশিপস ফর রিসার্চ ট্রেনিং (ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন ব্রাঞ্চেস অব ইণ্ডাষ্ট্রী।)

বৃত্তি সংখ্যা : পঞ্চাশ।

সময় সীমা : একবছর।

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিঃ, মেসিনটুলস, ফাউণ্ড্রি ইঞ্জিঃ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিঃ, পাল্প ও পেপার টেকনোলজি, সেরামিক্স ও গ্লাশ টেকনোলজি, কোল মাইনিং, মাইনিং মেশিনারী, মেটালার্জি, আর্থমুভিং ইকুইপমেণ্ট, ইলেট্রনিক্স (টি. ভি. ম্যানুফ্যাকচার) টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রি, শিপ বিল্ডিং, এগ্রিকালচার মেশিনারি, জুট ইণ্ডাস্ট্রি।

শিক্ষা : অন্ততঃ পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী (বিষয়ক) ৮

লাইনের অভিজ্ঞতায় পাঁচ* বছর অতিবাহিত কোয়ালিফিকেশনের পরে।

মাইনিং-এর বেলায়, প্রথম শ্রেণীর মাইনিং ম্যানেজারস্' সার্টিফিকেট এবং একাধিকক্রমে পাঁচবছরের কার্যকর অভিজ্ঞতা।

বয়স : পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়।

মূল্য : ১,৯০০ থেকে ২,৩০০ zloty কোয়ালিফিকেশান অনুসারে। অন্যান্য, খ' এর অনুরূপ।

প্যাসেজ : প্রার্থীর।

১৩. সোভিয়েত রাশিয়া (U. S. S. R.)

স্কলারশিপস : ইউ, এস, এস, আর গভঃ স্কলারশিপস কর পোষ্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ/রিসার্চ, হায়ার স্পেশালাইজেশান এ্যাণ্ড কর ট্রেনিং ইন রাশিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ ট্রানশ্লেশান টেকনিকস।

বৃত্তিসংখ্যা : পঁয়ষট্টি। তার মধ্যে পাঁচটি স্কলারশিপস, আই, আই, টি (বম্বে), পাঁচটি নতুন দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাশিয়ান স্টাডি সেন্টারের।

সময়সীমা : ৪ বছর পোষ্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডি, ২ বছর স্পেশালাইজেশানের পক্ষে আর ৯ মাস হল রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ পদ্ধতির জন্য।

বিষয় : সায়েন্স (বিশেষ ব্রাঞ্চে) ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, রাশিয়ান ভাষা ও সাহিত্য, অনুবাদ পদ্ধতি।

শিক্ষা : ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি এবং বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য প্রথম শ্রেণীর মাষ্টারস্, ডিগ্রী অথবা ব্যাচেলার ডিগ্রী, (বিষয়ক) সেই সঙ্গে অন্ততঃ দুবছরের শিক্ষকতায়/রিসার্চে অভিজ্ঞতা বা কার্যকর অভিজ্ঞতা।

রাশিয়ান অনুবাদ পদ্ধতিতে ট্রেনিং-এর জন্য অন্ততঃ পক্ষে মাষ্টারস' ডিগ্রী বা ব্যাচেলার ডিগ্রী (প্রথম শ্রেণীর,) কোন ভারতীয় অথবা সোভিয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি অথবা দুটিতে :—

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিঃ, ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিঃ, মেটালার্জি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বটানি, জুলজি, জিওলজি, জিওফিজিক্স, ম্যাথামেটিক্স, মাইক্রো বায়োলজি, এগ্রিকালচার, মাইনিং, মেডিসিন, সার্জারি, ইলেকট্রনিক্স, আর্কিটেকচার এডুকেশান ও পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস ইঞ্জিনিয়ারিং।

অথবা ভারতীয় কোন প্রার্থীরপক্ষে ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর রাশিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজে।

ভারতীয় প্রার্থীর পক্ষে ডিগ্রীকোর্সে ইংরেজী অথবা যে কোন ভারতীয় ভাষা থাকতে হবে এবং রাশিয়ান ভাষা থেকে সেই ভাষায় অনুবাদে দক্ষ হতে হবে।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের নিচে কিন্তু চল্লিশের নিচে শুধু অনুবাদকের বেলায়।

মূল্য : প্রতি মাসে ১০০,০০ রুবল, (ভারতীয় ৪৩৩ টাকার মত) পি. এইচ, ডি-র জন্য। (১) প্রতিমাসে ১৫০,০০ রুবল (১,২৫০ টাকা)

উচ্চশিক্ষার স্পেশালাইজেশানে এবং অনুবাদকের ট্রেনিং-এর জন্য। (৩) ৮০,০০ রুবল (৬৬৬ টাকা) রাশিয়ান ভাষার প্রিপারেটারি কোর্সের জন্য (৬—১২ মাস)

প্যাসেজ কষ্ট : শিক্ষান্তে ঘরে ফেরার ভাড়া।

(খ) স্কলারশিপস : পিপল'স ফ্রেণ্ডশিপ ইউনিভার্সিটি, মসকো।

বৃত্তি সংখ্যা : ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য কুড়িটি।

সময় সীমা : ৬ বছর (ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন)

৫ বছর (ইঞ্জিনিয়ারিং/রাশিয়ান ভাষা)

৪ বছর (ইকনমিক্স, বা' ওয়াল্ড হিস্ট্রি)

বিষয় : মেসিন বিল্ডিং, কনসট্রাকশান, জিওলজি, ফিকিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস, মেডিসিন, এ্যাগ্রোনমি, রাশিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ ও লিটারেচার, ইন্টার ন্যাশানাল ল', ইকনমিক প্ল্যানিং, ওয়াল্ড হিস্ট্রি।

শিক্ষা : ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য অন্ততঃ পক্ষে প্রথম বিভাগে এবং শতকরা ৭৫ ভাগ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ, হায়ার সেকেণ্ডারী/ইন্টার/পি, ইউ, সি, অথবা সমতুল।

বয়েস : ১৯ থেকে ২৫ বছর ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য।

বৃত্তি মূল্য ; ৮০ থেকে ৯০ রুবল (৬৬৬—৭৫৯ টাকা) প্রতিমাসে এবং থাকা, ও চিকিৎসা ফ্রি এবং ফি বিহীন পড়া।

প্যাসেজ : স্কলারশিপ দাতার।

১৪. যুগোশ্লাভিয়া (YUGOSLAVIA)

স্কলারশিপ : এক্সচেঞ্জ অব স্কলারস বিটুইন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড

য়ুগোশ্লাভিয়া : য়ুগোশ্লাভিয়া গবর্ণমেন্ট স্কলারশিপ স্কিম।

সংখ্যা : তিন।

সময়সীমা : তিন বছর।

বিষয় : ইলেকট্রনিক্স শিপবিল্ডিং, ল্যাঙ্গোয়েজ।

শিক্ষা : অন্ততঃ প্রথমশ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী (বিষয়ক)। কিন্তু মাষ্টার ডিগ্রীর অগ্রাধিকার।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপস

১. অস্ট্রেলিয়া (AUSTRALIA)

স্কলারশিপস : কমনওয়েলথ স্কলারশিপস/ফেলোশিপস প্ল্যান—অস্ট্রেলিয়ান গভর্ণমেন্ট এ্যাওয়ার্ডস।

বৃত্তিসংখ্যা : নির্দ্দিষ্ট নয়। কমপক্ষে পাঁচজন।

সময়সীমা : নিম্নপক্ষে দু'বছর।

বিষয় : জিওফিজিক্স, জিওথারমাল টেকনোলজি, পেপার এ্যাণ্ড পাল্প টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, শিপ বিল্ডিং, উল সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজি এবং সোলার এনার্জি।

শিক্ষা : মাস্টারস' ডিগ্রী প্রথম শ্রেণীর।

বয়ঃসীমা : ২৮ বছরের নিচে।

বৃত্তিমূল্য : ২৫৬৩ অস্ট্রেলিয়ান অর্থমূল্য বছরে। পরিচ্ছদ ভাতা, অস্ট্রেলিয়ান টাকায় ১৩০। বিবাহিত পুরুষ প্রার্থীর জন্য ম্যারেজ এলাউন্স বছরে ৭০০ অস্ট্রেলিয়ান টাকায়। ছুটিতে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ভ্রমণের জন্য আরো ১ ০।

প্যাসেজ কষ্ট : গভর্ণমেন্টের।

(খ) স্কলারশিপস : অস্ট্রেলিয়ান গভঃ কালচারাল এ্যাওয়ার্ডস।

সংখ্যা : দুই।

সময়সীমা : ফেলোশিপের জন্য একবছর, কিন্তু ভিজিটারশিপের জন্য তিন মাসের অধিক নয়।

বিষয় : হিউম্যানিটিজ ও সোসাল সায়েন্স।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফেলোশিপ-এর পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। ভিজিটারস : হেড অব দি ·গভঃ ডিপার্টমেন্ট, ডেপুটি হেডস, সরকারী দপ্তরের সহ সচিব, সিনিয়ার এ্যাকাডেমিক মেন, সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত শীর্ষস্থানীয় অফিসার্স।

বৃত্তিমূল্য : ফেলো —১১৪০ ডলার প্রতি বছরে।

ভিজিটার—২৮ ডলার প্রতিদিন।

যাতায়াতের খরচ স্কলারশিপের।

২. কানাডা (CANADA)

স্কলারশিপ : কমনওয়েলথ স্কলারশিপস/ফেলোশিপস প্ল্যান। (কানাডিয়ান গভঃ স্কলারশিপস)

বৃত্তিসংখ্যা : কমপক্ষে চল্লিশ।

সময়সীমা : অন্তত পক্ষে দু'বছর।

বিষয় : পোষ্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডি অথবা রিসার্চের বিষয়—আর্কিওলজি, বেসিক সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, হিউম্যানিটিজ, এগ্রিকালচার ও ভেটারিনারি সায়েন্স।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাস্টার্স ডিগ্রী প্রথম শ্রেণীর সাধারণ ভাবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষ ডিপ্লোমা। (বিষয়ক)

বয়েস : পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়। ২২ থেকে ২৮ বছরের সুযোগ বেশী।

বৃত্তিমূল্য : ব্যক্তিগত রাহা খরচ প্রতিমাসে ২১০, ডলার বুক এলাউন্স প্রতি বছরে ১২০,০০ ক্লোদিং এ্যালাউন্স, ২৪০,০০ প্রথম বছরে এবং

পরের প্রতি মাসে, ১০'০০ থাকাকালীন সময়ে। এছাড়া অন্যান্য।

প্যাসেজ : প্রার্থীর নয়।

৩. ঘানা (GHANA)

স্কলারশিপস : কমনওয়েলথ স্কলারশিপস/ফেলোশিপ প্ল্যান—স্কলারশিপ অকার্ড বাই গভঃ অব ঘানা।

সংখ্যা : চার

সময়সীমা : দু'বছর।

বিষয় : আফ্রিকান ষ্টাডিজ।

শিক্ষা : প্রথম শ্রেণীর মাস্টারস' ডিগ্রী, প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রীসহ আর্টসে। দুবছরের শিক্ষায়/রিসার্চে অভিজ্ঞতা।

বৃত্তিমূল্য : সরকারী অর্থমূল্যে ১,৪৪০ প্রতি বছরে। বই কেনার জন্য আরো ৬১ (N. D.)

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়।

যাতায়াত : প্রার্থীর নয়।

৪. হং কং (HONG KONG)

স্কলারশিপস : স্কালারশিপ/ফেলোশিপ প্ল্যান—হং কং গবর্ণমেন্ট।

সংখ্যা : দুই।

সময় : দু বছর।

বিষয় : চীনা ভাষা ও সাহিত্য/বিজনেস এ্যাডঃ, মেডিসিন।

শিক্ষা : প্রথম শ্রেণীর মাস্টারস' ডিগ্রী, সঙ্গে রিসার্চ/টিচিং প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা অন্ততঃপক্ষে দু বছরের।

মূল্য : প্রতি মাসে ১২০০ (H K S) বই কেনা ৪০০ (H K S) প্রতি বছরে। এছাড়া অন্যান্য। বিবাহিত হলে অতিরিক্ত আরো— ১১০০ (H. K. S) মেনটেনেন্স এলাউন্স।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের নিচে।

প্যাসেজ : ডোনার কান্ট্রি॥

৫ রিপাবলিক অব শ্রীলঙ্কা (CEYLON)

স্কলারশিপস : কমনওয়েলথ স্কলারশিপস ইন দি রিপাবলিক অব শ্রীলঙ্কা।

সময়সীমা : দু'বছর।

বিষয় : ভেটারিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচার, সংস্কৃত, পালি, সিংহলিজ, তামিল, বুদ্ধিস্ট সিভিলাইজেশান।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর। (বিষয়ক) দুবছরের শিক্ষকতা/রিসার্চ/কার্যকর অভিজ্ঞতা।

মূল্য : মাসিক ৩৫০ টাকা। বই ও আনুসঙ্গিক—২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা। শ্রীলঙ্কার মধ্যে ভ্রমণের জন্য আরো ৩৫০ টাকা বছরে।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়।

প্যাসেজ : ফ্রি।

৬ নাইজেরিয়া (NIGERIA)

স্কলারশিপস : কমনওয়েলথ স্কলারশিপস : নাইজেরিয়ান গবর্ণমেন্ট।

সময়সীমা : দু'বছর।

বিষয় : এগ্রিকালচার, এ্যারাবিক এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আফ্রিকান স্টাডিজ, এরিড স্টাডিজ।

শিক্ষা : পূর্ববৎ।

মূল্য : বছরে ৭০০ পাউণ্ড। বুক গ্রান্ট ২৫ পাউণ্ড, শিক্ষা ভ্রমণ বাবদ—১০০ পাউণ্ড। এছাড়া বস্ত্র ভাতা ২৫ পাউণ্ড।

৭ ইউনাইটেড কিংডাম (UNITED KINGDOM)

(ক) স্কলারশিপ : অগাস্থা হ্যারিসন (AGASTHA HARRISON) মেমোরিয়াল ফেলোশিপ।

সংখ্যা : এক।

সময়সীমা : দুই থেকে তিন বছর।

বিষয় : ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা গবেষণার অভিজ্ঞতা পলিটিক্স, ইকনমিক্স অথবা মডার্ণ হিস্ট্রিতে। (নন ইণ্ডিয়ান)

বৃত্তিমূল্য : বয়স ও কোয়ালিফিকেশান অনুসারে ১৫০০ পাউণ্ড বছরে।

বয়ঃসীমা : ৩০ থেকে ৪০ বছর।

প্যাসেজ : দাতার।

(খ) স্কলারশিপস : ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপস।

সংখ্যা : দশ।

সময়সীমা : একবছর।

বিষয় : ইংলিশ স্টাডিজ, টিচিং অব ইংলিশ সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ হিসেবে। নাটক এবং ললিতকলা (ফাইন আর্টস), ব্রিটিশ বা ইউরোপিয়ান ইতিহাস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততঃ পক্ষে প্রথম শ্রেণীর বি. এ. ডিগ্রী এবং মুখ্য ইউরোপিয়ান ভাষায় জ্ঞান। (ইতিহাসের ক্ষেত্রে।) অন্ততঃপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর (ইংলিশ স্টাডির ক্ষেত্রে)। ড্রামার ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে ডিগ্রী ইংরেজীতে এবং ড্রামাতে ডিপ্লোমা। ফাইন আর্টসে, প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা স্বীকৃত বিদ্যায়তন থেকে। এ ছাড়া তিন বছরের শিক্ষাকতার অভিজ্ঞতা।

মূল্য : ৮৪ পাউণ্ড প্রতিমাসে ও বই কিনতে বছরে ২৫ পাউণ্ড।

বয়েস : পঁয়ত্রিশের নিচে।

প্যাসেজ : প্রার্থীর নয়।

(গ) স্কলারশিপস : কনফিডারেশন অব ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রি স্কলারশিপস।

সংখ্যা : পাঁচ।

সময়সীমা : ৪ থেকে ১২ মাস।

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সর্বস্তরে কার্যকর শিক্ষা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততঃপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রী অথবা সমতুল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। কার্যকর শিক্ষার নিম্নপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

মূল্য : ১২৩৬ পাউণ্ড প্রতি বছরে।

বয়স : পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়।

প্যাসেজ কস্ট : প্রার্থীর/নিয়োগ কর্তার/জামিন দাতার।

(ঘ) স্কলারশিপস : ইম্পিরিয়াল রিলেশানস ট্রাস্ট (ইউ. কে.) ফেলোশিপ।

সংখ্যা : দুই।

সময়সীমা : একটি শিক্ষা কাল। (সেসান)

বিষয় : ভারতীয় শিক্ষা সমস্যা।

শিক্ষা : এডুকেশানে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর, দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী বা মাস্টারস ডিগ্রী কলা বা বিজ্ঞান বিভাগে। ইউনিভার্সিটি/কলেজে শিক্ষকতায় তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

মূল্য : ৯০০ পাউণ্ড বছরে।

বয়স : ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে।

প্যাসেজকষ্ট : প্রার্থীর।

(ঙ) স্কলারশিপস : নেহেরু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (ইউ. কে.) স্কলারশিপস।

সংখ্যা : দুই।

সময়সীমা : এক বছর।

বিষয় : হিউম্যানিটিজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞান।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততঃ পক্ষে প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান/কলা/স্যোসাল সায়েন্স অথবা অন্ততঃ পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ব্যাচেলার ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। সঙ্গে দু বছরের অভিজ্ঞতা।

মূল্য : অক্সফোর্ড এবং কেম্বিজের পক্ষে ১২০০ পাউণ্ড বছরে।

লণ্ডন ইউনিভার্সির পক্ষে, ১১৫০ এবং ১১০০ পাউণ্ড অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে।

বয়ঃসীমা : পঁয়ত্রিশের নিচে।

প্যাসেজ কষ্ট : উভয় ক্ষেত্রেই ভারত সরকারের।

(চ) স্কলারশিপস : সায়েন্স রিসার্চ স্কলারপিশস অব দি রয়াল কমিশান ফর দি একজিবিশান অব 1851 এ্যাণ্ড রুথারফোর্ড স্কলারশিপস অব দি রয়াল সোসাইটি।

সংখ্যা : দশ।

সময়সীমা : কম পক্ষে দু'বছর।

বিষয় : বয়োলজিক্যাল/ফিজিক্যাল সায়েন্স অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং।

শিক্ষা : প্রথম শ্রেণীর মাষ্টারস ডিগ্রী। (বিষয়ক) এবং দুবছরের কার্যকর অভিজ্ঞতা।

মূল্য : ১২০০ পাউণ্ড বছরে। এক্সট্রাগ্রাণ্ট, ২৫ পাউণ্ড। এ ছাড়া ভারত সরকার প্রদত্ত দেয় প্রভৃতি।

বয়েস : ছাব্বিশ বছরের নিচে।

প্যাসেজ : ভারত সরকার সহায়তা করবেন, ভারতীয় মূল্যে ১৫০ পাউণ্ডের মত খরচ দিয়ে।

(ছ) স্কলারশিপস : কমনওয়েলথ এডুকেশান স্টাডি, ফেলোশিপ স্কিম।

সংখ্যা : ৩০

সময়সীমা : (১) শর্টটার্ম ফেলোশিপ (তিন মাসের নিচে অথবা এক বছরের ওপরে নয়) (২) একবছরের ফেলোশিপ।

বিষয় : এডুকেশানাল টেকনোলজি, টিচিং অব নিউ ম্যাথামেটিকস, নিউ মেথড অব সায়েন্স টিচিং, টিচিং অব ইংলিশ এ্যাজ এ ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ, ক্যারিকুলাম ডেভালাপমেন্ট, এডুকেশানাল গাইডেন্স, ট্রেনিং অব টিচার্স অব ডেফ, ডাম্, মেন্টালি এ্যাণ্ড ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড চিলড্রেন, এনভায়রণ মেন্টাল স্টাডিজ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততঃ পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচেলারস ডিগ্রী আর্টস বা সায়েন্সে, ব্যাচেলার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা এডুকেশানে, পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। (এডুকেশানাল টেকনোলজি)

অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায় একই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচেলারস' ডিগ্রী (বিষয়ক)। টিচিং অব ইংলিশ এ্যাজ এ ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ-এর জন্য অন্ততঃ পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টারস' ডিগ্রী। সর্বক্ষেত্রেই পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়ঃসীমা : ১৩ থেকে ৪৫ বছর।

মূল্য : সর্বপ্রকার প্রদেয় ভাতাদি।

প্যাসেজ : স্কলারশিপ দাতার।

(জ) স্কলারশিপস : কমনওয়েলথ স্কলারশিপস এ্যাণ্ড ফেলোশিপ প্ল্যান : কমনওয়েলথ মেডিক্যাল এ্যাওয়ার্ডস।

সংখ্যা : ৯০ জন (কমনওয়েলর্থ সদস্যভূক্ত সব দেশ মিলে)

সময়সীমা : একবছর।

বিষয় : মেডিসিন, সার্জারি, ডেনটিসট্রি, ও বেসিক মেডিক্যাল সায়েন্স।

শিক্ষা : এম. ডি./এম. এস.

বয়ঃসীমা : ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

মূল্য : ১৭২০ পাউণ্ড বছরে। বুকগ্র্যান্ট বছরে, ৪০ পাউণ্ড, ক্লোদিং গ্রান্ট, ৫৫ পাউণ্ড। বিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসে থাকার নিমিত্ত মাসিক ৩২ পাউণ্ড এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের জন্য (১৬ বছর পর্যন্ত) যথাক্রমে ৭, ৫, ৪ পাউণ্ড প্রতি মাসে।

বিভিন্ন দেশ বা কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কয়েকটির আলোচনা এখানে করা হল। উল্লিখিত স্কলারশিপগুলির বিবরণ ১৯৭৫ সালে ভারত সরকারের "শিক্ষা ও সমাজসেবা মন্ত্রক" কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক থেকে গৃহীত।
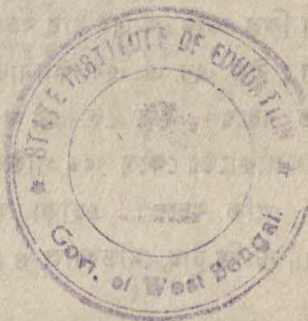
ভারতীয়দের বিদেশ-বৃত্তি

"স্কলারশিপস ফর স্টাডি এ্যাব্রড ফর ইণ্ডিয়ান" এই পর্ধায়ে 1971-72 সালে ভারত সরকার "ন্যাশনাল স্কলারশিপস ফর স্টাডি এ্যাব্রড" এই প্রকল্পটি রচনা করেন যার লক্ষ্য হল প্রকৃত মেধাবী ও আর্থিক সঙ্গতিহীন ছাত্রদের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষালাভে আর্থিক সহায়তা করা। বৃত্তিটি একমাত্র পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাস্তরে প্রযোজ্য এবং উচ্চতর শিক্ষালাভ প্রমাণ সাপেক্ষে।

(ক) স্কলারশিপস : ন্যাশনাল স্কলারশিপস ফর স্টাডি এ্যাব্রড।

বৃত্তিসংখ্যা : ৫০ (সাধারণভাবে প্রতি বছরে।)

সময়সীমা : নির্বাচিত কোর্সের মেয়াদকাল। সাধারণভাবে তিন বছরের মধ্যে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই চার বছরের বেশী নয়।

বৃত্তিমূল্য : ইউ. এস. এ. এবং ক্যানাডার জন্য ইউ. এস. ডলারে ২৫২০ প্রতি বছরে। ইউ. কে.-এর জন্য ৭০০ পাউণ্ড প্রতি বছরে। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের ক্ষেত্রে ৭৫০ পাউণ্ড। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ৭০০ পাউণ্ড প্রতি বছরে। এছাড়া আরো কিছু সুযোগ, যেমন বইপত্র কেনা, স্টাডি ট্যুর, মেডিক্যাল ও হেলথ ইন্স্যুরেন্সর খরচাদি প্রভৃতি।

প্যাসেজ : প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া বাসস্থান থেকে ভারত ছাড়ার বন্দর পর্যন্ত। (খ) সী-প্যাসেজ দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুই স্তরের। (গ) ক্ষেত্রে বিশেষে ঘরে ফেরার ভাড়া।

পাঠ্যবিষয় : কোন বিধিনিষেধ নেই, তবে সেইসব ক্ষেত্র বিবেচ্য

যে ধরনের উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা দেশের পক্ষে হিতকর।

বাঞ্ছনীয়ঃ অন্ততঃপক্ষে প্রথম শ্রেণী ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে। অথবা প্রথম শ্রেণীর মাস্টারস' বা অনার্স ডিগ্রী অন্যান্য বিষয়ে। অভিভাবকের আয় সর্বস্তর মিলিয়ে বছরে ১২,০০০ টাকার ওপরে নয়। প্রার্থী চাকুরিরত হলে তার আয় মূল আয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে।

বয়ঃসীমাঃ ২১ বছর, (ডিগ্রী কোর্স) ২৮ বছর (পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স থেকে পি. এইচ. ডি পর্যন্ত) এবং ৩৩ বছর (পোষ্ট ডক্টরাল কোর্স।)

(খ) পার্শিয়াল ফিনালসিয়াল এ্যাসিস্ট্যান্ট (লোন স্কিম)

(১) লোনস পেয়েবল্ ইন করেন কান্ট্রিজ।

(২) লোনস পেয়েবল্ ইন ইণ্ডিয়া।

(বিশদ বিবরণ যোগাযোগ সাপেক্ষে।)

তথ্যপত্র

বিদেশ গমনেচ্ছু ভারতীয় ছাত্রদের জন্য কিছু জ্ঞাতব্য তথ্যের এখানে বিবরণ দেওয়া হল। যেমন স্টাডি কোর্স, কোন ইউ-নিভার্সিটিতে কী ধরনের ভর্তির সুযোগ সুবিধা, পড়াশুনার খরচাদি, বাসস্থান, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ভিসা সংগ্রহ, পাসপোর্ট এবং প্যাসেজ মানি, ভারত ছাড়ার আগে প্রতিটি ছাত্রের এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। এগুলি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানবার কেন্দ্র বহু ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত—

(১) স্টুডেন্টস এ্যাডভাইসারি ব্যুরো।

(২) স্টুডেন্টস ইনফরমেশান সার্ভিস ইউনিট, ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশান, মিনিস্ট্রি অব এডুকেশান এ্যাণ্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লি।

জ্ঞাতব্য

প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে ভারতীয় ছাত্র যখন ভারতের বাইরে তখন ভারতীয় রীতি বা আচরণ স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশীর কাছে নতুন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে একজন ছাত্র বিদেশের জল হাওয়ায় থাকলেও আসলে সে ভারতের প্রতিনিধি। তার আচরণ বা রীতিনীতিতে একজন বিদেশীর কাছে ভারত সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা জন্মাতে পারে। অতএব তার উদ্যম, প্রচেষ্টা, রীতিনীতি, আচরণ বা ব্যবহার যেন দু দেশের সৌহার্দপূর্ণ আবহাওয়াকে কলুষিত না করে।

ভারত ত্যাগের পূর্বে বহু রকমের প্রশ্ন বা সমস্যা একজন ছাত্রের অন্তরে জাগতে পারে। যেমন, সে দেশের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি। বিদেশের মাটিতে পা বাড়াবার আগে নিজেকে একেবারে অজ্ঞ হিসাবে প্রকাশ করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ দেশ ছাড়ার আগে প্রার্থীকে মেডিক্যাল ফিটনেস বা অপর দেশের জল হাওয়া বা অবস্থার সঙ্গে কতখানি নিজেকে মানাতে পারবে, সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে ঠাণ্ডা বা ড্যাম্প আবহাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তৃতীয়তঃ খাদ্য। কারণ ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশের খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এ সম্বন্ধে সরকারী এই তথ্য গ্রহণের গ্রন্থটিতে মন্তব্য আছে—"Incidentally, it may be good idea to eat western food in restaurents, etc. for some time befor leaving India to ensure that it has no ,unpleasant effect on your health."

সেশান কখন আরম্ভ হয়

সাধারণ ভাবে লক্ষ করা গেছে ইউ. এস. এ., ইউ. কে., কানাডা, ইউ. এস. এস. আর, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে ভারতীয় ছাত্রদের ভীড় খুব বেশী। এই সব দেশে শিক্ষাবর্ষ (Session) কখন সুরু হয় তার বিবরণ দেওয়া হল।

ইউ. কে.-র ইউনিভার্সিটি বা কলেজগুলিতে শিক্ষা বর্ষ শুরু হয় প্রতি বছরে সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা অক্টোবরের প্রথমে।

ইউ. এস. এ.-র অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাবর্ষ ন' মাসের। সেপ্টেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত।

কানাডা-র শিক্ষাবর্ষ দুইটি টার্মে-এ (Term) বিভক্ত। প্রতি টার্ম-এর সময়সীমা চার মাসের। সেপ্টেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে "সেমেস্টার" (Semester) প্রথা এবং তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন ঃ—মে—আগস্ট, সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর এবং শীতকালীন, জানুয়ারি থেকে এপ্রিল।

ফ্রান্সের শিক্ষাবর্ষের শুরু অক্টোবর মাসের এক তারিখ এবং শেষ হয় জুন মাসের তিরিশ তারিখে।

ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানীর (West Germany) শিক্ষাবর্ষ দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। এই পর্যায় (Semester) দুটি শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন্। প্রথমটি ১লা অক্টোবর থেকে ৩১শে মার্চ এবং দ্বিতীয়টি ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর। টেকনিক্যাল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষাবর্ষের আরম্ভ ১৫ই অক্টোবর প্রতি বছরে। এইসব বিদ্যায়তনে ছাত্রভর্তি কেবলমাত্র শীতকালীন পর্যায়ে। (১৫ই অক্টোবর)

অন্যান্য গুলির শিক্ষাবর্ষ নিম্নরূপ—

অস্ট্রেলিয়া	—	ফেব্রুয়ারি
অস্ট্রিয়া	—	অক্টোবর
বেলজিয়াম	—	"

চেকোশ্লোভাকিয়া	—	অক্টোবর
ইটালি	—	নবেম্বর
জাপান	—	এপ্রিল
পোলাণ্ড	—	অক্টোবর
স্যুইডেন	—	সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারি
স্যুইজারল্যাণ্ড	—	অক্টোবর ও এপ্রিল
ইউ. এস. এস. আর	—	সেপ্টেম্বর

ভর্তি এবং যোগ্যতা

যেহেতু ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে অত্যধিক ভীড় লক্ষ্য করা যায় ব্রিটিশ ইনস্টিটিউটে এবং আগামী তিন বছরের জন্য আসনের সঙ্কুলান হয় না, সেহেতু ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনস' অফিসে সময় চেয়ে দরখাস্ত জমা দিতে হয়। দরখাস্ত দিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে।

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যায়তনে ভারতীয় ছাত্রদের ভর্তির মানদণ্ড যোগ্যতা। কারণ তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সম্মুখীন তাকে হতে হয়।

ইউ, কে-তে সাধারণভাবে ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে, প্রথমশ্রেণীর গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী। অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৬০ নম্বর পাওয়ার ভিত্তিতে। পোষ্টগ্র্যাজুয়েট স্তরের 'মেডিক্যাল' বিষয়ক পাঠের জন্য পূর্বাহ্ণে GMC-তে নাম রেজেস্ট্রি আবশ্যিক। G. M. C. কোন ওভারসীজ ডক্টরকে রেজিস্ট্রেশান মঞ্জুর করেন না, যতক্ষণ না প্রাথমিকভাবে ভাষা এবং

পেশায় যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন। এই পরীক্ষা হয় ব্রিটেনে এবং পরীক্ষা পরিচালনা করেন "টেম্পোরারি রেজিস্ট্রেশান এ্যাসেসমেন্ট বোর্ড"। বিশদ বিবরণ জ্ঞাতব্যের ঠিকানা—Registrar, General Medical Council, Overseas Registration Division, 25, Gosfield Street, London WIP 8 BP.

ঐই বিধি ইউ. এস. এ.-তেও। পূর্বাহ্নে সংযোগের জন্য সেখানকার ঠিকানা—Educational Council for Foreign Medical Graduates (ECFMG). 3624 Market Street, Philadelphia, pa 19104, USA.

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পড়বার জন্য USA-তে ভারতীয় ছাত্রের কোন ব্যবস্থা নেই। যা আছে, তা হায়ার স্টাডিজ-এর জন্য।

ফ্রান্সে ভর্তির পক্ষে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের B. A বা B. Sc. হলে চলে, কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় BA, স্তরের ডিগ্রীকে হতে হবে ফরাসী ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী 'বাকালরিয়া'-র (Bacca laureat) সমান এবং M. A ডিগ্রীকে হতে হবে ফ্রেঞ্চ ডিগ্রী (Licence) সমতুল। হিউম্যানিটিজের পক্ষে।

ভাষার দিক থেকে ইংরেজী ভাষা ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বিশেষ করে ইউ. কে-র পক্ষে কিম্বা ইংরেজীভাষী কোন দেশের পক্ষে।

ভাষার দিক থেকে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন, ইটালী, জাপান বিশেষ করে নিজেদের ভাষাকে শিক্ষার ভাষা হিসেবে গণ্য করে।

অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিশেষ করে "দি ইউনাইটেড স্টেটস এডুকেশনাল ফাউণ্ডেশান ইন ইণ্ডিয়া" নতুন দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ এবং কলকাতায় প্রতি বছরে ইউ. এস. এ—তে গমনেচ্ছু ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি ওরিয়েন্টেশান প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেন যার মূল লক্ষ্য হল, ও দেশের ডে-টু-ডে লাইফ সম্পর্কে অবহিত করা।

পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। সর্বপ্রকারে মিশন সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ফরেন এক্সচেঞ্জ

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বিদেশী মুদ্রা দিয়ে থাকেন ভারতীয় ছাত্রদের, ভারতের বাইরে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই চার বৎসরের অধিককাল নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্ধারিত আবেদন পত্রে পূর্বাহ্নে আবেদন করতে হয়। অবিশ্যি কোন ফরেন বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রমাণ সাপেক্ষে। এক্সচেঞ্জ পাওয়ার পক্ষে শিক্ষার বিষয়গুলি হল—

১. ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড টেকনিক্যাল স্টাডিজ

শর্ত : ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অথবা B. Sc. ডিগ্রী কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। মার্কস, অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৫৫% এবং পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সেও।

২. আর্টস ও সায়েন্স সাবজেক্ট

শর্ত : পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী বা ডিপ্লোমায় শতকরা ৫৫ ভাগ নাম্বার। ইউ. কে-তে বার-এ্যাট-ল' করার ক্ষেত্রেও ফরেন এক্সচেঞ্জ প্রদান করা হবে কিন্তু অন্যান্য খরচ বাদে শুধু 'ফি' বাবদ।

৩. মেডিক্যাল কোর্স

গ্র্যাজুয়েট অথবা পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্তরে ডাক্তারী বিষয়ের পড়াশুনায় এমন কি এফ, আর, সি, এস. কিম্বা এম, আর, সি, পি,-তেও ফরেন

এক্সচেঞ্জ হয় না। ডাক্তারী বিষয়ক শিক্ষা পর্যায় যে স্তরে হয়ে থাকে—(১) এম, বি, বি, এস, হতে হবে, সেই সঙ্গে থাকতে হবে সাত বছরের অভিজ্ঞতা। (২) অন্ততঃ শতকরা ৬০ ভাগ নাম্বার পেয়ে পাস এবং তিন বছরের অভিজ্ঞতা। (৩) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি. অথবা এম. এস. (৪) শিক্ষান্তে ভারতে ফিরে আসতে হবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, দন্ত বিষয়ক ট্রেনিং-এর পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্তরে। কিন্তু শর্ত হল—(১) এগ্রিগেট-এ শতকরা ৬০ ভাগ নাম্বার পেয়ে পাস। (২) ডেনটিস্‌ট্রি-তে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী এবং তিন বছরের অভিজ্ঞতা। (৩) প্রমাণ দাখিল করতে হবে যে বম্বে, লক্ষ্ণৌ অথবা অমৃতসর-এ ভর্তিতে স্থান সঙ্কুলান নয়। (৪) শিক্ষান্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন।

ভেটারিনারি সায়েন্সেও ফরেন এক্সচেঞ্জের সুযোগ পেতে হলে শতকরা ৫৫ ভাগ নাম্বার পেতে হবে। পাওয়া যায়, পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্তরে এবং ভেটারিনারি বা এ্যানিম্যাল সায়েন্সের পি. এইচ. ডি. স্তরে।

(৪) আদার স্টাডিজ

হায়ার সেকেণ্ডারী পাস কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডিগ্রী পড়ার ভারতে তাদের সুযোগ নেই। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও শতকরা ৬০ ভাগ নাম্বার পেয়ে এইচ. এস. পাস করতে হবে।

আর কিছু সীমিত সুযোগের ব্যবস্থা আছে OPO স্কলারের ক্ষেত্রে (Office for Placement of Overseas Scholars) ব্রিটিশ স্কুলে ভর্তির জন্য।

৫. আদার কোর্সেস অব স্টাডি

(ক) নেভিগেশান

নেভিগেশান কোর্সের জন্য এক্সচেঞ্জও মঞ্জুর করা হয় কিন্তু প্রার্থীকে তার আগে মাস্টারস' সার্টিফিকেট অর্জন করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে প্রার্থী একস্ট্রা মাস্টার'স সার্টিফিকেট অর্জন করতে চলেছে।

(খ) ইণ্টারপ্রেটার'স কোর্স

সীমিত সংখ্যক ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা। প্রার্থী যদি মনস্থ করে স্যুইজারল্যাণ্ডে ইণ্টারপ্রেটার'স কোর্স-এ ভর্তি হবে, যে ইণ্টার-প্রেটারস' স্কুল, জেনেভা ইউনিভার্সিটির অধীনে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা পড়ান। প্রার্থীকে অবশ্যই মাস্টার ডিগ্রী হোল্ডার হতে হবে অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ নাম্বার পেয়ে।

(গ) ল্যাঙ্গোয়েজ কোর্স

ইউরোপিয়ান কোন দেশে শর্ট কোর্স ভাষা স্তরে। ইউরোপিয়ান ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে এবং টেকনিক্যাল বা নন-টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তি সাপেক্ষে।

(ঘ) পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী

টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল কোর্সে। কিন্তু তার পূর্বে প্রার্থীকে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট স্তর অতিক্রম করতে হবে। যার পরবর্তী স্তর পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী। সময় সীমা দুই স্তরে পাঁচ বছরের অধিক হবে না।

(ঙ) পোষ্ট ডক্টর‍্যাল রিসার্চ

ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়া প্রার্থী সাধারণ ছাত্রদের মত করেন এক্সচেঞ্জ পেতে পারেন পোস্ট ডক্টর‍্যাল রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য।

(চ) ফাইন আর্টস এ্যাণ্ড কমার্শিয়াল আর্টস

চারু কলা বিষয়ক পাঠ গ্রহণের জন্য বিদেশী মুদ্রা গ্রাহ্য হয় কিন্তু প্রার্থী উক্ত বিষয়ে দক্ষ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন প্রমাণ সাপেক্ষে।

(ছ) ফরেস্ট্রি

ফরেস্ট্রি এই বিষয়ে পাঠগ্রহণের জন্য বিদেশী মুদ্রা গ্রাহ্য হয় যদি প্রার্থী এই বিভাগের বিশেষ স্তরে পাঠ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু প্রার্থীকে তার আগে শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর পেয়ে দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা কোর্সে পাস থাকতে হবে। (AIFC)

(জ) মিসেলেনিয়াস কোর্সেস

এয়ার লাইনস-এ যুক্ত এমন প্রার্থীর পক্ষেও ফরেন এক্সচেঞ্জ পাওয়া সম্ভব যদি প্রার্থী এয়ারট্রাফিক কোর্স, এ. এম. ই. কোর্স, হেলিকপটারস কোর্স, পাইলট'স কোর্স অথবা রাডার ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হয়।

এ ছাড়া টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অনুসারে নার্সিং কোর্সের প্রার্থী ফেলোশিপের জন্য ও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে।

(ঝ) এ্যাপ্রেন্টিসশিপ/প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং

এ ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কোর্স স্তরে ট্রেইনী হতে হবে। ম্যাট্রিকুলেশান এইচ. এস. বা সমতুল পরীক্ষায় শতকরা ৫০ নম্বর রাখতে হবে। ট্রেইনীকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। অথবা নিয়োগ কর্তার তত্বাবধানে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হতে হবে। অন্ততঃ সেক্ষেত্রে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে।

(ঞ) চার্টার্ড একাউণ্টেনসি

এ বিষয়েও এক্সচেঞ্জ লাভের সুযোগ আছে কিন্তু প্রার্থীকে অবশ্যই প্রমাণ দাখিল করতে হবে যে ইউ, কে-র কোন চাটার্ড ফার্ম আর্টিকেলড ক্লার্ক হিসেবে প্রার্থীকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ইউ, কে,-র ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। প্রার্থীকে পরীক্ষা দিতে হয় "ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড একাউন্টেনসি-এর মাধ্যমে।

বিবিধ

ভারতীয় প্রার্থী বিদেশের যে কোন বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেনিং বা উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ নিতে পারে কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া-কৃত কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে। ভারত সরকারের তালিকা অনুসারে ইউ, এস, এ-র যে বিশ্ববিদ্যালয় গুলির জন্য এক্সচেঞ্জ অনুমোদন হয় না। সেগুলি হল—

১। লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি, সান ফ্রানসিস্‌কো।

২। কলম্বিয়া বিজনেস ইউনিভার্সিটি, ওহিও।

৩। হিলড্ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড বিজনেস কলেজ, ক্যালিফোর্নিয়া।

৪। প্যাসিফিক স্টেটস ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া।

৫। পামবিচ ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্ট পামবিচ, ফ্লোরিডা।

বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে-র সঙ্গে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। মূল ঠিকানা, দি ডেপুটি কণ্ট্রোলার, এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোল ডিপার্টমেণ্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, পোঃ বক্স নং, ১০৫৫, বম্বে। দিল্লির জন্য, পোঃ বঃ নং ৬৯৬, আর কলকাতার জন্য, পোঃ বঃ নং ৬৬৪, কলকাতা।

আবেদন পদ্ধতি

উচ্চতর শিক্ষা বা ট্রেনিং-এর বিষয়, বিদ্যায়তন বা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশ, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার পর নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হয়। পাওয়া যায় নিকটস্থ স্টুডেন্টস এ্যাডভাইসারি ব্যুরো বা প্রার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথবা সংগ্রহ করা যায় সেই দেশে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান মিশন অফিসে কিংবা সরাসরি সেই দেশের বিদ্যায়তন বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

আবেদন পত্র যথাযথভাবে পূরণ করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল ইত্যাদি সহ উল্লিখিত কোন সংস্থায় পৌঁছে দিতে হয়। ইউনাইটেড স্টেটস-এ অবস্থিত কোন কোন বিদ্যায়তন বা বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানীর কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের নিজস্ব আবেদন পত্রে আবেদন করা ছাড়া মঞ্জুর করেন না। সে ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন বা বন-এ অবস্থিত ইণ্ডিয়ান এম্বাসির শিক্ষা দপ্তরে অথবা সরাসরি বিদ্যায়তন গুলিতে সংগ্রহের জন্য লিখতে হয়। এইসব দরখাস্ত কমপক্ষে এক বছর আগে করাই বিধেয়।

প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানবার জন্য ঠিকানা—বোর্ড অব এ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং", বম্বে, কলকাতা, কানপুর এবং মাদ্রাজ-এ অবস্থিত। ক্র্যাফটসম্যান ট্রেনিং সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জ্ঞাতব্যের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে: ডিরেক্টর-জেনারেল অব এমপ্লয়মেন্ট এ্যাণ্ড ট্রেনিং, মিনিস্ট্রি অব লেবার, গবর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, শ্রমশক্তি ভবন, নিউ দিল্লি।

পাশপোর্ট ঃ ভিসা

এ্যাডমিশান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর পাশপোর্ট সংগ্রহ করতে হয়। দরখাস্ত পত্র পাওয়া যায় যে সমস্ত অফিস থেকে—কমিশনার/কালেক্টার/ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা যে কোন রিজিওন্যাল পাশপোর্ট অফিস।

দিল্লি অফিসের ঠিকানা, জম্মু/কাশ্মীর ও রাজস্থান সমেত—Regional Passport & Immigration Office, 2nd. Floor 'D' Wing. Shastri Bhavan, Dr, Rajenda Prosad Road, New Delhi—I

ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য, আসাম, বিহার, মনিপুর, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, সিকিম, মিজোরাম এবং অরুণাচলপ্রদেশ সহ—Regional Passport & Emigration Office, 4, Brabourne Road, Calcutta.

এবারে ভিসার পালা। পাঠ-এর জন্য নির্দিষ্ট যে দেশ, ভারতে অবস্থিত সে দেশের হাই কমিশান অফিস থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হয়। কমনওয়েলথ সদস্যভূক্ত নয় এমন দেশের ওপর দিয়ে যদি অতিক্রম করতে হয় তবে সে দেশের প্রতিনিধির কাছ থেকে ট্রানজিট ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি ইউ. এস. এ. হয়ে ক্যানাডা যেতে হয় তাহলে এদেশের আমেরিক্যান ডিপ্লোম্যাটিক মিশন থেকে ট্রানজিট ভিসা সংগ্রহ করে নিতে হবে। যেমন সমুদ্রপথে যদি স্যুইজারল্যাণ্ডে যেতে হয় তাহলে ইটালীর

কাছে থেকে ট্রানজিট ভিসা পেতে হবে। আর ছুটিতে যে দেশে বেড়ানোর ইচ্ছা সে দেশের ভিসাও পেতে হবে প্রার্থীকে। ইউ. এস. এ. -র কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে পূর্বভারতের প্রার্থীর জন্য ভিসা-অফিসের ঠিকানা—The US Consular Officer, 3—A, Shakespeare Sarani, Calcutta—700016

ভিসা ব্যক্তিগত ভাবে অফিসে উপস্থিত হয়ে পেতে হয়, ডাক যোগে পাওয়া যায় না।

স্টুডেণ্টস এ্যাডভাইসারি ও এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো

জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য বা বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যুক্ত আছে এই ধরণের সংস্থা বা বিভাগ, যেখান থেকে ভারতীয় ছাত্ররা দেশ ছাড়ার পূর্বে বা দেশে ফেরার পর তাদের জিজ্ঞাসার অনেক কিছু উত্তর এখানে পেতে পারে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যুক্ত এমন ৮২ টি ব্যুরোর মধ্যে দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গের ঠিকানাগুলি দেওয়া হল।

১. অফিসার-ইন-চার্জ, দি দিল্লি ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়মেণ্ট ইনফরমেশান এ্যাণ্ড গাইডেন্স ব্যুরো। টিউটোরিয়াল লাইব্রেরি বিল্ডিং, দিল্লি—৭

২. এমপ্লয়মেণ্ট ইনফরমেশান এ্যাণ্ড গাইডেন্স ব্যুরো। জওহর লাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি, রুম নং, ০১০, ওল্ড লাইফ ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, এন. এ. এ. ক্যাম্পাস, নিউ মেহেরাউলি রোড, নিউ দিল্লি-১১০০৫৭

৩. হেড, ট্রেনিং এ্যাণ্ড প্লেসমেণ্ট ইনস্টিটিউট। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, নিউ দিল্লি—১১০০২৯

৪. দি অফিসার-ইন-চার্জ, এমপ্লয়মেণ্ট ইনফরমেশান এ্যাণ্ড এ্যাসিস্ট্যান্স ব্যুরো। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, জামিয়া নগর, নিউ দিল্লি-১১০০২৫

৫. প্রফেসার-ইন-চার্জ, ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়মেণ্ট ইনফরমেশান

এ্যাণ্ড এ্যাসিস্ট্যান্স ব্যুরো। .জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, জামিয়া নগর, নিউ দিল্লি-১০০২৫

৬. প্লেসমেন্ট এ্যাণ্ড স্টুডেন্টস ওয়েলয়ার অফিসার। বর্ধমান ইউনিভার্সিটি, গোলাপ বাগ, বর্ধমান।

৭. দি সেক্রেটারি, এ্যাপয়েন্টমেন্ট এ্যাণ্ড ইনফরমেশান বোর্ড এ্যাণ্ড স্টুডেন্টস এ্যাডভাইসারি ব্যুরো। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা, সেনেট হাউস, কলকাতা-১২

৮. অফিসার অব প্লেসমেন্ট এ্যাণ্ড ট্রেনিং। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলকাতা-৭০০০৩২

৯. দি ডিন অব স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার, বিশ্বভারতী, পো: অ: শান্তিনিকেতন-৭৮২৩৫, জেলা-বীরভূম।

পাঠ পোষন খাতে

ভারতীয় ছাত্রের কোন দেশে পাঠগ্রহণের এবং সে দেশে নিজেকে ভরণ পোষণ খাতে যে খরচ হয় উদাহরণ স্বরূপ দু'একটি দেশের মোটামুটি ভাবে তার একটা গড়পড়তা হিসেব দেওয়া গেল। খরচটি মাসিক এবং দেশ ও কালের ব্যবধানে পরিবর্তনশীল।

অষ্ট্রিয়া

			গড়ে
১. থাকা, (ভাড়া, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস প্রভৃতি ...)	এ. এস.	৬০০—১২০০ ...	৯০০
২. খাওয়া	”	১০০০—১৩০০ ...	১১৫০
৩. জামা কাপড় ..	”	১০০— ৫০০ ...	৩০০
৪. যাতায়াত ...	”	২০০— ৩০০ ...	২৫০
৫. সাংস্কৃতিক খাতে ...	”	১০০— ৫০০ ...	৩০০
৬. খেলাধূলা ও অন্যান্য খাতে	”	১০০— ৫০০ ...	৩০০
মাসিক খরচ ...	”	২১০০—৪৩০০	=৩২০০ গড়ে

ক্যানাডা

১. ট্যুইশান...	ক্যানাডিয়ান ডলার	৬০০— ১০০০
২. বইপত্তর ...	”	৫০— ১৫০
৩. বাসস্থান ...	”	১৮০০— ২৫০০
৪. জামা কাপড় ...	”	— ৩০০
৫. সাংস্কৃতিক ...	”	— ২৫০
৬. মেডিক্যাল ...	”	— ১০০
৭. যাতায়াত ...	”	— ১০০
৮. অন্যান্য ...	”	— ২৫০
মোট	”	—৩৪৫০—৪৬৫০ গড়ে।

ফ্রান্স

১. ঘরভাড়া (শহরে)	...	ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ	৪০০
২. মাসিক খাওয়া (৬০টি ডিস)	...	”	৪০২
৩. মদ্যপান (৬০টি)	...	”	৬০
৪. যাতায়াত	...	”	৫০
৫. আমোদ প্রমোদ	...	”	১২০
৬. অন্যান্য	...	”	১৯০
মোট	...	”	১২২২—২,১৫০ গড়ে

ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানী

আনুমানিক প্রতিমাসে গড়পড়তা খরচ—৬৫০ ডি. এম।

জাপান

আনুমানিক গড়পড়তা প্রতিমাসে খরচ—৬০,০০০ইয়েন। যদিও শহর অনুসারে ব্যয়মাত্রাও ভিন্নরকম।

স্যুইডেন

আনুমানিক ১,৫০০ ক্রোনা প্রতিমাসে।

স্যুইজারল্যাণ্ড

বছরে ৬,০০০ থেকে ৮০০০ হাজার স্যুইস ফ্রাঁ।

ইউ, কে

আণ্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সের একজন ছাত্রের পক্ষে মোটামুটি খরচের মাত্রা বছরে ১,৬০০ পাউণ্ড যা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের ক্ষেত্রে ১,৯৫০ পাঃ। এছাড়া বাড়তি বিভিন্নখাতে আরো ৩৫০ পাউণ্ড।

ইউ. এস. এ.

আমেরিক্যান ইনস্টিটিউশানে পাঠযোগ্য কোন বিদেশী ছাত্রের পক্ষে ইনস্টিটিউশান স্তরে খরচের পার্থক্য ঘটে। তবে মোটামুটি সব মিলিয়ে গড়ে খরচ পড়তে পারে একটি শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪,৫০০ ডলার।

ভারতীয় টাকায় বিদেশী অর্থমূল্য

দেশ		অর্থ		টাকা
অস্ট্রেলিয়া	—	ডলার	...	৯·৮০
অস্ট্রিয়া	—	শিলিং	...	০·৫৩
বেলজিয়াম	—	ফ্রাঁ	...	০.২৫
ক্যানাডা	—	ক্যানাডিয়ান ডলার		৮·৩৬
ডেনমার্ক	—	ক্রোন	...	১·৪৬
ফ্রান্স	—	ফ্রাঁ	...	১·৭৯
ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী	—	ডাচমার্ক	...	৩·৭৬
ইটালী	—	লিরা	...	০·০১
জাপান	—	ইয়েন	...	০·০৩
সুইডেন	—	ক্রোনা	...	২·০০
সুইজারল্যাণ্ড	—	সুইস ফ্রাঁ	...	৩·৫৬
ইউ. কে.	—	পাউণ্ড স্টারলিং	...	১৫·২০
ইউ. এস. এ.	—	ইউ. এস. ডলার		৮·৮০

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত সরকারী নথি [পাবলিকেশন নং ১১৩৩] থেকে গৃহীত। মূল্য, পরিবর্তন সাপেক্ষ।

প্যাসেজ

নির্দিষ্ট দেশে পাঠ ব্যবস্থা পাকা হওয়ার পর প্যাসেজের পালা। বেশ কিছু সময় হাতে রেখে আগে ভাগে প্যাসেজের বন্দোবস্ত না করলে যথাসময়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে অনেক সময় নিরাশ হতে হয়। তাই ভারতীয় টাকায়, ফরেন এক্সচেঞ্জ বাঁচিয়ে যাওয়া আসার প্যাসেজ আগে থেকেই কিনে রাখা উচিত। "মিনিস্ট্রি অব ট্যুরিজিম এ্যাণ্ড সিভিল এ্যাভিয়েশান" স্বীকৃত ট্রাভেল এজেন্টরাই এ ব্যাপারে অগ্রণী। পশ্চিমবঙ্গের এমন তালিকাভুক্ত এজেন্টদের অফিস সবই কলকাতায়। সেইসব এজেন্টদের তালিকা—

কলকাতা

	ঠিকানা	টেলিগ্রাফিক ঠিকানা
1.	Balmer Lawrie & Co., Ltd. 21, Netaji Subhas Road, Calcutta-7000 001 ...	BALMER
2.	Everest Travel Service 4, Government Place North, P B. No. 2417 Calcutta-7000 001 ..	TRAVEREST
3	Gladstone Lyall & Co., Ltd 4, Fairlie Place, Calcutta-7000 001 ...	GLADSWEELL

ঠিকানা		টেলিগ্রাফিক ঠিকানা
4. Indian Air Travels Ltd, 28, Chittaranjan Avenue Calcutta-7000 012	...	SKYMASTER
5. James Warren & Co., Ltd. 31, Chowringhee Road, Calcutta-700 016	...	PLANTERS
6. National Travel Agency, 3, Wellesley Place Calcutta-700 001	...	SENOSAN
7. Orchid Travels Pvt. Ltd, 56, Chowringhee Road. Calcutta-700 016	...	TRAVORCHID
8. Penurge & Co, 30-B, Chowringhee Road, Calcutta-700 016	...	—
9. Speedways International, 3, Chowringhee Square, Calcutta-700 013	...	SPEEDWAYS
10. Trade Wings Pvt. LTD. 32, Chowringhee Road Calcutta-700 071	...	TRAVEL
11. M/s Ginaney Travels & Tours, Commerce House, 2nd Floor, 2, G. C. Avenue, Calcutta.		

পরিধেয় ঃ মালপত্র

একস্থান থেকে অন্যস্থানে মালপত্র পরিবহন সত্যিই কঠিন ব্যাপার। মোটামুটিভাবে অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে একটা ট্রাঙ্ক এবং বড়জোর দুটো মাঝারি স্যুটকেশ-এ যা ধরে। বিছানাপত্র, আসবাব কিম্বা খাদ্যসামগ্রী নেওয়া উচিত নয়। আর বিমানের যাত্রী হলে সবকিছু লাগেজ সঙ্গে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেই হিসেবে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য একটা হাল্কা স্যুটকেশ। লাগেজ ভারী হলে সে কিন্তু বিমান যাত্রীর সঙ্গী হয় না। সে একা যাবে সমুদ্রপথে। জাহাজে।

সম্ভব হলে যদি সে দেশে কোন বন্ধু অথবা আত্মীয় স্বজন থাকেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, অন্ততঃ কী ধরনের পরিধেয় মোটামুটি প্রয়োজন হয়। অন্যান্য, সেখানে ক্রয় করাই সঙ্গত। অবিশ্যি ছাত্রী হলে প্রয়োজনীয় কিছু শাড়ি সঙ্গে নেওয়া উচিত কারণ ঠিক ঠিক পরিমাপের পরিধেয় অনেক সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে।

ইউ. এস. এ.-তে "ওয়াশ এ্যাণ্ড ওয়ার" ড্রেস মেটিরিয়াল, যেমন, কটন, ডেক্রন বা নাইলন স্বভাবতঃই বহুল ব্যবহৃত এবং পাওয়াও সহজ। কিন্তু "মেড টু মেজার" পরিধেয় বেশ আক্রা "রেডি টু ওয়ার" পরিধেয়-র চাইতে। মোটামুটিভাবে ইউ. কে-তে উলেন স্যুটের দাম বেশ খানিকটা সস্তা। ভায়া ইউ. কে. হয়ে ইউ. এস. এ. যেতে হলে ইউ. কে. থেকে কিছু শীতবস্ত্র নেওয়া ভাল।

বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই যে ধরনের বস্ত্র বা পোষাক সাধারণতঃ প্রয়োজন হয়ে পড়ে :—

(১) বেশ জবর একটি শীতের কোট ;
(২) একটা রেন কোট ;
(৩) একটা উলেন স্কার্ফ ;
(৪) একজোড়া উলেন গ্লাভস ;
(৫) একটা স্পোর্ট কোট ;
(৬) এক বা দু'জোড়া ফ্লানেল ট্রাউজার ;
(৭) একটা উলেন উরস্টেড স্যুট ;
(৮) এক জোড়া গরম গেঞ্জি ;
(৯) কয়েক জোড়া জুতো ;
(১০) দুটো তোয়ালে
(১১) দুটো সাবান
(১২) এক সেট জাতীয় পোশাক।

প্রয়োজনীয় অন্যান্য সে দেশেই কিনতে পাওয়া যাবে।
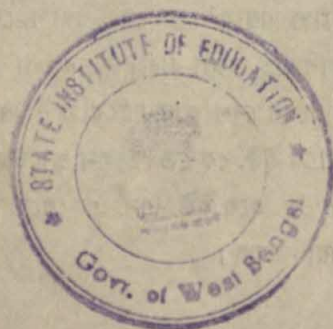
ব্যক্তিগত চর্চা

বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ার আগে ভারতীয় হিসেবে ভারত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা বিধেয়। যাবার আগে এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত চর্চা বা অনুশীলন ক্ষেত্র বিশেষ প্রয়োজন হয় কারণ ভারতীয় ছাত্র বিদেশে ভারতেরই প্রতিনিধি। অন্ততঃ তাই, ভারতীয় ইতিহাস, কৃষি, সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো, বর্তমান সমস্যা এ সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া মন্দ নয়। কারণ ওদেশে এসবের আলোচনায় অনেক সময় সম্মুখীন হতে হয় এবং সে দেশের ওপরেও কিছু জ্ঞান রাখতে হয়।

আর নাচ, গান, জানা থাকলে কথাই নেই। ব্যক্তিগত মেলা মেশার ক্ষেত্রকে অনেকখানি প্রসারিত করে।

এ সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য সামান্য কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করা হল।

গ্রন্থতালিকা

ভারত

1. **Agarvala,** V. **S.**

Heritage of Indian Art, New Delhi, Publications Division, 1969.

2. **Appaswamy, J.**

Modern Indian Sculpture, New Delhi, Indian Council for Cultural Relations.

3. **Ghaitanya Deva, B.**
Introduction to Indian Music, New Delhi, Publications Division, 1973

4. **Chattopadhya, Kamaladevi.**
Handicrafts of India, New Delhi, Indian Council for Cultural Relations, (ICCR) 1975

5. **Sahitya Akademy.**
Contemporary Indian Literature, New Delhi, Sahitya Akademi, 1959

6. **India. Ministry of Information & Broadcasting,**
India (A) Reference Annual,

7. **India, Do.**
Our National Songs.

8. **Nehru, Jawaharlal**
Glimpses of World History, Bombay, Asia Publishing House, 1962

9. **Radhakrishnan,** S.
Hindu View of Life, London, Allen & Unwin, 1961

10. **Rahman, A. & Others.**

Science and Technology in India, New Delhi, ICCR.

11. **Srinivas, M. N. ed**

Social Change in Modern India. New Delhi, Orient Longmans, 1972.

12. **Tagore Rabindranath.**

Collected Poems & Plays. New Delhi Macmillan & Co., 1959.

এছাড়াও আছে সুনির্বাচিত কিছু বাংলা গ্রন্থ। যেগুলির পরিচয় দান বিদেশগমনেচ্ছু কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বাহুল্য মাত্র। বিদেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট দেশের এমব্যাসীতে অনুসন্ধান বিধেয়। অথবা উল্লিখিত পুস্তকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে—

India. Ministry of Education & Social Welfare

General Information for Indian Students Going Abroad. 1977.

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাঃ ইউ.পি. এস. সি.

সিভিল সার্ভিসেস একজামিনেশান

কেন্দ্রিয় সরকার ৩০শে অক্টোবর, ১৯৭৮ তারিখে কেবিনেট-এ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ১৯৭৯ সাল থেকে সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার একটি নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হবে। এই নিয়ম সম্বন্ধে রেকমেণ্ডেশানটি কোঠরী কমিশনের। উদ্দেশ্য হল,—"The main object of the preliminary qualifying examination is to short.-list the number of candidates who appeared at the IAS, IPS and Central Class 1 and Class II services to about 10 tim es the number the post vacant in the three services

নিয়ম কানুন ও নতুন পরীক্ষা বিধি ১৫ই জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে গেজেট অব ইণ্ডিয়া-য় (একস্ট্রা অর্ডিনারি) প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন "মিনিস্ট্রি অব হোম এ্যাফেয়ার্স। (ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল এ্যাণ্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস)। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাটি গ্রহণ করবেন, ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান।

পরীক্ষা ভিত্তিক পদ ও নিয়োগ ক্ষেত্র

(১) ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (IAS)

(২) ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (IFS)

(৩) ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (IPS)

গ্রুপ—'এ'

(৪) ইণ্ডিয়ান পি. এ্যাণ্ড টি. এ্যাকাউন্টস সার্ভিস (৫) ইণ্ডিয়ান অডিট এ্যাণ্ড এ্যাকাউন্টস সার্ভিস (৬) ইণ্ডিয়ান কাস্টমস এ্যাণ্ড সেন্ট্রাল এক্সাইজ সার্ভিস (৭) ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স এ্যাকাউন্টস সার্ভিস (৮) ইণ্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিস (৯) ইণ্ডিয়ান অর্ডন্যানস ফ্যাক্টারিজ সার্ভিস (১০) ইণ্ডিয়ান পোষ্টাল সার্ভিস (১১) ইণ্ডিয়ান সিভিল এ্যাকাউন্টস সার্ভিস (১২) ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এ্যকাউন্টস সার্ভিস (১৩) ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস (১৪) ডিফেন্স ল্যাণ্ডস এ্যাণ্ড ক্যানটনমেন্টস সার্ভিস।

গ্রুপ—'বি'

(১৫) সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস (১৬) রেলওয়ে বোর্ড সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস (১৭) ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (সেকশান অফিসার্স গ্রেড) (১৮) আর্মড ফোর্সেস হেড কোয়ার্টার্স সিভিল সার্ভিস (১৯) কাস্টমস এ্যাপ্রাইজারস সার্ভিস (২০) দিল্লি, আন্দামান নিকোবর আইল্যাণ্ডস সিভিল সার্ভিস (২১) পণ্ডিচেরী সিভিল সার্ভিস (২২) গোয়া, দমন এ্যাণ্ড দিউ সিভিল সার্ভিস (২৩) দিল্লি আন্দামান ও নিকোবর আইল্যাণ্ডস পুলিশ সার্ভিস (২৪) পণ্ডিচেরী পুলিশ সার্ভিস (২৫) গোয়া, দমন, দিউ পুলিশ সার্ভিস (২৬) পোষ্টস অব এ্যাসিঃ সিকিউরিটি অফিসার্স প্রভৃতি।

প্রার্থীপদের যোগ্যতা

ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এবং ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। অন্যান্য পদগুলির ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিক অথবা নেপাল ও ভূটানের অধিবাসী অথবা ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারির পূর্বে আগত স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাসের ইচ্ছায় টিবেটান রেফিউজী অথবা ওই একই ইচ্ছায় আদিতে ভারতীয় হিসেবে পাকিস্তান, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহ যেমন কেনিয়া, উগাণ্ডা, এবং তানজানিয়া, জাম্বিয়া প্রভৃতি এবং ভিয়েত নাম থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তি। (ভারত সরকারের সার্টিফিকেট সাপেক্ষে)

শিক্ষাগত যোগ্যতা

সর্ব নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা অবশ্যই অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, কলা অথবা বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক।

অথবা, এগ্রিকালচার-এ ডিগ্রী, বা সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেলি কমিউনিকেসান সহ,

অথবা, কাশী বিদ্যাপীঠের (বেনারস) শাস্ত্রী,

অথবা, ফরাসী পরীক্ষায় বাকালেরেয়া,

অথবা, গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের (হরিদ্বার) 'অলঙ্কার',

অথবা, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশান প্রদত্ত ডিপ্লোমা—(ক) কমার্স, (খ) সিভিল, মেকানিক্যাল বা

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং,

অথবা, শ্রীঅরবিন্দ ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার অব এডুকেশান (পণ্ডিচেরী) -এর হায়ার কোর্সে "ফুল স্টুডেন্ট" আখ্যা,

অথবা "ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস (ধানবাদ)-এর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা,

অথবা, ইউ, এস, এস, আর-এ অবস্থিত কোন হায়ার এডুকেশানাল এস্টাবলিশমেন্ট থেকে হিউম্যানিটিজ, বা ন্যাচারাল সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট মানের ডিপ্লোমা,

অথবা, বিশ্বভারতী প্রদত্ত রুরাল সার্ভিসে ডিপ্লোমা,

অথবা, বি. এ. ডিগ্রী, ব্রিটিশ এবং ওয়েলস ইউনিভার্সিটির—(১) লণ্ডন (২) লিভারপুল, (৩) অক্সফোর্ড, (৪) কেম্ব্রিজ, (৫) ব্রিস্টল, (৬) বার্মিংহাম (৭) লীডস (৮) ওয়েলস, (৯) মানচেস্টার (১০) শেফিল্ড,

অথবা, স্কটিশ বা আইরিশ ইউনিভার্সিটির (১) এডিনবারা, (২) গ্লাশগো (৩) কুইনস উইনিভার্সিটি (৪) ইউনিভার্সিটি অব ডারলিন,

অথবা, বেইরুট বা লেবাননের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত বি. এ. বা বি. এস. সি. ডিগ্রী,

এ ছাড়া ইউ. পি. এস. সি. স্বীকৃত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যাচেলার ডিগ্রী। যেমন—পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি (পাকিস্তান), সিন্ধ ইউনিভার্সিটি, (পাকিস্তান) ঢাকা ইউনিভার্টি (বাংলাদেশ) রাজশাহী ইউনিভার্সিট, (বাংলা দেশ) এবং বার্মার রেঙ্গুন ও মান্দালয় বিশ্ববিদ্যালয়।

বয়ঃসীমা

প্রার্থীপদের বয়ঃসীমা ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। উর্দ্ধ বয়ঃসীমা ছাড় তপশিলী জাতি বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে পাঁচ বছর।

পরীক্ষা কেন্দ্র

আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, ঔরঙ্গবাদ, বাঙ্গালোর, ভূপাল, বম্বে, কলকাতা, চণ্ডীগড়, কোচিন, কটক, দিল্লি, ধারওয়ার, দিসপুর (গৌহাটি) হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, জম্মু, লাক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, মাদুরাই, নাগপুর, পানাজি (গোয়া) পাতিয়ালা, পাটনা, পোর্ট ব্লেয়ার, রাঁচি, শিলং, সিমলা, শ্রীনগর, ত্রিবান্দ্রাম, ও লণ্ডন।

পরীক্ষা বিধি

নতুন বিধি অনুসারে সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষাটি দুইটি উত্তীর্ণ স্তরে বিভক্ত।

(১) সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি একজামিনেশান (অবজেকটিভ টাইপ.)

এবং (২) সিভিল সার্ভিসেস মেন একজামিনেশান (লিখিত ও ইন্টারভিউ।)

প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রার্থী দ্বিতীয়টিতে বসবার অধিকারী হবে।

(১) প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়

১ম পত্র—জেনারেল স্টাডিজ ... ... ১৫০ নাম্বার
২য় পত্র—একটি ঐচ্ছিক বিষয় ... ... ৩০০ নাম্বার

মোট—৪৫০ নাম্বার

ঐচ্ছিক বিষয় সমূহ

এগ্রিকালচার, বটানি, কেমিস্ট্রি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্স, ইকনমিকস, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওগ্রাফি, জিওলজি, ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, ল' ম্যাথামেটিক্স মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিলজফি, ফিজিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সাইকোলজি, সোসিওলজি, জুলজি ।

উভয় প্রশ্ন পত্রই অবজেকটিভ টাইপের এবং বহুসংখ্যক প্রশ্নের সমবায়ে রচিত হবে। প্রশ্নপত্রের ভাষা ইংরেজী এবং হিন্দি। প্রশ্নের মান হবে ডিগ্রীর সমতুল।

দৃষ্টান্ত

প্রশ্নপত্র হবে একটি "টেস্ট বুকলেট"-এর আকারে। একটি প্রশ্নের জন্য উত্তর লুকিয়ে থাকবে এ. বি. সি. ডি. এই চিহ্ন গুলির মধ্যে। এবং যদি মনে হয় নির্ভুল উত্তর একটি চিহ্নের অধিক ক্ষেত্রেও হতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে কোনটি বেশী প্রযোজ্য সেটিকে আশ্রয় করে চিহ্ন দিতে হবে। উত্তরে কিন্তু একের অধিক চিহ্ন ব্যবহার করা চলবে না। চিহ্নাঙ্কিত করতে হবে পেনসিলে। উত্তরের জন্য কালির ব্যবহার নিসিদ্ধ। প্রশ্নের নমুনা—

1. Which of the following causes is NOT responsible for the downfall of the Mauryan dynasty :

(a) the successors of Asoka were all weak

(b) there was partition of the Empire after Asoka.

(c) the northern frontier was not guarded effecetively

(d) there was economic bankruptcy during post-Asokan era

2. The nearest planet to the Sun is

(a) Venus

(b) Mars

(c) Jupitar

(d) Mercury

(২) মুখ্য পরীক্ষার বিষয় সমূহ

১ম পত্র—প্রার্থীর নির্বাচিত যে কোন একটি ভারতীয় ভাষা…৩০০ নাম্বার
২য় পত্র—ইংরেজী… … … … …৩০০ ”
৩য় পত্র—জেনারেল স্টাডিজ … … …৩০০ ”
৪র্থ পত্র— ঐ … … …৩০০ ”
৫ম পত্র— …. … …৩০০ ”
৬ষ্ঠ পত্র— যে কোন ঐচ্ছিক দুটি বিষয়। … … …৩০০ ”
৭ম পত্র— প্রতিটি বিষয়ের জন্য দুইটি পত্র। … …৩০০ ”
৮ম পত্র— প্রতিটি পত্রের জন্য ৩০০ নাম্বার … …৩০০ ”

ভাষা পত্রের মান ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার সমতুল।

ঐচ্ছিক বিষয় সমূহ

এগ্রিকালচার, বটানি, কেমিস্ট্রি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্স ও একাউন্টেনসি, ইকনমিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওগ্রাফি, জিওলজি হিস্ট্রি, ল, লিটারেচার (যে কোন একটি ভাষার)— অসমিয়া, বাংলা, গুজরাতি, হিন্দি কানাড়া, কাশ্মিরী, মারাঠি, মালায়ালাম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সংস্কৃত, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু, উর্দু, এ্যারাবিক পারর্শিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ও ইংরেজী)। ম্যানেজমেন্ট ও পাবলিক এ্যাডমিনিসট্রেশান, ম্যাথামেটিক্স, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিলজফি, ফিজিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স ও ইন্টার ন্যাশানাল রিলেশানস, সাইকোলজি, স্তোসিওলজি জুলজি।

প্রশ্নপত্রের ধরন হবে প্রথাগত রচনাধর্মী। প্রতিটি পত্রের জন্য সময় তিন ঘন্টা। ভাষাপত্র ছাড়া প্রশ্নপত্র রচিত হবে হিন্দি এবং ইংরাজী ভাষায়।

(৩) ইণ্টার ভিউ

ইণ্টারভিউ টেস্টের জন্য ২৫০ নম্বর।

প্রার্থীকে একটি বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে হবে। যে প্রার্থীর ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভিত্তিতে কেরিয়ার-এর একটি উজ্জ্বল নজীর থাকবে। প্রার্থীকে সাধারণ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ওপর প্রশ্ন করা হবে। এই ইণ্টারভিউ টেস্টের উদ্দেশ্য হল চাকরি ক্ষেত্রে প্রার্থীর ব্যাক্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"Some of the qualities to be judged are mental alertness,

critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance for judgement, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership intellectual and moral integrity."

আরো উল্লেখ্য যে, এই পরীক্ষা শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রার্থীকে আলোচ্য বিষয়ের ওপর একটি চুম্বক (Resume) লিখতে হবে এবং এর জন্য সময় সীমা ১৫ মিনিট।

লেখ্য ভাষা

ভাষাপত্র ছাড়া (১ম ও ২য়) প্রার্থী কনস্টিটিউশানের অষ্টম ধারায় বর্ণিত ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন একটি অথবা ইংরেজীতে লিখতে পারা যাবে।

"ফি"

প্রাথমিক পরীক্ষার (Preliminary Examination) জন্য কমিশানকে প্রদত্ত 'ফি' ৩০ টাকা। তপশিলী প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৭·৫০ পয়সা। মুখ্য পরীক্ষার (Main Examination) জন্য কমিশানকে প্রদত্ত ফি ৫০ টাকা যা তপশিলী প্রার্থীর ক্ষেত্রে ১২·৫০ পয়সা।

টাকা দিতে হয় পোস্টাল অর্ডারে অথবা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট-এ।

আবেদনের ঠিকানা

সেক্রেটারি, ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান, ঢোলপুর হাউস, নিউ দিল্লি—১১০০১১

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক এ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস

গ্রেড ফোর, এই সার্ভিসটির জন্য ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান সাধারণতঃ যুক্ত ভাবে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনা করেন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য।

প্রার্থীর যোগ্যতা

অন্ততঃ পক্ষে কলা, বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক কিন্তু ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসেবে স্ট্যাটিস্টিকস, ইকনমিক্স ম্যাথামেটিক্স থাকতে হবে। বয়ঃসীমা, ২১ থেকে ২৬-এর মধ্যে।

পরীক্ষা বিষয়ক পত্র

(১) লিখিত পত্র আবশ্যিক এবং অতিরিক্ত বিষয় সহ .... ১১০০ মার্কস
(২) ভাইভাভোসি ... ... ২৫০ „

বিষয়

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিসের জন্য আবশ্যিক বিষয় সমূহ—(১) জেনারেল নলেজ (১৫০) (২) ইংরেজী (১৫০) (৩) অর্থনীতি ১ম পত্র (২০০) দ্বিতীয় পত্র (২০০) নাম্বার।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিসের জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ—

(১) সাধারণ জ্ঞান (২০০) (২) সাধারণ ইংরেজী (১৫০) (৩) স্ট্যাটিসটিকস, ১ম পত্র (২০০) (৪) দ্বিতীয় পত্র। (২০০)

ইকনমিক্স সার্ভিসের জন্য অতিরিক্ত বিষয় সমূহ—ম্যাথামেটিক্যাল ইকনমিক্স, ইন্টারন্যাশানাল ইকনমিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স (পত্র ১ ও ২), স্যাম্পেল সার্ভে, রুরাল ইকনমিক্স এ্যাণ্ড কো-অপারেশান, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিক্স, থিওরি এ্যাণ্ড প্র্যাকটিস অব ট্রেড, মানি এ্যাণ্ড পাবলিক ফাইনান্স, কম্পারেটিভ ইকনমিক ডেভালাপমেন্ট, বিজনেস ফাইনান্স এ্যাণ্ড একাউন্টস ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এ্যাণ্ড কমাশিয়াল ল'। যে কোন ছুটি নিতে হবে।

স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিসের জন্য অতিরিক্ত পত্র—পিওর ম্যাথামেটিক্স, (পত্র, ১, ২, ৩) ম্যাথামেটিক্যাল ইকনমিক্স, ইকনমিক্স (পত্র, ১, ২), কম্পারেটিভ ইকনমিক ডেভালাপমেন্ট, স্যাম্পেল সার্ভে, ডিজাইনস অব এক্সপেরিমেন্টস, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্সেস, এ্যাডভানসড প্রোবাবিলিটি এ্যাণ্ড স্টোকাসটিক প্রসেসেস ও এ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স। যে কোন ছুটি নিতে হবে।

পত্রগুলির মান এম. এ. বা বি. এ. অনার্সের সমান এবং সার্ভিসের মান আই, এ. এস,-এর. সমতুল্য।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া একজামিনেশান

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া পরীক্ষাটি সাধারণতঃ ডিসেম্বারে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা গ্রহণ করেন ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান। সার্ভিস পদ ক্লাশ 'ওয়ান' এবং 'টু' হিসেবে স্বীকৃত। পরীক্ষা হয় দিল্লি, কলকাতা এবং মাদ্রাজে।

প্রার্থীর যোগ্যতা

বি. এ. অথবা বি. এস. সি। কিন্তু ম্যাথামেটিক্স সাবজেক্ট হিসেবে থাকতে হবে। অথবা ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর (ইণ্ডিয়া) এ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ পরীক্ষায় 'এ' এবং 'বি' সেকশানে পাস থাকতে হবে। অথবা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েট। অথবা ফ্যারাডে হাউস, লণ্ডন থেকে ডিপ্লোমা।

বয়ঃসীমায় ২০ থেকে ২৫এর মধ্যে। মানসিক এবং শারিরীক সুস্থতা অবশ্যই বিবেচ্য এবং আউটডোর ওয়ার্কের পক্ষে শারিরীক সক্ষমতা বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। পাঁচ বছরের মধ্যে চাকরি থেকে ইস্তফা না দেওয়ার পক্ষে এবং ভারতের যে কোন অংশে চাকরিতে আপত্তি নেই এই মর্মে 'বণ্ড' দিতে হয়। প্রথম ডেপুটি সুপারিনটেনডিং সার্ভেয়ার (ক্লাশ 'টু') এই পদে বহাল হতে হয়, পরের ধাপ 'উঁচু পোষ্ট'। প্রমোশনে।

পরীক্ষা পত্র

(১) লিখিত পত্র—আবশ্যিক এবং অতিরিক্ত।

(২) প্র্যাকটিক্যাল পেপার। (ক্লাশ ওয়ান সার্ভিসের জন্য)

(৩) পার্সোনালিটি টেস্ট।

আবশ্যিক পত্র—(১) জেনারেল ইংলিশ (২) জেনারেল নলেজ এ্যাণ্ড কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স (৩) পিওর ম্যাথামেটিক্স (৪) এ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স ও (৫) ফিজিক্স এবং (৬) মেনস্যুরেশান। (ক্লাশ ওয়ান এবং টু-র জন্য)

অতিরিক্ত পত্র—(একমাত্র ক্লাশ ওয়ান সার্ভিসের জন্য)
(১) হায়ার ম্যাথামেটিক্স (২) সার্ভে।

জিওলজিস্ট একজামিনেশান

প্রতি বছর ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান সাধারণতঃ আগষ্ট মাসে, এই পরীক্ষাটি গ্রহণ করে থাকেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য—

(১) এ্যাসিস্ট্যাণ্ট জিওলজিস্ট ('ক্লাশ টু')

(২) জুনিয়ার জিওলজিস্ট (ক্লাশ 'ওয়ান')

প্রার্থীর যোগ্যতা

জিওলজি বা এ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে এম. এস. সি. অথবা সমতুল পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী কোন স্বীকৃত ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব ইনস্টিটিউট-এর। অথবা এ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে এ্যাসোসিয়েট-শিপ ডিপ্লোমা ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস, ধানবাদ-এর।

বয়ঃসীমা, ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে।

পরীক্ষা পত্র

(১) কম্পালসারি পেপার (৪টি)

(২) অপশোনাল পেপার (২টি)

(৩) এ্যাডিশানাল পেপার, (২টি, ক্লাশ 'ওয়ান' পোস্টের প্রার্থীর জন্য)

(ক) আবশ্যিক পত্রের বিষয় সমূহ—

(১) ইংরেজী (২) জেনারেল নলেজ এ্যাণ্ড কারেন্ট

এ্যাকেয়াস (৩) জিওলজি পেপার—১ (মাইনরোলজি, পেট্রোলজি স্ট্রাকচারাল জিওলজি, ইকনমিক জিওলজি) (৪) জিওলজি পেপার —২ (স্ট্র্যাটিগ্রাফি, প্যালেনটোলজি, সেডিমেণ্টোলজি, জেনারেল জিওলজি)

(খ) ঐচ্ছিক পত্রের বিষয়সমূহ—

প্রথম পত্র—(১) পেট্রোলজি (ইগনেয়াস, সেডিমেণ্টারি, মেটামরফিক (৪) ইণ্ডিয়ান স্ট্র্যাটিগ্রাফি

(যে কোন একটি)

দ্বিতীয় পত্র—(১) গ্রাউণ্ড ওয়াটার জিওলজি এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি (২) ওর জেনেসিস, মেটালিক ও নন-মেটালিক মিনারেলস (৩) এলিমেণ্টারি মাইনিং মেথডস।

(যে কোন একটি)

(গ) অতিরিক্ত ঐচ্ছিক পত্রের বিষয় সমূহ—

(ক) জিওলজি অব কোল এ্যাণ্ড অয়েল (২) জিওকেমিস্ট্রি, ফটোজিওলজি, নিউক্লিয়ার জিওলজি (৩) এ্যাডভানসড্ স্ট্র্যাটিগ্রাফি (৪) মাইনিং জিওলজি, ওর বেনিফিকেশানস এ্যাণ্ড মিনারেল ইকনমিক্স (৫) এক্সপ্লোরেশান জিওফিজিক্স (৬) টেকটোনিস্ট (৭) এ্যাডভানসড্ প্যালাকনটোলজি।

(যে কোন দুটি)

এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মান জিওলজি-তে এম, এস, সি-র, সমান।

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস একজামিনেশান

ইউ, পি, এস, সি, প্রতিবছর সেপ্টেম্বরে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের বিভিন্ন বিভাগের পদ পূরণার্থে একটি সংযুক্ত প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। বিভাগগুলি হল—

(১) সেন্ট্রাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (ক্লাশ 'ওয়ান') (২) সেন্ট্রাল ইঞ্জিঃ সার্ভিস (হাইওয়ে, ক্লাশ ওয়ান) (৩) সেন্ট্রাল ইঞ্জিঃ সার্ভিস (ক্লাশ 'ওয়ান' ও 'টু') (৪) সুপিরিয়ার রেভিনিউ এস্টাবলিশমেন্ট অব ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ (সিগন্যাল ইঞ্জিঃ ব্রাঞ্চ) (৫) মিলিটারি ইঞ্জিঃ সার্ভিস (ক্লাশ 'ওয়ান') (৬) সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিঃ সার্ভিস, (৭) ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইঞ্জিঃ সার্ভিস (৮) সেন্ট্রাল ওয়াটার ইঞ্জিঃ সার্ভিস (ক্লাশ 'ওয়ান') (৯) টেলিগ্রাফ ইঞ্জিঃ সার্ভিস (ক্লাশ 'ওয়ান') (১০) ইণ্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টারিজ, প্রভৃতি।

পরীক্ষা কেন্দ্র

এলাহাবাদ, বম্বে, কলকাতা, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, শিলং এবং লণ্ডন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে ডিগ্রী। অথবা, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের (ইণ্ডিয়া) এ্যাসোসিয়েট মেম্বার-

শিপ পরীক্ষায় 'এ' এবং 'বি' সেকশান পাস। অথবা, সিভিল, মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ Leicestershire-এর Loughborough College থেকে অনার্স ডিপ্লোমা পাস। অথবা, ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিকস এ্যাণ্ড রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং (লণ্ডন) কিম্বা ইনস্টিটিউট অব টেলি-কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং (ইণ্ডিয়া)-এর গ্র্যাজুয়েট মেম্বারশিপ পাস।

বয়ঃসীমা—২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে।

পরীক্ষার বিষয় সমূহ

(ক) আবশ্যিক পত্র (সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট)—

(১) ইংলিশ (২) জেনারেল নলেজ (৩) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (৪) ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশান (৫) মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং

ঐচ্ছিক পত্র— (যে কোন দুটি পত্র)

(১) ফিজিক্স (ইলেকট্রিসিটি এ্যাণ্ড ম্যাগনেটিজম)
(২) এ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স (৩) এ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স
(৪) কনস্ট্রাকশান (দুই পেপার) (৫) ওয়ার্কশপ অর্গানাইজেশান এ্যাণ্ড ম্যানেজমেণ্ট (৬) এ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক সার্কিট।

(খ) আবশ্যিক পত্র (ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট)

(১) ইংলিশ (২) জেনারেল নলেজ (৩) এ্যাপ্লায়েড

মেকানিক্স (৪) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (৫) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

ঐচ্ছিক পত্র (যে কোন দুটি)—

(১) সার্ভেইং (২) এ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স,
(৩) ইলেট্রিক্যাল কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং,
(৪) ওয়ার্কশপ অর্গানাইজেশান এ্যাণ্ড ম্যানেজমেণ্ট
(৫) ফিজিক্স (ম্যাগনেটিজম এ্যাণ্ড ইলেট্রিসিটি সমেত)

(গ) আবশ্যিক পত্র (ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ)—

(১) ইংলিশ (২) জেনারেল নলেজ (৩) এ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স (৪) কনস্ট্রাকশান (দুটিপত্র)।

ঐচ্ছিক পত্র (যে কোন দুটি)—

(১) প্রাইম মুভার্স (২) হাইড্রলিক্স (৩) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (৫) মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (ইলেকট্রনিক) একজামিনেশান

ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান সাধারণতঃ এই সংযুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রিয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক বা বিভাগের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করেন। সাধারণতঃ পরীক্ষাটি হয় জুলাই বা আগষ্ট মাসে। যদিও এই পরীক্ষাটি আর স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা হবে না, এটি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস পরীক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করে পরীক্ষটি গ্রহণ করা হবে।

যে সমস্ত পদের জন্য প্রার্থী গ্রহণ করা হয়ে থাকে—

(১) ওভারসীজ কমিউনিকেশান সার্ভিসে ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জ (ক্লাশ-ওয়ান) (২) ঐ সার্ভিসে, এ্যাসিস্ট্যন্ট ইঞ্জিনিয়ার (ক্লাশ 'টু') (৩) ঐ সার্ভিসে টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট।

দ্বিতীয় স্তরে, (১) ওয়ারলেশ, প্ল্যানিং এ্যাণ্ড কো-অর্ডিনেশান উইং-এ ইঞ্জিনিয়ারক্লাশ 'ওয়ান')

· তৃতীয় স্তরে, (১) সিভিল এ্যাভিয়েশান ডিপার্টমেন্টের জন্য টেকনিক্যাল অফিসার (ক্লাশ 'ওয়ান') (২) ঐ বিভাগের এ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার (ক্লাশ 'টু'

চতুর্থ স্তরে, (১) মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সের জন্য সিনিয়ার সায়েন্টিফিক অফিসার (ক্লাশ 'ওয়ান'—গ্রেড 'টু') (২) ঐ বিভাগের জুনিয়ার সায়েন্টিফিক অফিসার (ক্লাশ 'টু')

এবং পঞ্চম পর্যায়ে (১) অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জন্য এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশান ইঞ্জিনিয়ার (ক্লাশ 'ওয়ান') (২) অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জন্য ক্লাশ 'টু' পোস্ট, এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের অনুরূপ।

বয়ঃসীমা

কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর।

পরীক্ষা পত্র

(ক) আবশ্যিক পত্র সমূহ—

(১) ইংলিশ এস্সে (২) জেনারেল ইংলিশ (৩) জেনারেল নলেজ এ্যাণ্ড কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স (৪) হিস্ট্রি অব সায়েন্স (৫) রেডিও ফিজিক্স (৬) ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস (৭) এ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক সার্ভিস (৮) ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

(খ) ঐচ্ছিক পত্র সমূহ (যে কোন দুটি পত্র)

(১) প্রিনসিপ্ল্স অব এ্যাকস্টিকস্

(২) ট্রান্সমিশান লাইনস এ্যাণ্ড নেট ওয়ার্কস,

(৩) এ্যান্টেনা এ্যাণ্ড ওয়েভ প্রোপাগেশান

(৪) ম্যাথামেটিক্স (৫) রাডার এ্যাণ্ড মাইক্রো ওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং (৬) ব্রডকাস্টিং এ্যাণ্ড টেলিভিশান সিস্টেম।

(গ) পার্সোনালিটি টেস্ট—

নির্বাচিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে।

ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস একজামিনেশান

প্রতি বছরের জুন, জুলাই মাসে ইউ. পি. এস. সি. এই পরীক্ষাটি গ্রহণ করে থাকেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, কিন্তু ডিগ্রীস্তরে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জুলজি বটানি, ম্যাথামেটিক্স, জিওলজি থাকতে হবে। এগ্রিকালচার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যারা গ্র্যাজুয়েট তারাও প্রার্থী হবার যোগ্য।

বয়ঃসীমা

২০ থেকে ২৬ বছর।

পরীক্ষাপত্র সমূহ

(ক) আবশ্যিক পত্র—(১) জেনারেল ইংলিশ (২) জেনারেল নলেজ

(খ) ঐচ্ছিক পত্র—(১) এগ্রিকালচার (২) বটানি (৩) কেমিস্ট্রি (৪) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (৫) জিওলজি (৬) এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং (৭) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (৮) ম্যাথামেটিক্স (৯) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (১০) ফিজিক্স (১১) জুলজি (যে কোন দুইটি বিষয় নিতে

হয়)। কোন প্রার্থী ১নং এবং ৬নং বিষয় অথবা ৩নং এবং ৭নং বিষয় একত্রে নিতে পারে না।

(গ) এরপর, লিখিত পরীক্ষায় বিবেচিত হলে কমিশানের কাছে ইণ্টারভিউ অর্থাৎ পার্সোনালিটি টেস্ট দিতে হয়।

পরীক্ষার মোট নাম্বার—(ক) ৩০০ (খ) ৪০০ (গ) ২০০।

সেণ্ট্রাল ইনফরমেশান সার্ভিস একজামিনেশান

পরীক্ষাটি পরিচালনা করেন ইউ. পি. এস. সি.। এই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে সেণ্ট্রাল ইনফরমেশান সার্ভিস-এ (গ্রেড ফোর) নিয়োগ করা হয়। পদগুলি প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরো, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, এ্যাডভারটাইজিং এ্যাণ্ড ভিস্যুয়াল পাবলিসিটি, টেলিভিশান ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত। সাধারণতঃ প্রতি বছরে এপ্রিল মাসে পরীক্ষাটি গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

অবশ্যই কলা, বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বিষয়ের স্নাতক বা সমতুল। আবার এই যোগ্যতা না থালেও যদি অপর কোন ইনস্টিটিউশান কর্তৃক পরীক্ষার পর নির্বাচিত হয় এবং কমিশান যদি গন্য করেন যে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও এই পরীক্ষায় বসার পক্ষে প্রার্থীর যোগ্যতা বাধাস্বরূপ নয় তাহলে সে প্রার্থীও এই পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হতে পারে।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষা বর্ষের ১লা জানুয়ারিতে ২১ থেকে ২৫ এর মধ্যে।

পরীক্ষার বিষয় সমূহ

(১) ভারতীয় ভাষায় রচনা (২) প্রাদেশিক ভাষায় ইংরেজী থেকে অনুবাদ (৩) প্রাদেশিক ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ (৪) কারেণ্ট এ্যাফেয়ার্স (৫) ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় বিবেচিত হলে কমিশনের সামনে ইণ্টারভিউ অর্থাৎ ওরাল টেস্ট।

কম্বাইণ্ড ডিফেন্স সার্ভিস একজামিনেশান

ইণ্ডিয়ান মিলিটারি এ্যাকাডেমি, ন্যাভাল এ্যাকাডেমি (কোচিন) এবং অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল (মাদ্রাজ)-এর পক্ষে ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান একটি সংযুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় বছরে দুবার, এপ্রিল/মে, আর অক্টোবর/নভেম্বর-এ।

পরীক্ষাকেন্দ্র

আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, ভূপাল, বম্বে, কলকাতা, কটক, দিল্লি, দিসপুর (গৌহাটি) হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, জম্মু, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাতিয়ালা, পাটনা, শিলং ও ত্রিবান্দ্রাম।

প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

ভারতীয় নাগরিক। অথবা সিকিম, ভূটান, নেপাল-এর অধিবাসী কিম্বা পাকিস্তান, বার্মা শ্রীলঙ্কা, পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং তানজানিয়ার মাইগ্রেটেড অধিবাসী বর্তমানে ভারতে বসবাসের ইচ্ছায় স্থায়ী বাসিন্দা।

উক্ত বিভাগ গুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। একমাত্র পুরুষরাই প্রার্থী হওয়ার যোগ্য।

বয়ঃসীমায় ইণ্ডিয়ান মিলিটারি এ্যাকাডেমি বা ন্যাভাল এ্যাকাডেমি কোর্সে নিয়োগের পক্ষে প্রার্থীকে হতে হয় ১৯ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। আর শর্ট সার্ভিস কমিশানের জন্য ১৯ থেকে ২৩ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

(১) স্বীকৃত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বিভাগে ডিগ্রী।

(২) এ ছাড়া আই. এ. এস. পরীক্ষার্থীর পক্ষে যে বিশ্ববিদ্যালয় গুলি স্বীকৃত। (পুর্বে আলোচিত)

পরীক্ষার বিষয় সমূহ

(ক) ইণ্ডিয়ান মিলিটারি এ্যাকাডেমির জন্য।—

আবশ্যিক পত্র—(১) ইংরেজী (২) সাধারণ জ্ঞান, (৩) অঙ্ক।

ঐচ্ছিক পত্র—(১) ফিজিক্স (২) কেমিস্ট্রি (৩) ম্যাথামেটিক্স (৪) বটানি (৫) জুলজি (৬) জিওলজি (৭) জিওগ্রাফি (৮) ইংলিশ লিটারেচার (৯) জেনারেল ইকনমিক্স (১০) পলিটিক্যাল সায়েন্স (১১) ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি (১২) স্যোসিওলজি (১২) সাইকোলজি।

(যে কোন একটি)

(খ) ন্যাভাল এ্যাকাডেমির জন্য।—

আবশ্যিক পত্র—(১) ইংরেজী (২) জেনারেল নলেজ (৩) এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স অথবা এলিমেন্টারি ফিজিক্স (৪) ম্যাথামেটিক্স বা ফিজিক্স।

চতুর্থ পত্র— চতুর্থ পত্রের জন্য এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স নিলে

ফিজিক্স এবং এলিমেন্টারি ফিজিক্স নিলে ম্যাথামেটিক্স নিতে হবে।

(গ) অফিসার্স টেনিং স্কুল।

পত্র—(১) ইংরেজী (২) সাধারণ জ্ঞান। এ ছাড়া প্রতিটী বিভাগের জন্য ইন্টারভিউ।

লেখ্য ভাষা

প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত না থাকলে ইংরেজী ভাষাই উত্তরের মাধ্যম।

আর্মি মেডিক্যাল কোর একাজমিনেশান

ইউ. পি. এস. সি-র এই পরীক্ষার ভিত্তিতে ভারতীয় আর্মি মেডিক্যাল কোর-এ সরাসরি কমিশান সার্ভিসে নিয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ প্রতি বছরের জুলাই মাসে এই পরীক্ষাটি হয়ে থাকে। কমিশান অফিস থেকে দরখাস্ত পত্র পাওয়া যায় জানুয়ারী মাসে।

সর্বনিম্ন যোগ্যতা

মেডিক্যাল ডিগ্রী। এল, এস, এম, এফ, ছাড়া। অথবা সমতুল ডিগ্রী, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষা বর্ষের ৩১শে ডিসেম্বর তিরিশ বছরের নিচে।

পরীক্ষা-বিষয়

(ক) রিট্‌ন একজামিনেশান (খ) ওরাল এ্যাণ্ড প্র্যাকটিক্যাল (গ) আর্মি মেডিক্যাল কোর সিলেকশান বোর্ডের কাছে ইণ্টারভিউ।

লিখিত পরীক্ষার বিষয় সমূহ-

(১) জেনারেল মেডিসিন (২) প্রথম পত্র—মেডিক্যাল প্যাথোলজি ও প্যারাসাইটোলজি, দ্বিতীয় পত্র—এ্যাপ্লায়েড ফিজিওলজি। (৩) প্রথম পত্র—প্রিভেন্টিভ এ্যাণ্ড সোসাল মেডিসিন। দ্বিতীয় পত্র—

ফার্মাকোলজি এ্যাণ্ড থেরাপিউটিক্স (৪) জেনারেল সার্জারি, (৫) প্রথম পত্র—সার্জিক্যাল প্যাথলজি। দ্বিতীয় পত্র—এ্যাপ্লায়েড এ্যানাটমি (৬) মিডওয়াইফারি এ্যাণ্ড গায়নাকোলজি, দ্বিতীয় পত্র—অপথালমোলজি, তৃতীয় পত্র—অটোরিনোলারিনগোলজি (৭) কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স এ্যাণ্ড জেনারেল নলেজ।
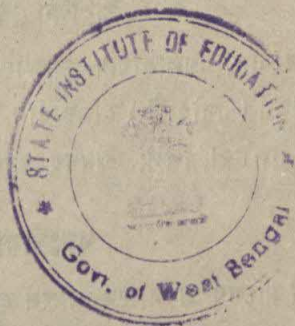
ন্যাশানাল ডিফেন্স এ্যাকাডেমি একজামিনেশান

ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান সাধারণতঃ বছরে দুবার, মে এবং ডিসেম্বার মাসে প্রার্থী নির্বাচন পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। যোগ্যতা সম্পন্ন এবং নির্বাচিত প্রার্থীকে এরপর ন্যাশানাল ডিফেন্স এ্যাকাডেমির (পুনে) অধীনে ট্রেনিং নিতে হয়।

পরীক্ষা কেন্দ্র

আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, ভূপাল, বম্বে, কলকাতা, দিল্লি, দিজপুর (গৌহাটি) হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, জম্মু, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাতিয়ালা, পাটনা, শিলং, শ্রীনগর এবং ত্রিবান্দ্রাম-এ।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষা মাসের প্রথম দিন বয়েসে হতে হবে, ১৬ থেকে ১৮ বছরের নিচে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

(১) স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়ার সেকেণ্ডারি পাস।
(২) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রি-ইউনির্ভাসিটি পাস।
(৩) ইণ্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট একজামিনেশান।
(৪) পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ ইন্টারন্যাশানাল সেণ্টার অব এডুকেশান-এর হায়ার সেকেণ্ডারি।
(৫) ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা।

(৬) ডিপ্লোমা পাস, রাষ্ট্রীয় ইণ্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ।

(৭) আই, এ, এফ, এডুকেশনাল টেস্ট,

(৮) ইণ্ডিয়ান নেভি একজামিনেশান পাস।

(৯) নতুন দিল্লিস্থিত রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থা থেকে মধ্যমা পরীক্ষায় পাস।

অন্যান্য শর্ত

(১) প্রার্থী হবে একমাত্র পুরুষ ও অবিবাহিত এবং ভারতের নাগরিক।

(২) কমিশান কর্তৃক যোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত হলে প্রার্থীকে সার্ভিস সিলেকশান বোর্ডের কাছে ইনটেলিজেন্স ও পার্সোনালিটি টেস্ট দিতে হয়। আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সে-র এই নির্বাচনী টেস্টের নম্বর ৯০০, এবং এ ছাড়াও ফিজিক্যাল এনডিওরেন্স টেস্টের জন্য নম্বর হল ২০০।

(৩) আর্মি এবং নেভি উইং-এরজন্য সর্বস্তরে কোয়ালিফাইং মার্কস পেতে হয়। (১) লিখিত পরীক্ষায় (২) ইন্টারভিউ-কাম-টেস্ট (অফিসার পার্সোনালিটি) এবং ফিজিক্যাল এনডিওরেন্স টেস্টে।

(৪) এয়ার ফোর্সের প্রার্থীর পক্ষে উল্লিখিত তিনটি স্তর ছাড়াও চতুর্থস্তরে থাকে পাইলট এ্যাপটিচুড টেস্ট।

এরপর এগ্রিগেট মার্কের ভিত্তিতে ফাইনাল নির্বাচন, মার্কের ক্রমানুপাতে। সে ক্ষেত্রেও মেডিক্যাল ফিটনেস ও অন্যান্য বিষয় বিবেচ্য। বিবেচিত হলে তিন বছরের ট্রেনিং পাবার যোগ্য হয়, ন্যাশানাল ডিফেন্স এ্যাকাডেমি, পুনায়।

পরীক্ষার বিষয় সমূহ

(১) ইংরেজী—সাধারণতঃ ম্যাট্রিকুলেশান-এর মান এবং ঐ মানের কম্পোজিশান, কম্প্রিহেনশান, কারেকশান, রিপোর্টেড স্পিচ, ইডিয়ামস, কনফিউজড ওয়ার্ডস প্রভৃতি। পূর্ণসংখ্যা—২৫০, সময় ৩ ঘণ্টা।

(২) জেনারেল নলেজ—দুইটি পত্রে বিভক্ত। প্রথম পত্রের মুখ্য বিষয়, কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স এবং হিস্ট্রি। দ্বিতীয় পত্রের বিষয়, সায়েন্স এবং জিওগ্রাফি। প্রত্যেকটি পত্র তিন ঘণ্টার এবং প্রতিপত্রের পূর্ণ সংখ্যা, দু'শো।

(৩) ম্যাথামেটিক্স—দুইটি পত্র। প্রতিটি পত্রের জন্য সময়, দু'ঘণ্টা এবং পূর্ণসংখ্যা প্রতি পত্রের জন্য ১২৫। প্রথম পত্রে থাকে এরিথমেটিক এবং মেনস্যুরেশান এবং দ্বিতীয় পত্রের জন্য, এ্যালজাবরা, জিওমেট্রি ও গ্রাফস।

সার্ভিস সিলেকশান বোর্ড টেস্ট

ইন্টারভিউ সমেত বোর্ড-টেস্ট-এর পূর্ণসংখ্যা—৯০০। থাকে, ভারব্যাল এবং নন-ভারব্যাল-এর ওপর ইন্টেলিজেন্স টেস্ট। যেমন গ্রুপ ডিসকাসান, গ্রুপ প্ল্যানিং, আউটডোর টেস্ট এবং লেকচুরেটস (Lecturettes)।

ফিজিক্যাল এনডিওরেন্স টেস্ট

পূর্ণমান ২০০। বিষয় হল, এ্যাজিলিটি এসেসমেন্ট, স্ট্রেংথ ও

এনডিওরেন্স টেস্ট, ভার্টিক্যাল জাম্প, স্ট্যানডিং বোর্ড জাম্প, সিট-আপস, হেভিং, লিফটিং এবং রানিং।

পাইলটদের ক্ষেত্রে, পাইলট এ্যাপটিচ্যুড টেস্ট।

ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশানে এক টাকা 'মানি অর্ডার' যোগে পাঠালে ফরম্ পাওয়া যায় কিম্বা রিক্রুটিং অফিস, মিলিটারি এরিয়া/সাবএরিয়া হেড কোয়ার্টার্স (স্থানীয়) অথবা এন, সি, সি ইউনিট-'এ।

এ্যাসিস্ট্যাণ্ট গ্রেড একজামিনেশান

ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান ওই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষাটি পরিচালনা করেন। নিয়োগ ক্ষেত্র—

(১) এ্যাসিস্ট্যাণ্ট গ্রেড প্রার্থীরূপে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসে।

(২) ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের 'বি' ব্রাঞ্চে।

(৩) রেলওয়ে বোর্ডে।

(৪) লোকাল ক্যাডার-এ জুনিয়ার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদে হাই কমিশন অব ইণ্ডিয়া অফিস লণ্ডন-এ।

সাধারণতঃ পরীক্ষাটি ডিসেম্বার অথবা জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এই পরীক্ষার প্রার্থী হতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হতে হয়।

বয়ঃসীমা

বয়েসে ২০ থেকে ২৫ বছর, পরীক্ষা বর্ষের ১লা জানুয়ারিতে। সিডিউলড কাস্ট বা ট্রাইব-এর ক্ষেত্রে বয়েস কিছু শিথিলযোগ্য সরকারী ঘোষনা অনুসারে।

পরীক্ষার বিষয় সমূহ

(১) রচনা (ইংরেজী/হিন্দি)
(২) সাধারণ জ্ঞান
(৩) অঙ্ক (ট্যাবুলেশান ও গ্রাফ সমেত)
(৪) সাধারণ জ্ঞান (ভারতের ভূগোল সহ)

এরপর নির্বাচিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ বা ভাইভা-ভোসি।

ক্লার্কস গ্রেড একজামিনেশান

"সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট ট্রেনিং স্কুল"-এর পরিচালনায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে করণিক পদে নিয়োগের জন্য প্রতি বছর মে/জুন মাসে এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়। কিছু বিষয় জানবার জন্য ইউ. পি. এস. সি-র কাছে লিখতে হয় এবং ফর্ম-এর জন্য এক টাকা মানিঅর্ডার যোগে পাঠালে ফর্ম পাওয়া যায়।

পরীক্ষার ভিত্তিতে কৃতী প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয় নিম্নলিখিত অফিসগুলিতে—

(১) সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে এল, ডি, সি.।

(২) গ্রেড 'টু' পদে রেলওয়ে বোর্ডে,

(৩) কেন্দ্রিয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, এল, ডি. সি,।

(৪) ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (বি)—গ্রেড ফোর।

(৫) ইলেকশান অফিস কমিশান—এল. ডি. সি.।

(৬) লক্ষ্ণৌতে ডিরেক্টার জেনারেলের অফিস,—রিসার্চ, ডিজাইন এবং স্টানডার্ড অর্গানাইজেশান (এল. ডি. সি.)।

(৭) অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টারিজ, কলকাতা (এল. ডি. সি.)।

(৮) এল. ডি. সি. আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্সে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশান, হায়ার সেকেণ্ডারি বা সমতুল।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষাবর্ষের ১লা জানুয়ারি তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছর। তপশিলী শ্রেণী বা জাতীর পক্ষে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী বয়েস কিছু শিথিলযোগ্য।

পরীক্ষার বিষয়

(১) সাধারণ ইংরেজী, সংক্ষিপ্ত রচনা সহ।
(২) সাধারণ জ্ঞান, ভারতের ভৌগলিক বিষয় সহ।

স্টেনোগ্রাফারস' একজামিনেশান

স্টেনোগ্রাফার নিয়োগার্থে ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান একটি প্রতিযোগিতা মুলক পরীক্ষা পরিচালনা করেন। পরীক্ষাকাল সাধারণতঃ মে বা জুন মাস।

প্রার্থী যোগ্যতাসম্পন্ন হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে যে সমস্ত অফিসে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়—

(১) রেলওয়ে বোর্ড সেক্রেটারিয়েট,
(২) সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট,
(৩) ইলেকশান কমিশন অফিস,
(৪) ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, (বি-ব্রাঞ্চ)
(৫) কেন্দ্রিয় সরকারের অন্যান্য অফিস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

ম্যাট্রিকুলেশান বা সমতুল পরীক্ষা কোন স্বীকৃত ভারতীয় বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

লিখিত পরীক্ষায় নির্দিষ্ট মান প্রমাণিত হলে তখন ইংরেজী শর্টহ্যাণ্ডের টেস্ট দিতে হয়। ডিক্‌টেশান পরীক্ষা দুইটি। একটি প্রতি মিনিটে ১০০টি শব্দের কালসীমা দশ মিনিট। অপরটি মিনিটে ১২০ টি শব্দের জন্য কালসীমা ৭ মিনিট। অনুলিপি প্রকাশের সময়সীমা যথাক্রমে ৫০ এবং ৪৫ মিনিট।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষা বর্ষের ১লা জানুয়ারি ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। অনুন্নত শ্রেণী বা তপশিলী জাতির পক্ষে ঘোষণারূপ শিথিলযোগ্য।

পরীক্ষার বিষয়

লিখিত পরীক্ষার বিষয়—(১) সাধারণ ইংরেজী ও (২) সাধারণ জ্ঞান।

ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান

যে কোন সংযোগের জন্য ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশানের ঠিকানা—সেক্রেটারি, ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান, ঢোলপুর হাউস, শাজাহান রোড, নতুন দিল্লি। অথবা পোস্ট বক্স—১৮৬, নতুন দিল্লি।

আলোচ্য পরীক্ষাগুলির আবেদন পত্রের জন্য একটাকা মানি অর্ডার যোগে উক্ত ঠিকানায় পাঠালে আবেদন পত্র পাওয়া যায়। আই. এ. এস. পরীক্ষার জন্য দু'টাকা। যে পরীক্ষার জন্য ফর্ম চাওয়া হয়, সেই পরীক্ষাটির নাম স্পষ্ট করে লিখে দিতে হয়। পরীক্ষাগুলির সংবাদ, প্রধান দৈনিকপত্রে ও প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কোন কোন সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়।

প্রতিটি পরীক্ষার আবেদন পত্রের জন্য 'ফি' স্বতন্ত্র। নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য যে 'ফি' দিতে হয় তা আবেদন পত্রের সঙ্গে 'ট্রেজারি রিসিট' বা ভারতীয় পোষ্টাল অর্ডার-এ, "সেক্রেটারি, ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশান" এই নামে পাঠাতে হয়। নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য 'ফি' আবেদন পত্রে উল্লিখিত থাকে।

কোন কারণে আবেদন পত্র বা আবেদন পত্রের সঙ্গে জমার রসিদ বা 'এ্যাডমিট কার্ড' পেতে দেরী হলে, অনুযোগ কমিশানের কাছে উপস্থাপিত করা চলে। সেক্ষেত্রে মানি অর্ডারের রসিদ বা আবেদন পত্র জমা দেওয়ার পোস্ট অফিসের রেজিস্ট্রেশান রসিদ সঙ্গে দিয়ে অনুযোগের বিবরণ হবে নিম্নরূপ—

Name of Examination..

Month and year of Examination·························

Roll Number (If already communicated)············

Name of the candidate························· ······

Address ···················· ·····························

Information Desired························ ············

পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল

ডবল্যু. বি. সি. এস. (এক্সিকিউটিভ) একজামিনেশান

পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশান, পশ্চিমবঙ্গ, এই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষাটি গ্রহণ করে থাকেন বছরের প্রথম দিকে। পরীক্ষার ভিত্তিতে চারটি বিভিন্ন বিভাগের (Group) প্রার্থী নির্বাচিত হয়। প্রার্থী একটি অথবা একাধিক গ্রুপের জন্য আবেদন করতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্র হয় কলকাতা এবং দার্জিলিং-এ।

প্রার্থী হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা হল,—

(১) ভারতের অধিবাসী (২) নেপালের অধিবাসী (৩) ভূটানের অধিবাসী (৪) ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারির পূর্বে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছায় টিবেটান রেফিউজি এবং (৫) আদিতে ভারতীয় কিন্তু ঐ একই ইচ্ছায় নিম্নলিখিত দেশ থেকে মাইগ্রেটেড, যেমন—পাকিস্তান, বার্মা, শ্রীলঙ্কা এবং পূর্ব আফ্রিকার দেশ সমূহ—কেনিয়া, উগাণ্ডা, ইউনাইটেড রিপাবলিক অব তানজানিয়া।

দ্বিতীয়তঃ প্রার্থীকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্য এবং সুচরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষাবর্ষের ১লা জানুয়ারী, ২১ বছরের নিচে বা ৩০ বছরের ওপরে নয়। তপশিলী প্রার্থীর পক্ষে ৪ বছর পর্যন্ত ছাড়।

সার্ভিস গ্রুপ

গ্রুপ—'এ' (১) ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ)।
(২) ওয়েস্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস।
(৩) ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনকামট্যাক্স সার্ভিস।
(৪) ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সাইজ সার্ভিস।
(৫) এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ।
(৬) ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার সার্ভিস।
(৭) ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড এ্যাণ্ড সাপ্লাইজ সার্ভিস।
(৮) ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশানাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস।

সার্ভিস স্কেল

১—৪নং সার্ভিস-এর জন্য, জুনিয়ার স্কেল :—৪২৫ টাকা—১৫—৫০০—২০—৭০০—২৫—৮১৫ টাকা। সিনিয়ার স্কেল—৪৭৫ টাকা—৩০—৬৮৫—৩৫—১,০০০—৫০—১,১৫০ টাকা। সিলেকশান গ্রেড-(শতকরা-৫) ১,১৫০ টাকা—৫০—১৩৫০ টাকা। নিউ ইন্টারমিডিয়েট সিলেকশান গ্রেড-(শতকরা-১৫) ৮২৫—৫০—৮৭৫—৬০

—১,৪১৫ টাকা। সিনিয়ার সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-৫) ১,৫৩৫ টাকা—৮০—১,৭৭৫ টাকা।

৫নং সার্ভিসের জন্য স্কেল—৪৫০ টাকা—৩০—৬৯০—৩৫—১,০০৫—৪৫—১,০৫০ টাকা। সিলেকশ্যন গ্রেড—(শতকরা-১৫) ৭৯৫ টাকা—৪৫—৮৮৫—৫৩—১,৪১৫ টাকা।

৬—৮ নং সার্ভিসের জন্য, জুনিয়ার স্কেল—৪০০ টাকা—১৫—৪৯০——২০—৭৫০ টাকা। সিনিয়ার স্কেল—৪৫০ টাকা—৩০—৬৯০—৩৫—১,০০৫—৪৫—১,০৫০ টাকা।

৬নং সার্ভিসের জন্য সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-৫) ১,০৫০ টাকা—৫০—১,২৫০ টাকা। মধ্যবর্তী সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-১৫) ৭৯৫ টাকা—৪৫—৮৮৫—৫৩—১,৪১৫ টাকা।

৭ ও ৮ নং সার্ভিসের জন্য নতুন মধ্যবর্তী সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-১৫) ৭৯৫ টাকা—৪৫—৮৮৫—৫৩—১,৪১৫ টাকা।

(সার্ভিসস্কেল, ১৯৭৮ সালের 'নোটিশ' অনুসারে।)

গ্রুপ-'বি' (১) ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস। স্কেল—৪৫০ টাকা—৩০—৬৯০—৩৫—১,০০৫—৪৫—১,০৫০ টাকা। সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-৫) ১,০৫০ টাকা—৫০—১,২৫০ টাকা। নতুন মধ্যবর্তী সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-১৫) ৭৯৫ টাকা—৪৫—৮৮৫—৫৩—১৪১৫ টাকা।

(সার্ভিস স্কেল ১৯৭৮ সালের 'নোটিশ' অনুসারে)

গ্রুপ-'সি' (১) এন্ট্রি ট্যাক্স অফিসার।

স্কেল—৪২৫ টাকা—১৫—৫০০—২০—৭০০—২৫—৮২৫ টাকা।

নিউ/ইন্টারমিডিয়েট সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-১৫)
৬৫৫ টাকা—৩০—৬৮৫—৩৫—১,০০০—৫০—১,১০০টাকা।

(২) জয়েন্ট ব্লক ডেভালাপমেন্ট অফিসার।
স্কেল—৪০০ টাকা—১৫—৪৯০—২০—৭৫০—টাকা।
নিউ/ইন্টারমিডিয়েট সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-১৫)
৬০০ টাকা—৩০—৬৯০—৩৫—১,০০৫ টাকা।

(৩) জেলার।
স্কেল—৩৭৫ টাকা—১০—৪১৫—১৫—৬১০—২০—৬৫০ টাকা। নিউ/ইন্টারমিডিয়েট সিলেকশান গ্রেড — (শতকরা -১৫) ৫৬০ টাকা—২০—৭০০—২৫—৮২৫ টাকা।

(৪) ইন্সপেক্টর অব ওয়েটস্ এ্যাণ্ড মেজারস্।
স্কেল—তিন নম্বরের অনুরূপ।

গ্রূপ-'ডি' (১) ইন্সপেকটার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ।
(২) সাব রেজিস্ট্রার (ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশান সার্ভিস)
স্কেল—৩০০ টাকা—১০—৪২০—১৫—৬০০ টাকা।
প্রবেশকাল—৩৩০ টাকা। নিউ/ইন্টারমিডিয়েট সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-১৫) ৫৬০ টাকা—২০—৭০০—২৫—৮২৫ টাকা।

(সার্ভিস স্কেল ১৯৭৮ সালের 'নোটিশ' অনুসারে।)

গ্রূপ নির্বাচন

প্রার্থী 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' এই চারটি গ্রূপের মধ্যে যে কোন একটি

অথবা একের অধিক গ্রুপ নির্বাচন করতে পারে। নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে তা বিশদভাবে জানিয়ে দিতে হয়। পুরুষ এবং মহিলা উভয় প্রার্থীই উল্লিখিত গ্রুপের পক্ষে প্রযোজ্য।

আবেদন পত্র

প্রার্থীকে নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে আবেদন করতে হয়। এবং আবেদন পত্র ঘোষিত দিনের মধ্যে অবশ্যই কমিশান অফিসে পৌঁছানো চাই। আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হয় কমিশান অফিস থেকে। ঠিকানা—পাবলিক সার্ভিস কমিশান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, টাউন হল (দ্বিতল), ৪,এসপ্লানেড রো, ওয়েষ্ট, কলকাতা-৭০০০০১.

ফি

প্রার্থীকে অবশ্যই আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময় আবেদন পত্রের সঙ্গে 'ফি' দাখিল করতে হয়। গ্রুপ "এ", "বি", "সি" অথবা 'এ'—'ডি' গ্রুপের জন্য পরীক্ষার 'ফি' ৫৫ টাকা। তপশিলী প্রার্থীর পক্ষে ১৩'৭৫ পয়সা। শুধুমাত্র 'ডি' গ্রুপের জন্য 'ফি' ৩০ টাকা, ঐ ৭'৫০ পয়সা তপশিলী প্রার্থীর জন্য। 'ফি' ট্রেজারি চালান অথবা পোস্টাল অর্ডার-এ জমা দিতে হয়।

পরীক্ষা পত্র

আবশ্যিক—'এ', 'বি', 'সি' গ্রুপের জন্য ছ'টি লিখিত আবশ্যিক

(compulsory) পত্র এবং প্রতিটি পত্র (paper) ১০০ নাম্বারের। ছ'টি পত্র হল—

(১) ইংলিশ এস্সে এ্যাণ্ড প্রেসিস্ রাইটিং।

(২) ইংলিশ কম্পোজিশান এ্যাণ্ড ট্রানশ্লেশান ফ্রম বেঙ্গলী (হিন্দি, উর্দু, অথবা নেপালী) ইনটু ইংলিশ।

(৩) বেঙ্গলী (হিন্দি, উর্দু অথবা নেপালী) কম্পোজিশান এ্যাণ্ড ট্রানশ্লেশান।

(৪) জেনারেল নলেজ এ্যাণ্ড কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স।

(৫) এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স।

(৬) দি কনস্টিটিউশান অব ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান।

গ্রুপ 'ডি' প্রার্থীকে ২নং এবং ৬নং পেপার নিতে হয় না। এই গ্রুপের পরীক্ষা ৪০০ নম্বরের।

ঐচ্ছিক—ঐচ্ছিক পত্র (optional paper) গ্রুপ 'এ' প্রার্থীর জন্য তিনটি, মোট ৩০০ নাম্বারের। 'বি' এবং 'সি' গ্রুপের জন্য মোট ২০০ নাম্বারের দুটি, আর 'ডি' গ্রুপের জন্য ১০০ নাম্বারের একটি মাত্র। পেপারগুলি অনার্স মানের অনুরূপ।

পার্সোনালিটি টেস্ট

'এ' এবং 'বি' গ্রুপের প্রার্থীর পক্ষে ২০০ নাম্বার এবং 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের জন্য ১০০ নাম্বার। 'ডি' গ্রুপের সাব রেজিস্ট্রার পদের জন্য প্রার্থীকে পার্সোনালিটি টেস্ট দিতে হয় না।

অর্থাৎ বিষয় (Subject) এবং নাম্বারের (Mark) চিত্রটি নিম্নরূপ।

আবশ্যিক পত্র। (পরীক্ষা পত্রে আলোচিত)		গ্রুপ 'ডি'	'সি'	'বি'	'এ'
(১)	...	১০০	১০০	১০০	১০০
(২)	...	×	১০০	১০০	১০০
(৩)	...	১০০	১০০	১০০	১০০
(৪)	...	১০০	১০০	১০০	১০০
(৫)	...	১০০	১০০	১০০	১০০
(৬)	...	×	১০০	১০০	১০০
		৪০০	৬০০	৬০০	৬০০
ঐচ্ছিক পত্র	...	১০০	২০০	২০০	৩০০
পার্সোনালিটি টেষ্ট		১০০	১০০	২০০	২০০
মোট নাম্বার—		৬০০	৯০০	১,০০০	১,১০০

আবশ্যিক পত্র

(১) ইংলিশ এস্সে এ্যাণ্ড প্রেসিস্ রাইটিং—এস্সে, ড্রাফটিং রিপোর্ট ড্রাফটিং অথবা খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য পত্র প্রভৃতি প্রেসিস্ রাইটিং, কম্প্রিহেনশান টেস্ট, প্যারাগ্রাফ রাইটিং।

(২) ইংলিশ কম্পোজিশান এ্যাণ্ড ট্রানশ্লেশান—ভোকাবুলারি

টেস্ট, ইডিয়ামস ফ্রেজেস, ফ্রেজাল ভার্বস সিনোনিমস্, এন্টনিমস, সেম ওয়ার্ড—মোর হ্যান ওয়ান মিনিং, এ্যাপ্রপ্রিয়েট ও কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস প্রভৃতি।

(৩) এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স - মান, স্কুল ফাইন্যাল।

(৪) কনস্টিটিউশান অব ইণ্ডিয়া—প্রিয়েম্বল, টেরিটোরিয়াল কম্পোজিশান, সিটিজেনশিপ, ফাণ্ডামেন্টাল রাইটস্। ইউনিয়ান গভর্নমেন্ট—প্রেসিডেন্ট, কাউন্সিল অব মিনিস্টারস, পার্লামেন্ট, ইউনিয়ান জুডিসিয়ারি, কন্ট্রোলার ও অডিটার জেনারেল। স্টেট গভর্নমেন্টস—গভর্নর, স্টেট লেজিসলেচার, কাউন্সিল অব মিনিস্টারস—পাওয়ারস্, ফাংশান, প্রসিডিওর। ইউনিয়ান ও স্টেট রিলেশান—লেজিসলেটিভ, এ্যাডমিনিসট্রেটিভ, ইউনিয়ান টেরিটোরিজ। ইলেকশান, এমারজেন্সি, প্রভিশানস।

ঐচ্ছিক পত্র সমূহ

ইংরেজী, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, স্ট্যাটিসটিক্স, ফিজিওলজি, জুলজি, জিওলজি, জিওগ্রাফি, এ্যানাথ্রোপলজি, কমার্স, ল' এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, লিংগুইস্টিক্স, সংস্কৃত, পালি এ্যারাবিক, পার্শিয়ান, ফ্রেঞ্চ, হিন্দি, উর্দু ও বাংলা।

বাংলা প্রথম পত্র—(ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলা ভাষা। (আধুনিক কাল পর্যন্ত।) (খ) পুরাতন বাংলার মূল গ্রন্থাংশ (Text (গদ্য এবং পদ্য সমেত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত। টেক্স্ট অর্থে, সাধারণভাবে গ্রহণ, (General Acquaitance)।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পঠন (Minute study) নয়। পাঠ্য—চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাসের কাব্য, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের কাব্য, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য চরিতামৃত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মঙ্গল কাব্য, (অন্নদামঙ্গল সমেত সৈয়দ আলাওলের কাব্য, রামপ্রসাদের কাব্য, পূর্ববঙ্গীয় চারণ (Ballad) এবং সমগ্রভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

পার্সোনালিটি টেস্ট

লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্বাচিত হলে ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা দিতে হয়, কমিশানের সামনে। এই টেস্টের ব্যাখ্যায় বলা আছে—

"Each candidate will be asked questions on matters of general interest. The object of the test will be to assess the candidates' personal qualities, e. g. alertness of mind, power of clear and logical exposition, intellectual and moral integrity, ledership, and also his/her range of interest."

পুরাতন প্রশ্ন পত্র

পুরানো প্রশ্নপত্র মজুত থাকলে কিনতে পাওয়া যেতে পারে যে ঠিকানায়—(১) পাবলিকেশান ব্রাঞ্চ, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস, ৩৮, গোপালনগর রোড, কলকাতা-৭০০০২৭ অথবা (২) ক্যাশ সেলস অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, ১ কিরণ শংকর রায় রোড কলকাতা-৭০০০০১।

ডবল্যু. বি. সি. এস. (জুডিসিয়াল) এক্জামিনেশান

পশ্চিম বঙ্গের সিভিল সার্ভিস জুডিসিয়াল পদে নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশান একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন সেপ্টেম্বরের ঠিক পূর্বেই। পরীক্ষা কেন্দ্র হয় কলকাতা এবং দার্জিলিং-এ।

প্রার্থী হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা হল, ডবল্যু. বি. সি. এস. (এক্সিকিউটিভ)-এর অনুরূপ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

বৈধ (Statutory) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে স্নাতক। অথবা, ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল'। অথবা, স্কটল্যাণ্ডের ফ্যাকাল্টি অব এ্যাডভোকেটসের মেম্বার। অথবা, কলকাতা হাইকোর্টের তালিকা ভুক্ত এ্যাডভোকেট বা এ্যাটর্নি।

বয়ঃ সীমা

পরীক্ষা বর্ষের ১লা জানুয়ারি তারিখে ২১ বছরের নিচে বা ৩৩ বছরের ওপরে নয়। দু'বছর পর্যন্ত বয়ঃ সীমা ছাড় সরকারী চাকুরীতে যুক্ত (কমপক্ষে দু'বছর) এমন প্রার্থীর পক্ষে। তপশিলী প্রার্থীর পক্ষে সর্বোচ্চ ছাড়ের সীমা ৫ বছর।

সার্ভিস স্কেল

৪৭৫ টাকা—৩০—৬৮৫—৩৫—১,০০০—৫০—১,১৫০ টাকা। সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-৫) ১,১৫০ টাকা—৫০—১,৩৫০ টাকা

আবেদন পত্র

আবেদন পত্র সংগ্রহ এবং যথাযথভাবে পূর্ণ করে জমা দেওয়ার ঠিকানা—পাবলিক সার্ভিস কমিশান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, একজামিনেশান (জেনারেল) সেকশান। টাউন হল। (ফাস্ট ফ্লোর) ৪, এসপ্লানেড রো ওয়েস্ট, কলকাতা-৭০০০০১। নিজে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকটিকেটসহ নাম ঠিকানা লেখা একটি বড় গোছের খাম পাঠালে আবেদন পত্র পাওয়া যায়।

ফি

এই পরীক্ষার প্রার্থীর পক্ষে পরীক্ষার 'ফি' ৫৫ টাকা। তপশিলী প্রার্থীর পক্ষে ১৩·৭৫ টাকা। 'ফি' জমা দেবার অন্যান্য বিধি ডবল্যু. বি. সি. এস. এক্সিকিউটিভের অনুরূপ।

পরীক্ষা পত্র

আবশ্যিকপত্র—(১) ইংলিশ কম্পোজিশান, এস্‌সে এ্যাণ্ড প্রেসিস্ রাইটিং।

(২) বেঙ্গলী (হিন্দি, উর্দু ও নেপালী) কম্পোজিশান, রচনা এবং ইংরেজী থেকে অনুবাদ, বাংলায়, হিন্দি, উর্দু বা নেপালী ভাষায়)।

(৩) জেনারেল নলেজ এ্যাণ্ড কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স।

(৪) সিভিল প্রসিডিওর কোড।

(৫) ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড।

(৬) ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট।
(৭) ল' অব কনট্র্যাক্টস্ এ্যাণ্ড টর্টস্।
(৮) ট্রান্সফার অব প্রপার্টি এ্যাক্ট।
(প্রতিটি পত্র ১০০ নাম্বারের)

ঐচ্ছিক পত্র—(১) হিন্দু ল'
(২) মুসলিম ল'
(৩) জুরিসপ্রুডেন্স।
(৪) ইণ্ডিয়ান ল' রিলেটিং টু কম্পানিজ এ্যাণ্ড ইনস্যুরেন্স।
(৫) প্রিনসিপল্‌স অব ইকুইটী, ইনক্লুডিং ল' অব ট্রাস্ট এ্যাণ্ড স্পেসিফিক রিলিফ।
(৬) পার্টনারশিপ এ্যাক্ট।
(৭) ল' অব লিমিটেশান এ্যাণ্ড ল' অব প্রেসক্রিপশান।
(৮) দি ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশান এ্যাণ্ড কনস্টিটিউশানাল ল'।
(প্রতিটী পত্র ১০০ নাম্বারের। তিনটী পত্র নিতে হয়।)

আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক উভয় পত্রের পরীক্ষার মান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এল. বি. ডিগ্রি পরীক্ষার অনুরূপ।

পার্সোনালিটি টেস্ট

একমাত্র লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে মনোনীত প্রার্থীকে কমিশানের সামনে ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে উল্লেখ আছে—"The object of the test will be to assess the personal

qualities of the Candidates." এই পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত নাম্বার লিখিত পরীক্ষায় সঞ্চিত নাম্বারের সঙ্গে যুক্ত হয়।

পুরাতন প্রশ্ন পত্র

প্রাপ্তিস্থান ডবল্যু বি. সি. এস. (এক্সিকিউটিভ) পরীক্ষার আলোচনায় উল্লিখিত।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল অডিট এ্যাণ্ড এ্যাকাউণ্টস সার্ভিস একজামিনেশান

ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট এবং এ্যাকাউণ্ট সার্ভিসে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল, পাবলিক সার্ভিস কমিশান একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন নভেম্বর মাসের পরেই। পরীক্ষা কেন্দ্র হয় কলকাতা এবং দার্জিলিং-এ। পরীক্ষা কেন্দ্র দার্জিলিং-এ স্থাপন করা হয় দার্জিলিং জেলার পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রার্থী সাপেক্ষে।

পরীক্ষাটি দুটি বিভাগের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রার্থী দুইটি বিভাগের জন্যও আবেদন করতে পারে। বিভাগ দুটি হল—

(ক) ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট এ্যাণ্ড এ্যাকাউন্টস সার্ভিস।

(খ) ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার অডিট এ্যাণ্ড একাউন্টস সার্ভিস।

সার্ভিস স্কেল

'ক' বিভাগের জন্য—৪৭৫ টাকা—৩০—৬৮৫—৩৫—১,০০০—৫০—১,১৫০ টাকা।

'খ' বিভাগের জন্য—৪২৫—১৫—৫০০—২০—৭০০—২৫—৮২৫ টাকা।

প্রার্থীপদের যোগ্যতা

অডিট ও এ্যাকাউন্টস সার্ভিসে প্রার্থী হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা হল ডবল্যু বি. সি. এস. (এক্সিকিউটিভ) পরীক্ষায় প্রার্থী পদের অনুরূপ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক।

অথবা ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস্ অব ইণ্ডিয়া-র মেম্বারশিপ। অথবা ইনস্টিটিউট অব কস্ট এ্যাণ্ড ওয়ার্কস একাউন্টট্যান্টস্ অব ইণ্ডিয়ার মেম্বারশিপ অথবা সমতুল।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষা বর্ষের ১লা জানুয়ারি ৩০ বছরের ওপরে নয়। বয়ঃসীমা পাঁচবছর পর্যন্ত ছাড় তপশিলী প্রার্থীর পক্ষে।

আবেদন পত্র

আবেদন পত্র সংগ্রহ এবং জমা দেওয়ার ঠিকানা—পি. এস. সি. ডবল্যু. বি., টাউন হল (দ্বিতল) কলকাতা-৭০০০০১। নিজে উপস্থিত হয়ে সংগ্রহ করা যায় অথবা নাম-ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট সমেত বড় একটি খাম পাঠালে।

ফি

একটি অথবা উভয় বিভাগের জন্য পরীক্ষার ফি ৫৫ টাকা যা সিডিউলড কাস্ট বা ট্রাইব প্রার্থীর ক্ষেত্রে ১৩ টাকা ৭৫ পয়সা। টাকা দিতে হয় ট্রেজারি চালানে অথবা পোস্টাল অর্ডারে।

পরীক্ষা পত্র

আবশ্যিক—(১) ইংলিশ এস্‌সে, প্রেসি রাইটিং ও কম্পোজিশান

(২) বেঙ্গলী (হিন্দি, উর্দু অথবা নেপালী) এস্সে, প্রেসি রাইটিং ও কম্পোজিশান
(৩) জেনারেল নলেজ এ্যাণ্ড কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স
(৪) কমার্শিয়াল ম্যাথামেটিক্স।
(প্রতিটি পত্র ১০০ নাম্বারের)

ঐচ্ছিক— (১) স্ট্যাটিস্টিকস্
(২) ব্যাঙ্কিং
(৩) ইকনমিক্স
(৪) এ্যাডভানসড্ এ্যাকাউন্ট্যানসি
(৫) এ্যাডভানসড্ কমার্শিয়াল জিওগ্রাফি
(৬) বিজনেস অর্গানাইজেশান এ্যাণ্ড মেথডস্
(৭) কর্মার্শিয়াল এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল'
(৮) অডিটিং
(৯) কস্টিং
(১০) ট্যাক্সেশান ল'জ এ্যাণ্ড প্র্যাকটিস

প্রতিটি পত্র ১০০ নাম্বারের। ১নং বিভাগের প্রার্থীর পক্ষে তিনটি পত্র এবং ২নং বিভাগের জন্য প্রার্থীকে দুইটি পত্র নিতে হয়।

আবশ্যিক পত্রে কমার্শিয়াল ম্যাথামেটিক্সের মান বি. কম. (পাস) —এর সমান এবং ঐচ্ছিক পত্রের মান ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স মানের অনুরূপ।

পার্সোনালিটি টেস্ট

লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে ব্যাক্তিত্বের পরীক্ষা। ১নং বিভাগের জন্য ২০০ নাম্বার এবং ২নং বিভাগের জন্য পূর্ণমান ১০০। এই ব্যাক্তিত্ব সম্পর্কে উল্লেখিত—"Alerltness of mind, power of clear and logical exposition, intellectutl and moral integrity, leadership and also his/her range of interest."

মিসেলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেণ্ট একজামিনেশান

বিভিন্নপদে এবং চাকরিতে প্রার্থী নির্বাচণের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পঃ বঃ) মিসেলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেণ্ট নামে যে পরীক্ষাটি পরিচালনা করেন তারও কেন্দ্র হয় কলকাতা এবং দার্জিলিং-এ। সাধারণত পরীক্ষাটি ডিসেম্বরের কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন চাকরির সঙ্গে যুক্ত পদগুলি হল—

(১) ইনসপেক্টার অব কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস্
(২) ইনসপেক্টার অব এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সেস্
(৩) জুনিয়ার এমপ্লয়মেণ্ট আফিসার্স
(৪) ইনসপেক্টার অব এ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স
(৫) ডেপুটি জেলারস্
(৬) ওয়েস্ট বেঙ্গল সাবর্ডিনেট লেবার অফিসার্স
(৭) এ্যাডিশানাল রিহ্যবিলিটেশান অফিসার্স
(৮) ইনসপেক্টার অব এন্ট্রি ট্যাক্স
(৯) সেক্রেটারিয়েট আপার ডিভিশান ক্লারিকাল সার্ভিস।

সার্ভিস স্কেল

১নং থেকে ৮নং পদে চাকরির জন্য—৩০০ টাকা—১০—৪২০—১৫—৬০০ টাকা এবং, ৯নং পদে চাকারির জন্য—৩৩০ টাকা—১০—৪০০—১৫—৫৫০ টাকা।

প্রার্থীপদের যোগ্যতা

(ক) অবশ্যই ভারতের নাগরিক (খ) নেপাল বা ভূটানের অধিবাসী (গ) স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাসের ইচ্ছায় ১৯৬২ সালের পূর্বে তিব্বত থেকে আগত রেফিউজি কিম্বা ওই একই ইচ্ছায় আদিতে ভারতীয় হিসেবে (ঘ) পাকিস্তান, বার্মা, শ্রীলঙ্কা এবং পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা, অথবা তানজেনিয়া থেকে দেশ ছাড়া (Migrated) ব্যক্তি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট অর্থে ত্রি-বার্ষিক পরীক্ষায় পার্ট-ওয়ান পাস এবং যে ত্রি-বার্ষিক পরীক্ষায় পার্টওয়ান নেই সেখানে অন্ততঃ পক্ষে দু'বছর পড়ার সম্পূর্ণতা গণ্য। অথবা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাসের পর কমপক্ষে আরো একবছর পড়ার যোগ্যতা।

বয়ঃ সীমা

পরীক্ষাবর্ষের ১লা জানুয়ারি তারিখের ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ৫ বছর পর্যন্ত ছাড় সিডিউলড, কাস্ট/ট্রাইব প্রার্থীর ক্ষেত্রে।

আবেদন পত্র

আবেদন পত্র সংগ্রহ বা জমা দেওয়ার ঠিকানা— পাবলিক সার্ভিস কমিশান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, একজামিনেশান সেকশান, (জেনারেল) টাউন হল, (ফার্স্ট ফ্লোর) ৪, এসপ্লানেড রো ওয়েস্ট, কলকাতা-৭০০০০১, (এসেম্বলি হাউসের কাছে)। আবেদন পত্র নিজে উপস্থিত হয়ে অথবা

উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ নামঠিকানা লেখা বড় একটা খাম পাঠালে আবেদন পত্র পাওয়া যায়।

'ফি'

পরীক্ষার ফি, ৩০ টাকা। ৭.৫০ টাকা সিডিউলড কাস্ট/ট্রাইব প্রার্থীর ক্ষেত্রে। আবেদন পত্রের সঙ্গে টাকা জমা দিতে হয় পোস্টাল অর্ডারে কিম্বা গভঃ ট্রেজারিতে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সহ।

পুরনো প্রশ্ন পত্র

(ক) পাবলিকেশান ব্রাঞ্চ, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ প্রেস, ৩৮ গোপাল নগর রোড, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭ (খ) ক্যাশ সেলস্ অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস্ ১ কিরণ শংকর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১

পরীক্ষার আবশ্যিক বিষয় সমূহ

পত্র—(১) ইংলিশ এস্সে ও প্রেসিস্ রাইটিং।
পত্র—(২) জেনারেল ইংলিশ ও কম্পোজিশান।
পত্র—(৩) বেঙ্গলী/হিন্দি/উর্দু/নেপালী কম্পোজিশান ও ট্রানস্লেশান।
পত্র—(৪) জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স।
পত্র—(৫) এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স।

প্রতিপত্র ১০০ নাম্বারের এবং প্রতিটি পত্রের জন্য সময় তিন ঘন্টা।

এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্সের মান হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার মানের সমান।

লেখ্য ভাষা

অঙ্ক পত্রের উত্তর ইংরেজী অথবা বাংলায় দেওয়া যায় কিন্তু ১, ২, ৪ নং পত্রের উত্তর কেবলমাত্র ইংরেজীতে। ৩নং পত্রের উত্তর একমাত্র উল্লিখিত ভাষাগুলির মাধ্যমে।

ক্লার্কশিপ একজামিনেশান

সেক্রেটারিয়েট এবং অন্যান্য সরকারী অফিসে করণিক (লোয়ার ডিভিশান) নিয়োগের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাটি পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশান। পরীক্ষাকেন্দ্র হল, কলকাতা, আসানসোল, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এ। সাধারণতঃ হিলট্রাইব প্রার্থী এবং যে সকল প্রার্থী দার্জিলিং সদর, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং-এর, তারাই দার্জিলিং কেন্দ্রে প্রার্থী হতে পারে।

যোগ্যতা অনুসারে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়—সেক্রেটারিয়েট, ডাইরেক্টটরেট, রিজিওনাল অফিস-এ ও সাব-জেলার পদে। মনোনীত প্রার্থী তাদের মনোমত বিভাগে ভর্তির জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে মতামত জানাতে পারে। কিন্তু সাব-জেলার পদের জন্য তালিকা প্রকাশের পরে কমিশান তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছ থেকে মতামত চেয়ে নেবেন।

সার্ভিস স্কেল

(ক) লোয়ার ডিভিশান ক্লারিক্যাল পোস্টস্—২৩০ টাকা—৫—২৭৫—৭.৫০ পঃ—৩৬৫—১০—৪২৫ টাকা।

(খ) সাব-জেলার—২৩০ টাকা—৫—২৭০—৭.৫০ পঃ—৩৬৫—১০—৪২৫ টাকা।

প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

পূর্ব পরীক্ষায় আলোচিত যোগ্যতার অনুরূপ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

হায়ার সেকেণ্ডারি/স্কুল ফাইন্যাল/প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।

অথবা, ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের পাট ওয়ান পাস।

অথবা, যে ত্রি-বার্ষিক পরীক্ষায় পাট ওয়ান পরীক্ষার প্রচলন নেই সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ ওই কোর্সে দু'বছরের অধ্যয়ন।

অথবা, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাসের পর পরবর্তী কোর্সে এক বছরের অধ্যয়ন এবং কমিশন কর্তৃক সমতুল পরীক্ষা হিসেবে গণ্য হলে।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষা বর্ষের ১লা জুন তারিখে বয়েস ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সিডিউল্ড কাস্ট বা ট্রাইব প্রার্থীর ক্ষেত্রে উচ্চ বয়ঃসীমার ৫ বছর পর্যন্ত ছাড়।

আবেদন পত্র

আবেদন পত্র সংগ্রহ এবং যথাযথভাবে পূরণ করার পর পরীক্ষার 'ফি' সহ ঘোষিত তারিখের মধ্যে তা জমা দিতে হয়। সংগ্রহের বিধি —নিজে উপস্থিত হয়ে অথবা নাম ঠিকানা লেখা উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ একটি বড় ধরনের খাম পাঠালে নিয়মাবলী সম্বলিত 'নোটিশ' এবং আবেদন পত্র পাওয়া যায়।

'ফি'

এই ক্লার্কশিপ পরীক্ষার 'ফি' দশটাকা। এবং ২'৫০ টাকা

তপশিলী শ্রেণী/জাতীর প্রার্থীর পক্ষে। টাকা জমা দেওয়ার বিধি, পোস্টাল অর্ডারে অথবা ট্রেজারী চালানে।

পরীক্ষা পত্র

পত্র	বিষয়	পূর্ণমান	পাস মার্ক	সময়
১ম —	ইংরেজী	১০০	৪০	৩ ঘণ্টা
২য় —	বাংলা/হিন্দি/উর্দু/নেপালী	১০০	৪০	৩ ঘণ্টা
৩য় —	জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স	১০০	৩০	৩ ঘণ্টা
৪র্থ —	এলিমেণ্টারি ম্যাথামেটিক্স	১০০	৩০	৩ ঘণ্টা

চারটি পত্রই আবশ্যিক। ঐচ্ছিকপত্র নেই। কিন্তু কমিশানের সামনে ইন্টারভিউ দিতে হয় একমাত্র সাব জেলার পদের জন্য প্রার্থীদের। এই পদের প্রার্থী নির্বাচিত হয় পরীক্ষার মার্কস-এর ভিত্তিতে। মনোনীত প্রার্থীকে ছ'মাসের জন্য একটি ট্রেনিং নিতে হয়। সেন্ট্রাল জেল, ডিস্ট্রিক্ট জেল বা সাব-জেলে।

বিষয় সূচী

১ম পত্র—ইংরেজী।

(ক) কম্পোজিশান—সাধারণ নির্ভূল ইংরেজী লেখার পরীক্ষা। অন্তর্ভূক্ত বিষয়ঃ এস্সে, রিপোর্ট ড্রাফটিং অথবা প্রায় ৪০০ শব্দ সম্বলিত নির্দেশানুক্রমে ইংরেজী পত্র রচনা।

(খ) প্রেসিস্ অথবা কোন অংশের সংক্ষিপ্তসার লেখা। কম্প্রিহেনশান।

(গ) ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ (অথবা হিন্দি, উর্দু বা নেপালীতে)

(ঘ) কারেকশান (ঙ) পাংচুয়েশান (চ) ফ্রেজ এবং শব্দের নির্ভুল ব্যবহার।

২য় পত্র—বাংলা।

(ক) কম্পোজিশান: মার্জিত ভাষায় বাংলা লেখার ক্ষমতা পরীক্ষা। কম্পোজিশানের বিষয়: চারশ শব্দ সম্বলিত রচনা অথবা পত্র রচনা।

(খ) একটি গদ্যাংশকে আনুমানিক ১,০০০ শব্দের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করণ।

(গ) ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ অথবা হিন্দি৷উর্দু কিম্বা নেপালীতে।

৩য় পত্র—জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স।

(ক) ভারতের সঙ্গে যুক্ত সমসাময়িক ঘটনা, সমস্যাবলী এবং সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বিষয়ের পরীক্ষা।

(খ) প্রাথমিক জ্ঞান, ভারতীয় ইতিহাস এবং ভৌগলিক বিষয় সম্বন্ধীয়।

৪র্থ পত্র—অঙ্ক। (তিনটি ভাগে বিভক্ত)

(ক) অঙ্ক : ৪০ নম্বর। (খ) জ্যামিতি : ৩০ নম্বর।

(গ) এ্যালজাবরা : ৩০ নম্বর।

লেখ্য ভাষা

১ম পত্র ::উত্তরের ভাষা, ইংরেজী

২য় „ :: উত্তরের ভাষা, বাংলা/হিন্দি/উর্দু/নেপালী। (প্রার্থীর পক্ষে যা উপযুক্ত।)

৩য় „ : উত্তরের ভাষা, ইংরেজী

৪র্থ „ : উত্তরের ভাষা, ইংরেজী অথবা বাংলা।

প্রশ্নের মান

১ম ও ২য় পত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা মানের অনুরূপ এবং ৪র্থ পত্র স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা মানের সমান।

পুরনো প্রশ্নপত্র

পুরনো প্রশ্নপত্র খরিদ করা যেতে পারে, পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ প্রেস, ৩৮ গোপাল নগর রোড, আলিপুর, কলকাতা-২৭ থেকে কিম্বা নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস, ১ কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা-১

ইংলিশ টাইপিস্টস' রিক্রুটমেণ্ট একজামিনেশান

প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট ও সরকারী অন্যান্য অফিসের জন্য। প্রার্থীপদ ইংরেজী টাইপিস্ট-এর। সাধারণতঃ পরীক্ষাটি হয়ে থাকে ম-জুনের কাছাকাছি সময়ে। পরীক্ষা কেন্দ্র হয়, কলকাতা ছাড়াও জলপাইগুড়ি, আসানসোল এবং দার্জিলিং-এ। অবশ্য ঐ সব কেন্দ্রের পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থী থাকলে তবেই। প্রার্থীপদ পূরণ যোগ্যতা ভিত্তিক। সিডিউল্ড কাস্ট এবং ট্রাইব প্রার্থীর জন্য কিছু সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট। কতগুলি পদ খালি আছে তা 'নোটিশ'-এ জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রার্থীপদের জন্য ভারতীয় নাগরিক হতে হয়।

সার্ভিস স্কেল

'টাইপিস্ট'-এই পদের জন্য বর্তমান স্কেল—২৩০ টাকা—৫—২৭৫—৭·৫০ টাঃ—৩৬৫—১০—৪২৫ টাকা। ইণ্টারমিডিয়েট সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-১৫ জন) ৩৭০ টাকা—১০—৪০০—১৫—৫৩৫ টাকা। সিলেকশান গ্রেড—(শতকরা-২০ জন) ৩৩০ টাকা—১০—৪০০—১৫—৫৫০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশান (পঃ বঃ)-এর স্কুল ফাইনাল পাস। টাইপের যোগ্যতায় প্রার্থীকে হাতের লেখা অংশ থেকে

অন্ততঃ পক্ষে প্রতি মিনিটে নির্ভুল ৩০টি শব্দ টাইপ করতে হবে। পরীক্ষার সময় আধঘণ্টা।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষাবর্ষের ১লা জানুয়ারি তারিখে ৩০ বছরের অধিক নয়। সিডিউল্ড কাস্ট বা ট্রাইব প্রার্থীর পক্ষে উচ্চ বয়ঃসীমা আরো পাঁচ বছর গ্রহণযোগ্য।

'ফি'

পরীক্ষার 'ফি' পাঁচ টাকা। তপশিলী প্রার্থীর পক্ষে ফি ১ টাকা ২৫ পয়সা। ফি কেমন করে জমা দিতে হয় তা এখানে কমিশানের যে কোন পরীক্ষায় উল্লেখ আছে।

আবেদন পত্র

আবেদন পত্র এবং নিয়মাবলী পাওয়া যায় কমিশানের অফিসে। ঠিকানা পাবলিক সার্ভিস কমিশান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভবানী ভবন (নিচতালা) আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭। নিজে গিয়ে সংগ্রহ করা যায় কিম্বা নাম-ঠিকানা লেখা উপযুক্ত ডাকটিকেট সঙ্গে দিয়ে একটা বড় সাইজের খাম পাঠালেও কমিশান পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন।

১৯৭৬ সালের 'নোটিশ' অনুযায়ী।

কেরিয়ার ঃ লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশান

জীবন বীমা কর্পোরেশনের কর্মী তালিকার বিভাগীয় শ্রেণী বিন্যাসটি হল এইরকম— (১) ক্লাশ ওয়ান অফিসার্স (২) ক্লাশ টু অফিসার্স (৩) ক্লাশ থ্রি সুপারভাইজারি ও ক্লারিক্যাল স্টাফ এবং (৪) ক্লাশ ফোর সাবর্ডিনেট স্টাফ।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু মোটামুটিভাবে ক্লাশ ওয়ান এবং ক্লাশ টু অফিসার্স গ্রেডের পদগুলি প্রমোশনের দ্বারা পূরণ করা হয়। তথাপি একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এসিস্ট্যান্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার্স, এই বিভাগের জন্য এ্যাপ্রেন্টিস্ অফিসার্স নিয়োগও হয়ে থাকে। পরীক্ষাটি হয় প্রতি বছর নভেম্বার অথবা মে মাসে। পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর ভিত্তিতে যোগ্যতম প্রার্থীকে ভারতের মধ্যে অবস্থিত এল, আই, সি-র যে কোন ব্রাঞ্চে নিযুক্ত হতে হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতায় প্রার্থীকে অবশ্যই হতে হবে স্বীকৃত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট-এর প্রথম শ্রেণীর অথবা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক। কলা, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগে। কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর শতকরা ৫৫ নম্বর পেয়ে পাস করার ভিত্তিতে।

বয়ঃসীমা

পরীক্ষা বর্ষের ১লা জানুয়ারি তারিখে ২১ থেকে ২৬ বছরের

মধ্যে। ৩ বছর ছাড়, এল. আই. সি. তে কর্মরত প্রার্থী এবং ৫ বছর পর্যন্ত ছাড় তপশিলী প্রার্থীর পক্ষে।

পরীক্ষার বিষয়

আবশ্যিক পত্র — (১) সাধারণ জ্ঞান
(২) সাধারণ ইংরেজী
(৩) রচনা।

এ ছাড়া ঐচ্ছিক পত্র।

এল. আই. সি. ঃ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট নিয়োগ পরীক্ষা

জীবন বীমায় এ্যাসিস্ট্যাণ্ট নিয়োগের জন্য প্রতি বছরে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়ে থাকে। বয়ঃসীমায় প্রার্থীকে হতে হয় ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

শিক্ষাগত যোগ্যতায় এ্যাসিস্ট্যাণ্ট-এর ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর পেয়ে এইচ. এস. পরীক্ষায় পাস হতে হয়। শতকরা ৫৫ ভাগ নম্বর পেয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাস আর গ্র্যাজুয়েট হলে শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর পেয়ে পাস করার অধিকারী হতে হবে। টাইপিস্টদের ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষাগুলিতে পাসের ক্ষেত্রে নম্বরের হার যথাক্রমে ৫৫%, ৫০% ও ৪৫% এবং সেই সঙ্গে টাইপে স্পীড থাকতে হয়, প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দর।

স্টেনোগ্রাফার প্রার্থীর ক্ষেত্রে পাস এবং নম্বরের হার ওই একই। সেই সঙ্গে শর্ট-হ্যাণ্ডে স্পীড রাখতে হয় প্রতিমিনিটে ১০০ টি শব্দের এবং টাইপে ৪০ টি শব্দের।

পরীক্ষার বিষয়

এ্যাসিস্ট্যাণ্টদের ক্ষেত্রে দুইটি পত্র— (১) ইংরেজী (২) অঙ্ক। টাইপিস্ট এবং স্টেনোগ্রাফারের জন্য একটি পত্র। শুধু ইংরেজী।

'প্রি-রিক্রুটমেণ্ট' এই পরীক্ষায় প্রার্থীর যোগ্যতা প্রমাণিত হলে পরে চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য ইণ্টারভিউ দিতে হয়। টাইপিষ্ট এবং স্টেনোগ্রাফার প্রার্থীর ক্ষেত্রেও ওই প্রাথমিক পরীক্ষায়

তালিকাভুক্ত হলে পরে টাইপ এবং শর্ট-হ্যাণ্ডের টেষ্ট দিতে হয়। এবং এই পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে পরের ধাপে ইন্টারভিউ।

অন্যান্য বিষয় জ্ঞাতব্যের জন্য ঠিকানা—The Executive Director (P), Life Insurnance Corporation ;of India. C. O. Yagakshema, Madame Cama;Road, Bombay-1

কেরিয়ার্স ঃ ন্যাশানালাইজড্ ব্যাঙ্ক

জাতীয় করণ ব্যাঙ্ক সমূহে বিবিধপ্রকার পদ এর জন্য প্রার্থী বিয়োগ করা হয়। পদগুলিকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন— (১) অফিসার্স ক্যাডার ও (২) ক্লারিক্যাল ও এ্যালায়েড ক্যাডার।

অফিসার্স ক্যাডারের মধ্যে যে পদগুলি চিহ্নিত :—

(১) জেনারেল ম্যানেজার (২) জয়েন্ট ম্যানেজার (৩) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (৪) এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (৫) ডিভিশনাল ম্যানেজার (৬) এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ম্যানেজার (৭) পারসোনেল ম্যানেজার (৮) স্টাফ ম্যানেজার (৯) ম্যানেজার (১০) এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (১১) ডেপুটি সেক্রেটারি ও ট্রেজারার (১২) সিলেকশান গ্রেড অফিসার (১৩) ডেভালাপমেন্ট অফিসার (১৪) সেকশান অফিসার (১৫) চিফ অফিসার (১৬) সিনিয়ার গ্রেড অফিসার (১৭) অফিসার ইন-চার্জ (১৮) স্পেশাল অফিসার (১৯) প্রোবেশানারি অফিসার (২০) টেকনিকাল ফিল্ড অফিসার (২১) এগ্রিকালচার ট্রেইনী (২২) সুপারিনটেনডেন্টস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

অফিসার্স নিয়োগের জন্য প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্নরকম। তথাপি প্রোবেশানারি অফিসার, অফিসার ট্রেইনী এই প্রার্থীপদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা সাধারণত: প্রথম শ্রেণী কিম্বা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (শতকরা ৫৫ ভাগ নাম্বার পেয়ে) অথবা স্নাতকোত্তর কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের। কোন কোন ক্ষেত্রে এই যোগ্যতাকেও শিথিল করা হয়, বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েট স্তরে যাদের (ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে) কমার্স, ইকনমিক্স, ল' ইত্যাদি থাকে।

পে/এ্যালাউয়্যান্স

অফিসার গ্রেডে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর পে-স্কেল ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ভাতা ও সুযোগ সুবিধা ব্যাঙ্ক কর্মীদের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ—

(১) ডিয়ারনেস এ্যালউয়্যান্স (২) সিটি কমপেনসেটারি এ্যালা : (৩) হাউসরেন্ট এ্যালা: (৪) পোস্ট এ্যালা : (৫) পারসোনাল পে (৬) ডাবল এসটাব্লিশমেন্ট এ্যালা : (৭) ক্লোজিং এ্যালা : (৮) মেডিক্যাল এ্যালা : (৯) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড (১০) গ্র্যাচুইটি (১১) ট্রাভেলিং এ্যালা : (১২) লোকাল এ্যালা : (১৩) ভেকল্ এ্যালা : (১৪) লোনস্ ফর কনস্ট্রাকশান অব হাউস (১৫) স্পেশাল এ্যালা: প্রভৃতি।

কিন্তু ভাতাদি এবং মোট টাকার পরিমাণ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন হওয়ায় প্রার্থী পদে টাকার অঙ্কে সমতা রক্ষা করে না।

বয়ঃ সীমা

অফিসার পদে প্রার্থীর বয়সীমা (ক) ২৩ থেকে ২৫ বছর (খ) ২১ থেকে ২৫ বছরতপশিলী প্রার্থীর ক্ষেত্রে উর্দ্ধ বয়ঃসীমা ৫ বছর পর্যন্ত ছাড়। এই সীমা সদ্য (fresh) নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৩৫ বছর এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ, উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ৪০ বছর।

নিয়োগ রীতি

সাধারণতঃ লিখিত এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নিয়োগ করা হয়। শূন্যপদ সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকে। সিনিয়ার অফিসারের পদগুলি নিচের পদগুলি থেকে প্রমোশান ভিত্তিতে পূরণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও কোন কোন ব্যাঙ্কে সাইকোলজিকাল টেস্ট, ইনটেলিজেন্স টেস্ট ইত্যাদির প্রথা আছে। লিখিত পরীক্ষায় সাধারণতঃ বিষয় থাকে—(১) ইংরেজী (২) সাধারণ জ্ঞান ও (৩) অঙ্ক।

বিস্তারিত জ্ঞাতব্যের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হেড অফিসের ঠিকানা দেওয়া হল।

1. Allahabad Bank
Post Box No 165
Calctta-1

2. Bank of Baroda
Post Box No. 10046
3, Walchand Hirchand Marg
Ballard Pier, Bombay-1

3. The Bank of India
Express Tower
Nariman Point
Bombay-1

4. The Bank of Maharashtra
P. B. No 514
1177, Budhwar Peth.
Poona-2

5. The Canara Bank
112, Jaya Chamarajenda Road
Post Box No 6648, Bangolre-2

6. The Central Bank of India
Mahatma Gandhi Road
Bombay-1

7. The Dena Bank
Indian Mercantile Mansion
(Annexe) Second Floor
Wode House Road,
Bombay-1

8. The Indian Overseas Bank
Post Box No 3755
161, Mount Road. Madras-2

9. Indian Bank
17th North Beach Road
Post Box No. 1384
Madras-1

10. The Punjab National Bank
Parliament Street
New Delhi

11. Syndicate Bank
Super Bazar Buildings
Cannaught Circus
New Delhi-1

12. The Union Bank of India
Mehta Chambers
13, Matthew Boad
P. B. No. 3681

13. United Bank of India
4 Narendra Chandra Dutta
Street Calcutta-7

14. The United Commercial Bank
10, Brabourne Road
P. B, No 2455 Cal-1
Calcutta-

15. The State Bank of India
Parliament Street
P. B No. 430.
New Delhi

ক্লারিক্যাল ও এ্যালায়েড ক্যাডারস্

জাতীয়করণ ব্যাঙ্কে করণিক এবং অন্যান্য পদগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(১) ইন্টারনাল অডিটার (২) ক্লার্ক (৩) ক্যাশ-কাম জেনারেল ক্লার্ক (৪) টাইপিষ্ট কাম ক্লার্ক (৫) টাইপিষ্ট (৬) গোডাউন ক্লার্ক (৭) স্পেশাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (৮) হেডক্লার্ক (৯) কেশিয়ার (১০) টেলিফোন অপারেটার (১১) টেলিফোন অপারেটার কাম ক্লার্ক (১২) স্টেনোগ্রাফার, (১৩) স্টেনো-টাইপিস্ট।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

জাতীয়করণ ব্যাঙ্কে এই সব পদ পূরণের জন্য লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের যে বিধি আছে, সেখানে প্রার্থীপদের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা হল, স্কুল ফাইনাল পাস থেকে গ্র্যাজুয়েট স্তর পর্যন্ত। স্কুলস্তরের পরীক্ষায় অন্ততঃ শতকরা ৬০ ভাগ পেয়ে পাস এবং গ্র্যাজুয়েট স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস থাকা চাই।

টাইপিস্ট এবং স্টেনোগ্রাফার পদের ক্ষেত্রে টাইপের জন্য ৪০ থেকে ৪৫টি শব্দ এবং শট হ্যাণ্ডে ১০০ থেকে ১১০টি শব্দ প্রতি মিনিটের জন্য ধার্য।

বয়ঃসীমা

বয়ঃসীমা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন রকম।

(১) ১৪ থেকে ২২ বছর (২) ১৮ থেকে ২২ বছর (৩) ২০ থেকে ২৫ বছর (৪) ২১ থেকে ২৫ বছর।

পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়েসের ছাড়, তপশিলী প্রার্থীর ক্ষেত্রে।

নিয়োগরীতি

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে প্রার্থী চাওয়া হয় আবার শূন্যপদের সংবাদ খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকে। নির্বাচন হয় প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভ্যু-র মাধ্যমে। সাধারণতঃ লিখিত পরীক্ষার বিষয় থাকে (১) ইংরেজী (২) সাধারণ জ্ঞান ও (৩) অঙ্ক।

বিস্তারিত জ্ঞাতব্যের জন্য ব্যাঙ্কগুলির ঠিকানা ইতিপূর্বে আলোচিত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অফিসার্স একজামিনেশান

গ্রেড 'এ' এবং গ্রেড 'বি' এই দুই স্তরে অফিসার নিয়োগের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়া সার্ভিসেস বোর্ড একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষা কেন্দ্র হয় — কলকাতা, বম্বে, ব্যাঙ্গালোর, কানপুর, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাটনা, ত্রিবান্দ্রাম, জয়পুর, ভুবনেশ্বর, গৌহাটি এবং নতুন দিল্লিতে। সাধারণতঃ পরীক্ষাটি হয়ে থাকে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

অন্ততঃপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক।

বয়ঃসীমা

২১ থেকে ২৬ বছর। ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চ বয়ঃসীমা ৩১ বছর পর্যন্ত।

পে স্কেল

গ্রেড—'এ': ৫৬০ টাকা—৩৫—৭৩৫—৪০—৮১৫—৪৫—৯০৫—৪৫—৯৫০—৫০—১১৫০ টাকা।

গ্রেড—'বি': ৬৫০ টাকা—৬৫—১১৭০—৬৫—১৪৯৫ টাকা।

এ ছাড়া ভাতাদি অন্যান্য বহুরকমের সুযোগ সুবিধা।

পরীক্ষার বিষয় সমূহ

লিখিত এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য দুটি আবশ্যিক পত্র এবং একটি ঐচ্ছিক পত্র কিন্তু গ্রেড বি. প্রার্থীর জন্য ঐচ্ছিক পত্র দুটি।

(১) আবশ্যিক পত্র— (১) এস্‌সে ও জেনারেল ইংলিশ,
(২) জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট এ্যাফেসার্স

(২) ঐচ্ছিক পত্র— (১) একটি (২) দুইটি—গ্রেড "বি" পদের জন্য।
আবশ্যিক প্রতিটি পত্র ১০০ নাম্বারের এবং ঐচ্ছিক পত্রের জন্য ২০০ নাম্বার নির্দিষ্ট।

(৩) ইন্টারভিউ— গ্রেড 'এ' জন্য ১৫০ কিন্তু 'ব'-র জন্য ১০০ নাম্বার। অর্থাৎ গ্রেড 'এ' পদের জন্য মোট নাম্বার ৪৫০ এবং গ্রেড 'বি' পদের জন্য মোট নাম্ব্যর ৮০০।

ঐচ্ছিক বিষয় সমূহ

ইংলিশ লিটারেচার, স্ট্যাটিসটিক্স, সাইকলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি—ব্রিটিশ হিস্ট্রি, বায়োলজি, এগ্রিকালচার, পিওর, অথবা এ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স, জেনারেল ইকনমিক্স, মার্কেনটাইল ল' ও কোম্পানি ল', পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোসিওলজি কো-অপারেটিভ

মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া। এ্যাডভানসড্ এ্যাকাউন্ট্যানসি ও অডিট এবং ফিলোসফি।

'ফি'

পরীক্ষার ফি ৫৭.৫০ টাকা। ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা জমা দিতে হয়।

ঠিকানা

সেক্রেটারি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সার্ভিস বোর্ড। মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং (সপ্তম তল) মহাত্মাগান্ধী রোড, বম্বে—৪০০০০১।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Encient Indian Education.

   Radha Kumud Mookerji

2. Adult Education in India and Abroad

   Nikhil Ranjan Roy

3. Careers for High Higher Secondary School Leavers.

   D. G. E. & T.

   Govt. of India

4. Careers for Arts and Commerce Graduates

   D. G. E. &. T.

   Govt of India.

5. Careers for Science Graduates

   D. G E &. T.

   Govt. of India.

6. Careers for Women

   D G E. & T.

   Govt. of India.

7. Upkar Guide to Medical Colleges in India

   Khanna & Verma

8. Upkar Guide to Competitive Examinations

   Khanna & Verma

9. Career Selection

S. Basu and S Mukherjee

John Hunter (Comp)

10. Guide to Competitive Examinations

Om Prakash Verma

B. D. Tuteja

11. কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের নির্দেশিকা

পঃ বঃ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার

12. Rural Industries Project (24 Parganas)

Project Officer

Rural Industries Project, 24 Pargs.

Govt of West Bengal

13 Focus

The Directorate

Cottage & Small Scale Industries

Govt. of West Bengal

14. Scholarships for Study Abroad and At Home

Ministry of Education & Social Welfare

Govt. of India

(1975)

15 General Information for Indian Students Going·Bbroad.

Ministry of Education & Social Welfare

Govt. of India (1977)

16. World of Learning. Vol-2
17. All India Educational Directory
18. Universities Hand Book (1973)
19. Directory of Institutions for Higher Education
20. Guide to Careers : The Air Pilot (D. G. E & T.
21. Do : The Public Health Engineer (Do)
22. Do : The Health Visitors. (Do)
23. Do : The Pharmacist (Do)
24. Do : The Horticulturist (Do)
25. Do : The Geologist (Do)
26. Do : Turner (Do)
27. Do Sheet Metal Worker (Do)
28. Do : The Dental Auxiliary (D. G. E. & T.)
29 Do : The General Fitter (Do)
30. Do : The Civil Engineer (Do)
31 Do : The Dental Surgeon (Do)
32 Do : The Tool and Die Maker (Do)
33. Do : The Wireman (Do
34. Do : The Mill Wright (Do)
35. Do : The Welder (Do)
36. Do : The Draughtsman (Civil) (Do)
37. Do : The Overseer (Civil Eng) (Do)
38. Do : The Industrial and Production Eng (Do)
39. Do : The Automobile Engineer (Do)
40. Do : The Moulder (Do)
41. Do : The Stenographer (Do)

42.	Guide to Careers	:	The Electrician	(Do)
43.	Do	:	The Elecrornic Engineer	(Do)
44.	Do	:	The Air Conditionnig & Refregeration Mechanic	(Do)
45.	Do	:	The Agriculture Scientist	(Do
46.	Da	:	The Forest Ranger	(Do)
47	Do	:	The Tele Communication Eng.	(Do)
48.	Do	:	(অনামী গ্রন্থ)	

Dtc. of Industries
Govt. of West Bengal.

———